উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৫০০.৮২ (+৩২৮.৭২)

নিফটি : ২৫,২৮৫.৩৫ (+১০৩.৫৫)

নোবেল হাতছাড়া ট্রাম্পের
এবছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। এক আত্মগোপনকারী নেত্রীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প প্রশাসন। » ৭

কাবুলে দূতাবাস চালু হচ্ছে
আফগানিস্তানের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিতে তৈরি ভারত। তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এস জয়শংকর জানিয়েছেন, সেখানে দূতাবাস চালু হবে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩১°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২১°	২১°

কমিশনে নালিশ মুখ্যমন্ত্রীর
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৩

২৪ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 October 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 141

সাদা চোখে সাদা কথায়

ধ্বংসলীলার ক্ষতের সঙ্গে হিংসার ঘা দগদগে

গৌতম সরকার

তোর্ষা নদীর উথাল পাতাল কার বা চলে নাও...।

আজন্ম তোর্ষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সহবাস। সেই তোর্ষা ফের কী সর্বনাশই না করে দিল ডুয়ার্সের। দু'কূলের বাড়ি-আবাদ, জঙ্গলের গাছ ভাসিয়ে টেনে নিয়ে ফেলে দিল বাংলাদেশে। এ যেন শুধু সহবাস, বিয়ে তো দূর, প্রেমেও মতি নেই। শুধু তোর্ষা নয়, তিস্তা, কালজানি, ফুলহর নিয়ে কত গান, কত গাথা। সব নিষ্ফল ঠেকে জলধারাগুলি শ্রীমতী ভয়ংকরী হয়ে উঠলে।

তার ওপর প্রকৃতির মারের সঙ্গে রাজনীতির থুড়ি ক্ষমতার চক্রের (পাওয়ার সিন্ডিকেট) কার্যকলাপ বড় অসহ্য ঠেকে উত্তরবঙ্গের! ত্রাণ, উদ্ধার কিংবা বিধ্বস্ত এলাকার পুনর্গঠন, পুনর্বাসন স্বাভাবিক নিয়মে করার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু মাথার ওপর মাতব্বরি করলে সেই কাজ করার সাধ্য কী প্রশাসনের থাকে! তাছাড়া প্রশাসনের ঘাড়ে ক'টা মাথা বা শিরদাঁড়া আছে যে, নিজের মতো কাজ করবে!

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে নতুন ট্রেন্ড নেতাদের রিল বানানোর ব্যস্ততা। কেউ নদীর সেতুতে দাঁড়িয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। কেউ হাঁটুজলে সাঙ্গোপাঙ্গর সঙ্গে হাঁটার ভিডিও তোলাচ্ছেন। কেউ বিধ্বস্ত গ্রামে গিয়ে সরকার, শাসকদলের মুণ্ডুপাত করছেন। যে নদী উত্তরবঙ্গে প্রেমের জয়গান গায়, তার ধারে দাঁড়িয়ে কেউ আবার বিপক্ষকে মেরে হাত রক্তাক্ত করলেন। প্রতিপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করে শুধু হিংসার বার্তা ছড়ালেন।

অথচ ভাবুন, ভালোবাসার প্রতীক তিস্তা। তিস্তা নদীর চিকন বালা রে... সুর-কথার আকুতিতে কত আপন উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের। তিস্তা-রঙ্গিতের রোমান্টিক প্রেম আখ্যান যে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি। ভাগ্যিস যত জলস্রোতই আসুক, বাংলাদেশে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। নাহলে তিস্তাপাড় আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কালজানি-ডিমার মিলনস্থলও ভালোবাসার ছবি আঁকে। কানে বাজে 'কালজানি নদী রে, ডিমা নদী তার সাথে যায়...'।

সেই কালজানি মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে ওঠে। মহানন্দা-বালাসনের সঙ্গমস্থল নিরন্তর কবিতার জন্ম দেয়। অথচ দুটি নদীরই গর্ভ চিরে বালি-পাথর তুলে কী যথেচ্ছাচারই না চলছে। শাসকদলের প্রশ্রয়ে মহানন্দা, বালাসনের ধার দখল করে বসতি গড়ে উঠেছে। দুই নদীর পাড়ের পরিণতি দেখতে দেখতে মনে তো হবেই, 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি...।'

মূর্তি বা হলংয়ে প্রকৃতি ও জলধারার দূরন্ত সহবাসকে মানুষ বিরক্ত করে বলেই তো ছোট ছোট স্রোতস্বিনীগুলির এমন পাগলপারা রূপ দেখি। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তপ্ত পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিং

তৃণমূলের বৈঠক রক্তাক্ত, জখম ৩

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১০ অক্টোবর : তৃণমূলের গোষ্ঠী বিরোধ এবার আছড়ে পড়ল গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিংয়েও। দুই পক্ষের সংঘর্ষে রক্ত ঝরল। আহত হলেন তিনজন। ঘটনার রেশ আছড়ে পড়ল স্থানীয় এলাকাতেও। ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি বিধানসভার রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, বোর্ড মিটিং চলাকালীন প্রধানের স্বামী এবং তাঁর দলবল হামলা চালায় দুই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীদের ওপর। ঘটনায় জখমদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। যথারীতি তদন্তের আশ্বাস মিলেছে পুলিশের তরফে। যা নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন ঘটনায় অস্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূল।

প্রহৃত স্বামীরা
- ঘর বণ্টন নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ, মারপিট
- দুই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীদের মারধরের অভিযোগ
- পালটা তাঁর স্বামীকে মারধর করার অভিযোগ তুলেছেন প্রধান
- সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি, অস্বস্তিতে শাসকদল

পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার ঘরের টাকা বণ্টন এবং পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনাকে কেন্দ্র করে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সবিতা সাহাচৌধরী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বোর্ড মিটিং ডাকেন। ওই মিটিংয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের পাশাপাশি কয়েকজন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীও উপস্থিত হন। বৈঠক চলাকালীন নানান ইস্যুতে দুই গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। সামনে আসে অনাস্থা আনার প্রক্রিয়া প্রসঙ্গ। যাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। অভিযোগ, প্রধান শামসুন নেহার স্বামী নাসিম আহমেদ ওরফে সাগর মেজাজ হারিয়ে দুই মহিলা সদস্যের স্বামীর ওপর হামলা চালান। ভয়ে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পালিয়ে অনেকেই একটি আম বাগানে আশ্রয় নেন। প্রধানের স্বামী দলবল নিয়ে আম বাগানে পৌঁছে দুই মহিলা সদস্যের স্বামীকে ধরে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে প্রধান শামসুন বলেন, 'আম বাগানে আশ্রয় নেওয়ায় গ্রামবাসীরা চোর ভেবে ওদের মারধর করেছে। ওই ঘটনায় আমার স্বামী জড়িত নন। পালটা আমার স্বামীকেই চেয়ার এবং লোহার রড দিয়ে মারধর করেছে ওরা। যে কারণে তিনি মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।' মেডিকেলে চিকিৎসাধীন দুই মহিলা সদস্যের স্বামী ফেকু মোমিন এবং নাসির আহমেদ। রাতে ঘটনাস্থলে পুলিশ না পৌঁছালে আরও বড় ধরনের অশান্তি ঘটত বলে বক্তব্য স্থানীয়দের।

আক্রান্ত নাসির আহমেদের স্ত্রী শারিফা খাতুন শুক্রবার বলেন, 'সাগরের বাবা হাসিমুদ্দিন আহমেদ বর্তমানে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। বাবার ক্ষমতা দেখিয়ে পঞ্চায়েতে লুটপাট চালাতে চেষ্টা করছে সাগর।' আক্রান্ত ফেকু মোমিনেরও একই অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হাসিমুদ্দিন বলছেন, 'পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর থেকেই গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি।' ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে লুটতরাজ চালাচ্ছে তৃণমূল। রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্যরা ভাগবাঁটোয়ারা করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করেছে। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে।' জেলা পরিষদ সদস্য কংগ্রেস নেতা সায়েম চৌধুরী বলছেন, 'কংগ্রেস সদস্যদের ভুল বুঝিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানো হয়েছে। এলাকাকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের শুধু তৃণমূলের লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের এই চক্রান্তে কেউ যেন পা না দেন।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমরা নিজেরাই বসে সমাধান করে নেব। এ নিয়ে বিরোধীদের রাজনীতি করার কিছু নেই।'

কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালে দুর্ভোগ

চিকিৎসকহীন প্রসূতি বিভাগ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১০ অক্টোবর : সকাল থেকে প্রসূতি বিভাগে একজনও চিকিৎসকের দেখা মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়ে গর্ভবতীদের ২৩ কিলোমিটার দূরে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'রেফার' করা হল। সংকটজনক অবস্থায় তড়িঘড়ি গর্ভবতীদের অ্যাম্বুল্যান্সে চড়িয়ে রায়গঞ্জের দিকে নিয়ে ছুটলেন উদ্বিগ্ন আত্মীয়পরিজনরা।

পদক্ষেপের আশ্বাস
- সংকটজনক অবস্থায় গর্ভবতীকে অ্যাম্বুল্যান্সে রায়গঞ্জে নিয়ে যান উদ্বিগ্ন পরিজন
- হাসপাতালে চারজন প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক রয়েছেন
- শুক্রবার একজন চিকিৎসকও ছিলেন না
- দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

শুক্রবার সকাল থেকে এমনই স্বাস্থ্য পরিষেবার দুরবস্থার ছবি দেখা গেল কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ জয়দেব রায়ের স্পষ্ট বক্তব্য, 'এখানে চারজন প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ দেবদত্ত বড়ালের শুক্রবার সকাল থেকে ডিউটি ছিল। তিনি ছুটি কাটিয়ে এদিন জয়েন করেননি। ফলে গর্ভবতীদের এখানে ভর্তি করা হচ্ছে না। যাঁরা ভর্তি আছেন তাঁদেরও কারও সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে রায়গঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি? প্রশ্নের জবাবে সুপার বলেন, 'এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য ওই চিকিৎসকের বেতন বন্ধ করে দেব। চিকিৎসা নিয়ে কোনও ছেলেখেলা করতে দেব না।' উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের কথায়, 'আরও প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসক রয়েছেন তো। আমি দ্রুত সুপারের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছি।'

হাতে স্যালাইন চলছে তিলগাঁওয়ের বাসিন্দা নুরসাই খাতুনের। প্রসবযন্ত্রণা উঠেছে তাঁর। চিকিৎসকের অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে শরীর থেকে রক্তপাত শুরু হয়ে গিয়েছে। যে কারণে তড়িঘড়ি নুরসাইয়ের পরিবারের লোকেরা তাঁকে একটি নিশ্চয়যানে চড়িয়ে রায়গঞ্জে নিয়ে যান। নুরসাইয়ের স্বামী আনিসুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ''কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল হাত তুলে দিয়েছে। সকালে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলে জানা যায়, প্রসূতি বিভাগের একজন চিকিৎসকও নেই। স্ত্রীকে রায়গঞ্জে 'রেফার' করে দিল।''

কুশমণ্ডি ব্লকের দেউল মানিকোর এলাকার বাসিন্দা হীরালাল সরকার হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক নেই জেনে চিন্তায় পড়েন। হীরালাল বলেন, 'প্রসূতি বিভাগে একজনও চিকিৎসক থাকবেন না এমনটা কী করে হয়? নার্স, আয়ারা কেউ কিছু বলতেই পারছেন না। এটা তো কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমার স্ত্রী সকালে বাড়িতে প্রসব করেছেন। ভালো চিকিৎসার আশায় কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। এখানে নাড়ি কাটা হল। এখন চিকিৎসক ছাড়া কী হবে বুঝতে পারছি না।'

যে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেই চিকিৎসক দেবদত্ত বড়াল অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ''আমি ছুটির দরখাস্ত দিয়ে এসেছিলাম। আমারও স্ত্রীর 'সিজার' হয়েছে। সন্তানকে নার্সিংহোমে ডাক্তার দেখাতে এসেছি। কাজেই আমার পক্ষে সময়মতো জয়েন করা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না।''

সবজির বাজারে আগুন, নাভিশ্বাস

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ অক্টোবর : বেগুনের দামে সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় অন্যান্য শাকসবজিও। দুর্গাপুজো শেষে একেই টান পড়েছে পকেটে, তার মধ্যে সবজির এমন মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত পড়েছে সাধারণের। এমন মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্যা পরিস্থিতিকে যুক্তি হিসেবে ব্যবসায়ীরা খাড়া করতে চাইলেও, তা মানতে নারাজ শহরবাসীর মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। পাহাড় ও ডুয়ার্সের দুর্যোগের জন্য কেন বালুরঘাটে সবজির মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, প্রশ্ন সাধারণের। প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে। টাস্ক ফোর্স তৈরি করে পদক্ষেপ করার আশ্বাস অবশ্য দিয়েছেন জেলা শাসক।

পুজো শেষে সংসার চালানো কার্যত কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আমবাঙালির কাছে। এমন পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে সবজির বাজার। ক'দিন আগেও যে বেগুন কেজিপ্রতি ৬০ টাকায় মিলত, এখন তার দাম পৌঁছেছে একশো টাকায়। পাশাপাশি দাম বেড়েছে অন্যান্য সবজিরও। করলার দাম ৭০-৮০ টাকা প্রতি কেজি। *এরপর দশের পাতায়*

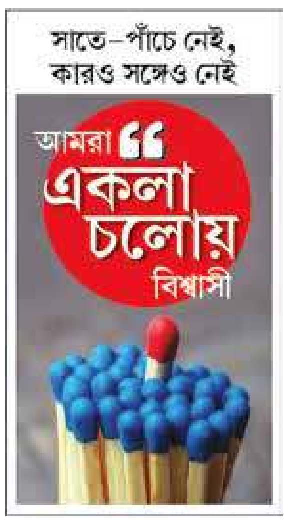

এডিশন স্পেশাল

খগেনকে ওয়াই ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা » *দুইয়ের পাতায়*

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে দাপাদাপি, গণধোলাই

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ অক্টোবর : মদের টাকা জোগাড় করতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় দাপাদাপি মত্ত শ্রমিকের। তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে এলাকাবাসী একজোট হয়ে ওই শ্রমিককে ধরে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। গণপ্রহারের পর তাঁকে গাছে বেঁধে রেখে বালুরঘাট থানায় খবর দেওয়া হয়। দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ওই শ্রমিক চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও চার রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গণধোলাই খাওয়া ওই ব্যক্তির নাম প্রণব মহন্ত। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট শহর লাগোয়া ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খিদিরপুর ঘোষপাড়া এলাকায়। বালুঘাট থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কোথা থেকে ওই ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন, তত্ত্বতালাশ করে দেখা হচ্ছে।

আগামী বছরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শান্ত বালুরঘাটে এভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপির ঘটনা সামনে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা মত্ত অবস্থায় স্থানীয়দের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হুমকি দিতে দেখা যায় অভিযুক্ত প্রণবকে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয়রা একজোট হয়ে তাঁকে পাকড়াও করে গণপ্রহার শুরু করেন।

বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তী বলেন, 'এটি কোনও ছোট ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, বিরোধীদের চমকানোর জন্য এই ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা হয়। পরে প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটেছে। ওই এলাকায় লোকসভা কেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত-সবই বিজেপির দখলে। বিরোধীদের আটকাতে তৃণমূলের প্রশ্রয়ে *এরপর দশের পাতায়*

ট্রমা কাটছে না বামনডাঙ্গার খুদেদের

এই সেই মডেল ভিলেজ, যা কার্যত শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১০ অক্টোবর : গত রবিবারের সেই অভিশপ্ত ভোরের পর কেটে গিয়েছে ছয়টি দিন। ঘটনার অভিঘাত ওদের এতটাই নাড়া দিয়েছে যে, এখনও ট্রমা থেকে বের হতে পারেনি বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল গ্রামের শিশু থেকে কিশোর-কিশোরীরা। কেউ থেকে থেকে শিউরে উঠছে, কেউ আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে চলেছে। এমনও শিশু রয়েছে যারা আর কথাই বলতে চাইছে না। অন্তত ২৫ জন নাবালকের মানসিক অবস্থা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরও। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'বামনডাঙ্গা চা বাগানের শিশুদের জন্য জেলা থেকে মনোবিদ আসছেন। প্রত্যেককে কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। এদিন টন্ডুবিস্তিতে কাউন্সেলিং করা হয়।'

মডেল গ্রামেই থাকে বছর ১৭-র রাখি ওরাওঁ। সেদিন যখন রাশি রাশি জল ওদের গ্রামকে গিলতে বসেছে তখন একমাত্র কন্যাকে হাতে চেপে ধরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন মা শকুন্তলা। গলা ছুঁইছুঁই জল ডিঙিয়ে কিছুটা দূরে যাওয়ার পর ভাসতে থাকা অন্য একজনের ধাক্কায় রাখির হাত ছেড়ে যায় মায়ের থেকে। নিমেষের মধ্যে শকুন্তলা ভেসে যান অন্যদিকে। ভাসতে শুরু করে রাখিও। শকুন্তলার দেহ উদ্ধার হয় ঘটনার পরদিন। নিজে বাঁচলেও সেই থেকে এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে ডায়না লাইনে মামাবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া রাখি।

সেদিনের কথা জিজ্ঞেস করতেই হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। জানায়, মায়ের কাছছাড়া হয়ে ভাসার সময় একটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে ধাক্কা লাগার পর আর অন্য কিছু মনে নেই তার। লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু নামে বাগানের এক শিক্ষক বলেন, 'প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে বিছ লাইন লাগোয়া একটি বাঁশঝাড়ে রাখি আটকে ছিল। জল কমার পর ওর আর্তনাদ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা গিয়ে রাখিকে উদ্ধার করে আনে।'

সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সাহিন লোহার তো এখনও কুঁকড়ে রয়েছে। সেদিন সে, তার মা, বাবা, বোন সহ বাড়ির প্রত্যেকেই বারান্দার গ্রিলে উঠে ঝুলে ছিল। ফলে জল বাড়তে থাকলেও কোনওরকমে রক্ষা পেয়ে যায়। *এরপর দশের পাতায়*

প্রকাশ্যে জীবন, কেএলও'র নামে জয়ধ্বনি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-এর নামে জয়ধ্বনি শুনল উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' কেএলও প্রধান জীবন সিংহের ছবি হাতে মিছিল হল প্রকাশ্যে। শুক্রবার মালদা থেকে কোচবিহার- এই চিত্র দেখা গিয়েছে। যদিও কর্মসূচিটি হয়েছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি) সহ ৩৪টি সংগঠনের ডাকে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিডিও অফিসে শুক্রবার ডেপুটেশন দেয় ওই সংগঠনগুলি। ডেপুটেশন ও তার আগে মিছিলে সর্বত্র পুলিশের সামনে স্লোগান ওঠে, 'কেএলও লং লিভ, জীবন সিংহ জিন্দাবাদ।' ২০০২ থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন, জঙ্গি সংগঠন ও জঙ্গি নেতা জীবন সিংহের সমর্থনে মিছিল হলেও প্রশাসন নীরব থাকায় প্রশ্ন উঠেছে, ভোট সামনে বলে কি কামতাপুরি সমর্থকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হল না?

পুলিশ ও প্রশাসন এব্যাপারে কোনও ব্যাখ্যা দিতে চায়নি। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড় কর্মসূচিটি হয়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটায়। কিন্তু এজন্য প্রতিক্রিয়া চেয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে ফোন ও মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়েও সাড়া মেলেনি। দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র এবিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না বলে জানান।

প্রতিক্রিয়া এড়াল প্রশাসন, পুলিশ

গাজোলে পৃথক রাজ্যের দাবিদারদের বিক্ষোভ। শুক্রবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও গঙ্গা ছেত্রীর কথায়, 'কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল আমার কাছে ডেপুটেশন দিতে এসেছিল। ডেপুটেশনে কেএলও-র সমর্থন আছে কি না, বলতে পারব না।' উত্তরবঙ্গের সব বিডিও অফিসে পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলের নামে। দাবিগুলি হল, কামতাপুর রাজ্যের পুনর্গঠন, কামতাপুরি-রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তি, কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি, জীবন সিংহ সহ কেএলও নেতাদের সঙ্গে ভারত সরকারের দ্রুত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি।

দিনহাটা, জলপাইগুড়ির মালবাজার, মালদার গাজোল, আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম, মাদারিহাট ও আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লক, *এরপর দশের পাতায়*

খগেনকে ওয়াই ক্যাটিগোরি নিরাপত্তা বরাদ্দ

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : নাগরাকাটায় হামলার মুখে পড়তেই নিরাপত্তা বাড়ানো হল মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। এখন থেকে সাংসদকে 'ওয়াই ক্যাটিগোরি'র নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা সিআইএসএফের কাছে পৌঁছে যায়। সেইমতো এদিনই হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছেন আরও চারজন জওয়ান। এখন থেকে খগেন যেখানেই যাবেন, সেখানেই মোট ছ'জন আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানের নিরাপত্তা বলয় তাঁর সঙ্গে থাকবে। এর আগে মাত্র দুজন সিআইএসএফ জওয়ান সাংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন।

সোমবার বন্যাবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। খগেনের মুখে আঘাত লাগে। এরপরেই তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে শিলিগুড়িতে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। সাংসদের বাঁ চোখের নীচের হাড় ভেঙেছে বলে মেডিকেল রিপোর্টে জানানো হয়েছে। আপাতত ছ'সপ্তাহ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

এদিকে, সাংসদের ওপর হামলার পর রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেন লোকসভার স্পিকার

ওম বিড়লা। সাংসদের ওপর হামলা নিয়ে তৃণমূলের দাবি ছিল, গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের মারধর করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই মারধরের ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এরই মধ্যে বাড়ানো হল সাংসদের নিরাপত্তা।

পাঁচদিন পর উদ্ধার গন্ডার

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার ভোরে প্রতিদিনের মতো পুজোর ফুল তুলতে বেরিয়েছিলেন বছর ষাটের বৃদ্ধা বিভা কর। কিছুদূর যেতেই চক্ষু চড়কগাছ! কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগে গন্ডারের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দৃশ্য দেখে চিৎকার শুরু করেন অন্য প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। উত্তরবঙ্গে বন্যা-পরিস্থিতির পাঁচদিন পর শুক্রবার ভোরে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি বাজার সংলগ্ন সুভাষপল্লি এলাকায়।

লোকালয়ে এভাবে গন্ডারের দেখা মেলায় গোটা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়। বুনোর আক্রমণে গুরুতর জখম হন এলাকার দুজন বৃদ্ধ। একজনের নাম দিলীপ দাস এবং অন্যজন বিভা। দুজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোচবিহারের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি সোনম মাহেশ্বরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। মাইকিংয়ের মাধ্যমে সতর্ক করে গোটা এলাকার লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও

পুণ্ডিবাড়িতে লোকালয় থেকে উদ্ধার গন্ডার। -সংবাদচিত্র

অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় সহ একাধিক টিম। পৌঁছোয় জলদাপাড়া বন বিভাগের বিশেষ ট্রাঙ্কুলাইজার টিম।

স্থানীয় বাসিন্দা অসিত মজুমদার, বিপ্লব সরকার, রমেন সরকার প্রমুখের কথায়, অন্য দিনের মতো আমরা সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ এই এলাকায় এসে গন্ডারটি দেখতে পাই। কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। আগে কোনওদিন এই এলাকায় গন্ডার আসেনি। আমরা যথেষ্ট আতঙ্কিত। এরপর গন্ডারটির দেখা মেলে স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়ির পেছনের জলাশয়ে। চারদিকে ঘিরে ফেলেন বনকর্মীরা। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে গন্ডারটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা।

রবিবার ভয়াবহ বন্যায় পুণ্ডিবাড়ি সাজেরপাড় এলাকার তোর্ষা নদীতে একটি গন্ডার ভেসে আসার খবর মেলে। এরপর থেকে বন দপ্তর ওই গন্ডারের খোঁজ শুরু করে। পরে সেই গন্ডারের দেখা মেলে ঘোকসাডাঙ্গা থানার শালমারা, ধলোগুড়ি, ফেশ্যাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায়। গন্ডারের খোঁজে বন দপ্তর গত পাঁচদিন ধরে চারটি কুনকি হাতি এবং ড্রোনের মাধ্যমে তল্লাশি চালায়। এমনকি গত সন্ধ্যায় আবার পুণ্ডিবাড়ি বাঁশদাহ নথিবাড়ি এলাকায় গন্ডারের দেখা মেলে।

এই বিষয়ে কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও বলেন, 'গত কয়েকদিন আমরা গন্ডারের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আজ গন্ডারটি একেবারে লোকালয়ে চলে আসে। ফলে আমরা ট্রাঙ্কুলাইজার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। গন্ডারটিকে উদ্ধার করে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

লোকালয়ে আতঙ্ক

- লোকালয়ে এভাবে গন্ডারের দেখা মেলায় গোটা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়ায়
- বুনোর আক্রমণে গুরুতর জখম হন এলাকার দুজন বৃদ্ধ
- ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও-র নেতৃত্বে একটি দল
- অবশেষে গন্ডারটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করতে সক্ষম হন বনকর্মীরা
- গন্ডারটিকে উদ্ধার করে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

কর্মখালি

ঝংকার মোড়ের জন্য গার্ড লাগবে (বয়স : ২০-৪০), দিনের ডিউটি, বেতন - ১০,০০০/-, স্পট জয়েনিং। M - 9933119446. (C/118624)

RECRUITMENT

Kabiguru Rabindranath College of Education, vill & Po- Gosairhat Bandar, P.S- Sitalkuchi, Dist- Coochbehar, Pin- 736172 Applications are invited from the suitable candidates within 10 days for the following post for Principal (01) in B.Ed section. Qualification As per NCTE norms 2014, Salary - As per State Govt./UGC guideline. Interested candidates may send their application with C.V to e-mail- krceght88@gmail.com. Contact : 9851401724/ 7384532442. (B/S)

e-Tender Notice

Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/BDO/NIT-009/2025-26 Last date of online bid submission 22/10/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No No 25/DEV/PHD/APAS/GHP/2025-26, Dated : 09/10/2025 and Last date for Submission of Bids - 18.10.2025 upto 6.00 pm** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer, Phansidewa Development Block

NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting E-Tender vide E-NIT No. DH&FWS/13 of 2025-26 in connection with the procurement of Lab Materials for TB programme. The last date of submission of Bid is 30/10/2025 upto 05.00 P.M. For further details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chief Medical officer of Health Darjeeling

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev. Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER

E-Tender are invited vide Memo no. 3274, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/36/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3275, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/37/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3276, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/38/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3277, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/39/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3278, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/40/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3279, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/41/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3280, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/42/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3287, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/43/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3288, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/44/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3289, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/45/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3290, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/46/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3291, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/47/25-26, Dated: 09/10/2025, Memo no. 3292, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/48/25-26, Dated: 09/10/2025 & Memo no. 3293, NIT No. Tfg-1/BDO/APAS/49/25-26, Dated: 09/10/2025 Last date of bid submission is 03-11-2025 Intending tenderer may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Development Block

রোহিঙ্গা পাকড়াও

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অনুসরণ করে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন মুর্শিদাবাদে বসে থাকা রোহিঙ্গা। ঘটনাটি লালবাগ মহাকুমার আশারিয়া দহ এলাকার। সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তিন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম আবদুল হাসিম, তাঁর স্ত্রী রোজিনা বেগম ও ছেলে বিলাল মিয়াঁ। ধৃতরা ভারত-বাংলাদেশ সীমানা টপকে প্রবেশ করেছিল। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। যদিও তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার ছক কষছিলেন। তার আগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। জেরার মুখে ভেঙে পড়ে তাঁরা জানান, তাঁরা আদপে মায়ানমারের বাসিন্দা। ওই রোহিঙ্গারা প্রথমে বাংলাদেশ হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, 'পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কীভাবে তাঁরা মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন?' শুক্রবারের শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিপন্নদের চিকিৎসা বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে

বন্যপ্রাণীর ক্ষতির সমীক্ষা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : তিস্তা, তোর্ষা সহ উত্তরের বিভিন্ন নদীতে জলস্তর নামতেই পলির নীচ থেকে মৃতদেহ বের হতে শুরু করেছে। গন্ডার, বাইসন, হরিণ সহ একাধিক প্রাণীর দেহ উদ্ধার হয়েছে ইতিমধ্যে। বন দপ্তরের নির্দেশে কর্তারা সমীক্ষায় নেমেছেন। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনকে শামিল করা হয়েছে সেই কাজে।

বিশেষ করে তোর্ষা ও বালাসন পাড়ের এলাকা, জলদাপাড়া, বৈকুণ্ঠপুরের যে অংশে জঙ্গল রয়েছে- দল গঠন করে সেখানে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। বিপন্ন অবস্থায় উদ্ধার করা হচ্ছে বহু প্রাণীকে। চিকিৎসার পর তাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। বন দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, 'আমি বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছি। দপ্তরের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমরা সামগ্রিক রিপোর্ট পেয়ে যাব।'

এক রাতের প্রবল বৃষ্টিতে আচমকা নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাহাড়ে ধস নেমে প্রাণ হারান মানুষ। ঘরবাড়ি, সেতু সহ বহু নির্মাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়। জঙ্গলের প্রাণীরাও

সমীক্ষা চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। -সংবাদচিত্র

এই বিপর্যয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার পর বনমন্ত্রী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সমীক্ষার নির্দেশ দেন। সেইমতো সমীক্ষা শুরু হয়। ডুয়ার্সে এখনও পর্যন্ত তিনটি গন্ডার ও দুটি বাইসনের দেহ মিলেছে। একটি গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয় বাংলাদেশে। পাওয়া গিয়েছে একটি বড় আকারের পাইথন এবং লেপার্ডের মৃতদেহ। তোর্ষায় পলির নীচে চাপা পড়ে ছিল পাইথনটি। এখনও পর্যন্ত বন দপ্তরের সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য বলছে, ৩০টিরও বেশি হরিণের মৃত্যু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। মাটির গর্তে বাসা বাঁধা প্রচুর ছোট প্রাণী মারা গিয়েছে। গাছ গোড়া থেকে উপড়ে পড়ায় পাখির বাসা নষ্ট হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে পাখির।

এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। মেচি নদীতে ভেসে আসা ২০ থেকে ২৫টি হাতির একটি দল নেপালের দিকে চলে গিয়েছিল। বাকি হাতি এদিকে ফিরে এলেও একটি শাবক নদীতে আটকে পড়ে। শেষে বনকর্মীরা গিয়ে সেটাকে উদ্ধার করেন। শুশ্রূষার পর জলদাপাড়ায় পাঠানো হয়। রামশাই ও বীরপাড়া সংলগ্ন জঙ্গল থেকে হাতির দুটো দল অন্যত্র চলে গেলেও, পরে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে। বুধবার লিস নদীর মাঝ থেকে একটি আহত হাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার পিঠের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। আপাতত বন দপ্তরের নজরদারিতে বন্যপ্রাণীটির চিকিৎসা চলছে। সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বন দপ্তর।

বচসার জেরে কুপিয়ে খুন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১০ অক্টোবর : চায়ের দোকানে শুক্রবার বচসার জেরে খুন হয়েছেন আবদুল খালেক (৫৫) নামে এক মাংস ব্যবসায়ী। বহরমপুর মহকুমার হরিহরপাড়ার পদ্মনাভপুর এলাকার ঘটনা। প্রতিদিনের মতোই এদিন আবদুল লালটু শেখ নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়েছিলেন। তখন দোকানদারের সঙ্গে কোনও কারণে কথা কাটাকাটি হয় আবদুলের। ক্রমে বচসা বাড়লে দোকানদার লালটু তাঁর বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে আবদুলকে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। লাগাতার আঘাত করার পর লালটু পালিয়ে যান। তবে স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে অভিযুক্তের স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন গিয়ে তাঁকে হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা আবদুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের তরফে বহরমপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। মৃতের স্ত্রী আনজুলা বিবি বলেন, 'জানি না কী নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল। তবে এরকম নৃশংসভাবে আমার স্বামীকে যে খুন করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি চাই।'

মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। এনিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) মাজেদ ইকবাল জানান, অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

পরিচারক ভাড়া করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিএডিকের পরিবর্তে ১৩ জন পরিচারক ভাড়া করা। টেন্ডার রাশি: ১,০৯,৮৯,৫৭৬/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০৫,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

টোকা: টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নোট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং: সিএমএসজেএমপিপিএলআরসি ২০২৫, তারিখ ১০.১০.২০২৫। চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, জামালপুর, মুঙ্গের, বিহার টেন্ডার নং সিএমএসজেএমপিপিএলআরসি২০২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট প্রণালীতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম: চুক্তি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে ২ বছরের জন্য পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ওয়ার্কশপ রেলওয়ে হাসপাতালের জন্য প্রতিদিন স্থানীয় ক্রয়ের জন্য ওষুধ, অস্ত্রোপচারের উপকরণ এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরবরাহ করা। দরদাতাকে ১০০ টাকা ছাড়ের হার অথবা দরদাতা কর্তৃক প্রতিটি গ্রুপের জন্য ছাড়ের হার শতাংশে উল্লেখ করতে হবে। অফারের বৈধতা : ৬০ দিন। আইআরইপিএস-এ বিডিং করতে হবে। (MED-07/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

।। বিজ্ঞপ্তি।।

Date - 10/10/2025

আমার মক্কেল শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, পিতা মৃত উমেশ চন্দ্র দেবনাথ, সাকিন ও পোঃ ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার গত ইং ২৬/০৪/১৯৯৩ তারিখে ২৩৬২ নং দলিল মুলে ১৯৯৩ সনে ভোলারডাবরী মৌজার আলিপুরদুয়ার থানার অর্ন্তগত ৫৪ ডেঃ জমি ১২৩৪ নং এল.আর খতিয়ান হইতে ২৪৪৮ হাল দাগে জমি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত জমির মালিক ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী, স্বামী মৃত রামানন্দ দেবনাথ, সাকিন ও পোঃ ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার যাহার পক্ষে আমোক্তার নামার বলবতে সহি করিয়াছেন শ্রী অধীর দেবনাথ, পিতা মৃত হরি কিশোর দেবনাথ, সাকিন ও পোঃ ভোলারডাবরী, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার যাহার আমোক্তার দলিল নং- ১৪৭, তাং- 23-11-1968 হইতেছে। উক্ত বর্তমান মালিক শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ আলিপুরদুয়ার ১নং বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছে। উক্ত আমোক্তার নামা অথবা কবলা দলিলের বিষয়ে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত আলিপুরদুয়ার ১নং বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Sri Subrata Ghosh
Advocate
Alipurduar Court

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা

(ভারত সরকারের গৃহায়ণ এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে জিওআই-এর অন্তর্ভুক্ত একটি স্বশাসিত সংস্থা)
দশম তলা, 'বি' উহিং, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ফোনঃ- ২৩৭১৭২৪৯/২৩৩৫৫৪০৮/২৩৩২২১৯২, ইমেল:- cgewho@nic.in, ওয়েবসাইট-www.cgewho.in

বিভিন্ন শহরে আবাসন প্রকল্পের জন্য চাহিদা সমীক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কল্যাণ আবাসন সংস্থা (সিজিইডব্লিউএইচও) ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে সফলভাবে ৩৪টি আবাসন প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। সিজিইডব্লিউএইচও শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি, কেন্দ্রীয় পিএসইউ, রাজ্য সরকারি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, স্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্মচারীদের সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসন চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সিজিইডব্লিউএইচও নিম্নলিখিত শহর এবং এলাকাগুলিতে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে চাহিদা সমীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার ফলে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলির ভিত্তিতে সংস্থাটি উল্লেখিত শহরগুলিতে আবাসন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পারে।
মূল বিবরণীঃ-

ক্রমিক নং	শহরের নাম	এলাকা	অবস্থান
১.	কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ	১১.০৪ একর	মধ্যমগ্রাম টিই, মৌজা-উদয়রাজপুর, জে.এল. নং-৪৩, পোস্ট-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
২.	রায়পুর, ছত্তিশগড়	২.২ একর	বিধানসভা রোড, জ্যাক অ্যান্ড জিল স্কুলের নিকট, খামারদিহ, রায়পুর, ছত্তিশগড়
৩.	পুদুচেরি	২.৬৭ একর	বিএসএনএল স্টাফ, কোয়ার্টার কম্পাউন্ড, জয়ানগর, রেডিয়া পালয়ন, পুদুচেরি
৪.	লখনউ, উত্তরপ্রদেশ	২.২৮ একর	বিকাশনগর, সেক্টর-II, ওয়ার্ড লোহিয়ানগর, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ-২২৬০২২
৫.	লুধিয়ানা, পঞ্জাব	২.২৭ একর	বরেওয়াল রোড লুধিয়ানা, পঞ্জাব, ১৪১০১২

যোগ্যতাঃ-
এই সমীক্ষাটি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি, কেন্দ্রীয় পিএসইউ, রাজ্য সরকারি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, স্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত।
সংরক্ষণঃ-
মোট জুয়েলিং ইউনিট(ডিইউ)-এর ৫০ শতাংশ সিজিইডব্লিউএইচও নিয়ম অনুসারে চাহিদা সমীক্ষায় আবেদনকারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
কীভাবে আবেদন করবেনঃ-
বিশদ বিবরণ, নিয়মাবলি এবং আবেদনপত্র ডাউনলোড করার জন্য সিজিইডব্লিউএইচও-এর ওয়েবসাইট www.cgewho.in -এ পরিদর্শন করুন।
পূরণ করা আবেদনপত্রটি অবশ্যই ৩০.১১.২০২৫ তারিখ বা তার পূর্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পোস্ট অথবা ইমেলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

ডিওয়াই, ডিরেক্টর (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), সিজিইডব্লিউএইচও
'বি' উইং, দশম তলা, জনপথ ভবন, জনপথ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
ইমেল:-marketingcgewho@gmail.com

যে কোনও জিজ্ঞাসার জন্য, আপনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ-
শ্রী রশান কিশোর (মোবাইল) ৯৫৬০০২২২৩২, শ্রী নিতিশ গর্গ (মোবাইল) ৮৮২৬৪৬১১১৪
প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা, সিজিইডব্লিউএইচও কোনও কারণ না দর্শিয়ে স্কিম অথবা চাহিদা সমীক্ষাটি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা
সিজিইডব্লিউএইচও

CBC 20105/12/0012/2526

মালিগাঁওএ এসএন্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৮আরটি অফ ২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এন-২০২৫-২৬-০৮আরটি-ডিওয়াই. সিএসটিই-এনডব্লিউ। কাজের নাম: মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এলইডি ভিডিও ওয়ালের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,০৯,১৩,২৫২/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জয়েন্ট সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ নিউ বঙাইগাঁও প্রান্তের দিকে মির্জা শাণ্টিং নেক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,৫৮,৯৭,৩৬২.৪৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৯,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিয়ালদহ ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেনের পথ পরিবর্তন

পয়েন্ট নং ২২৫বি/২২৬এ পরিবর্তনের জন্য, শিয়ালদহ ডিভিশনের দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন/সিসিআর লাইনে ১১.১০.২০২৫ তারিখের ২৩.০০ ঘঃ থেকে ১২.১০.২০২৫ তারিখের ৫.০০ ঘঃ পর্যন্ত ০৬ ঘণ্টার ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে পথ পরিবর্তন করে চলবে ঃ (১) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১০.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে চলবে এবং বেলঘরিয়া স্টেশনে থামবে। (২) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১০.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে

আজ টিভিতে

কী হবে দুর্গার বিয়েতে? জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১২.১৫ চ্যাম্পিয়ন, বিকেল ৩.৩০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.১৫ দুই পৃথিবী
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ককপিট, দুপুর ১.০০ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.১৫ দাদা, সন্ধে ৭.১৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৩০ কি করে তোকে বলব
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.৩০ রিফিউজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.৪৫ জোজো র‌্যাবিট, বিকেল ৩.৩০ ক্যাপ্টেন মার্ভেল, ৫.৩০ হেলবয়, সন্ধে ৭.১৫ দ্য মেগ, রাত ৯.০০ ট্রন, ১১.০০ কন এয়ার

অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিনে তাঁর অভিনীত বিখ্যাত ছবিগুলি দেখুন জি বলিউড চ্যানেলে

বেলা ১১.০৬ অন্ধা কানুন, দুপুর ১.৩৮ মর্দ, বিকেল ৫.০০ কুলি, সন্ধে ৭.৫৫ ডন

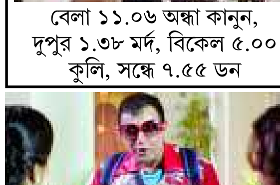

হাঙ্গামা সন্ধে ৭.১৫ জলসা মুভিজ

ইউরোপ'স হিডেন ওয়ান্ডার্স সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথার জালে প্রচুর টাকা খোয়াতে হতে পারে। বৃষ : আপনার বুদ্ধির কৌশলে বাড়ির পরিবেশ শান্ত হবে। বহুদিনের পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। মিথুন : শারীরিক কারণে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্কট : খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। সিংহ : সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। আর্থিক যোগ শুভ। কন্যা : পরিবারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। চোট লাগা কোনও পুরোনো ব্যথা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। তুলা : প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা বাড়বে। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : সাংসারিক কারণে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। যেচে কাউকে উপকার করে অসম্মানিত হতে পারেন। ধনু : আর্থিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। রাস্তায় তর্কবিতর্কে সমস্যা হতে পারে। মকর : সম্পত্তি কেনাবেচায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় শুভ ফল। কুম্ভ : সামান্য কারণে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে। মীন : শারীরিক কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। ধর্মকর্মে আগ্রহ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২৪ আহিন, সংবৎ ৫ কার্ত্তিক বদি, ১৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৩। শনিবার, পঞ্চমী রাত্রি ১০।১। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।১৪। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।৩৩। কৈলবকরণ দিবা ১১।১১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।১ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।১৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১০।১ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৩ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।১৯ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৬ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৬।৪৬ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৪ গতে পশ্চিমে শুভ, রাত্রি ১০।১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষ রাত্রি ৪।৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৯।১৪ গতে ১।৪০ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩১ মধ্যে ও ৭।১৬ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪০ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৫।১৩ মধ্যে ও রাত্রি ১২।৩৮ গতে ২।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।২১ গতে ৩।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

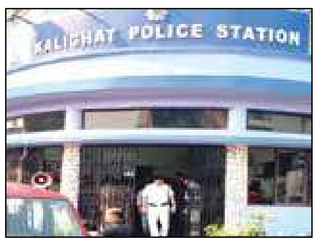

হাজরায় আটক

আগ্নেয়াস্ত্র সহ শুক্রবার হাজরা এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে কালীঘাট থানার পুলিশ। তাঁর কাছে একটি এয়ারগান পাওয়া যায়। যদিও পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

যান নিয়ন্ত্রণ

মেরামতির কাজের জন্য শনিবার ভোর চারটে থেকে বেলা সাড়ে ৯টা ও রবিবার বেলা ২টো থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল বন্ধ থাকবে।

পথে সুকান্ত

উত্তরবঙ্গের বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'রাজ্যের অন্যত্রও এই অভিযান হবে।'

বিক্ষোভ

শুক্রবার রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা মাইথনের পরে ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেত বাঁধের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন।

মমতাকে চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতার

সিইও-কে হুমকির সমালোচনা সম্বিতেরও

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১০ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। নির্বাচনি তালিকায় প্রস্তাবিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর মন্তব্যের সমালোচনা করে বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়া শুরু করলে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার হুমকি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির দাবি, মমতার মন্তব্য আসলে সাংবিধানিক সংস্থাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দেয়।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্বেগজনক ও বিস্ময়কর।' তিনি বলেছেন, এসআইআর শুরু হলে রাজ্যে দাঙ্গা হবে এবং ভয়ংকর পরিণতি দেখা দেবে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু হলে তিনি নিজেই দাঙ্গা লাগাতে পারেন। সম্বিত আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, তিনি সংবিধানের ঊর্ধ্বে। যতবারেরই মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হন না কেন, তিনি কখনই বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের চেয়ে বড় হতে পারেন না। এটা তাঁর ঔদ্ধত্য, যা তাঁকে আইন ও সংবিধানের ওপরে ভাবতে বাধ্য করছে।' বিজেপি মুখপাত্রের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই হুমকির পিছনে উদ্দেশ্য একটাই, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার রক্ষা করা।'

তিনি বলেন, 'আমাদের আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলা হয়েছে। তিনি বলেন, আপনারা দাঙ্গা শুরু করেছেন, আমরা তা গণতান্ত্রিক পথে প্রতিহত করব। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস হারবে এবং বিজেপি জিতবে।' এদিন কলকাতাতেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা সোমবার বিকাল ৫টার মধ্যে জানাতে হবে। তিনি প্রকাশ না করলে আমরা রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত আইপিএস, আইএএসদের নাম প্রকাশ করব। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে কারা কী করছেন, তা সব জানাব।'

এদিন কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ রয়েছে, তা প্রকাশ না হলে দীপাবলির পর আমরা এই অফিসে ধর্না দেব। কেন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সব আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি? দু'জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু এফআইআর করা হয়নি। এই নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছি।'

নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি শুভেন্দু অধিকারী। - রাজীব মণ্ডল

একদিন আগেই মমতা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। অভিযোগ করেন, কমিশনের কর্মকর্তারা রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের 'ভয় দেখাচ্ছেন' এবং 'রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কাজ করছেন' নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে। মমতা বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপি হলে তা হবে 'গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' এবং বিজেপি এই ইস্যুতে 'আগুন নিয়ে খেলা' করছে।

সুজিত বসুর বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রহরা। ভিতরে ইডি'র তল্লাশি। শুক্রবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

দমকলমন্ত্রীর বাড়ি, ধাবায় ইডি'র হানা

পুর নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় তদন্ত

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর অফিস, তাঁর ছেলের ধাবা, তাঁর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক নিতাই দত্তর বাড়ি ও গুদাম সহ একাধিক জায়গায় হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার সকাল থেকেই তৎপর হয়েছে ইডি। সল্টলেকের সেক্টর-১-এ বিবি ব্লকে সুজিতের অফিস ও রেস্তোরাঁয় তল্লাশি চালানো হয়। তাঁর ছেলের একটি ধাবাতেও যান তদন্তকারী আধিকারিকরা। এছাড়াও দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত, একটি বেসরকারি স্কুলের কর্ণধার নাগেরবাজারের বাসিন্দা দীপক কুমার দে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সঞ্জয়কুমার পোদ্দার সহ একাধিক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সুজিত বসু বলেন, 'ভোট এলেই ওরা আসে। এটা মনে হয় টার্গেট করছে এই বিশ্বাস করে যে, এখানে ওদের লোকজন নেই। রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে।'

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলাকালীন পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির যোগসূত্র খুঁজে পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, ১৮০০টির বেশি পুরসভায় বেআইনিভাবে নিয়োগের খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এর মধ্যে দক্ষিণ দমদম পুরসভারও নাম রয়েছে। সম্প্রতি এই মামলাতেই আদালতে ফের চার্জশিট দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন তাঁরা। তার আগেই অভিযান চালাল ইডি।

২০২১ সালে সুজিত বসু দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর আপ্তসহায়ক ছিলেন নিতাই দত্ত। সেই সময় ওই পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন পাঁচু রায়। সেই যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে কামারহাটি পুরসভায় তাঁর স্ত্রী ও ভাইকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিলেন নিতাই। আগেও তাঁর বাড়িতে তল্লাশিতে নিতাইয়ের বাড়ি থেকে পুর নিয়োগ সংক্রান্ত নথি উদ্ধার হয়েছিল।

এদিন লেকটাউনের শ্রীভূমিতে লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্টের একতলায় নিতাইয়ের বাড়িতে পৌঁছোয় তদন্তকারী দল। নিতাই মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে একসময় কলেজ স্ট্রিটে খাতা-বইও বিক্রি করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সুজিত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। মন্ত্রীর আপ্তসহায়ক থাকাকালীন প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে তাঁর। শুধু মন্ত্রী নন, ইডির স্ক্যানারে রয়েছেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বসুও। গোলাঘাটায় সমুদ্রর ধাবাতেও হানা দিয়ে নানা নথি খতিয়ে দেখা হয়। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সঞ্জয়কুমার পোদ্দার সুজিতের অডিটর ছিলেন। তাঁর বাড়িতেও যায় ইডি। লোকসভা ভোটের আগেও সুজিতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সুজিত বলেন, 'দুর্নীতির কথা ওরা অনেকবার বলেছে। কিন্তু কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। আমার সার্টিফিকেট দেবে এখানকার মানুষ। যদি কাজের জন্য কেউ সুজিতকে এক টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে সুজিত আজই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র দেবে।'

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অনেক যোগ্য অফিসার আছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করছে, তাতে ওই সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা আর নেই। ভোট এলেই বিরোধী দলের নেতাদের হেনস্তা করার জন্য এই এজেন্সিকে ব্যবহার করা হয়।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'যে তদন্ত দ্রুত করা উচিত, তা ধীরে করছে ইডি, সিবিআই।'

পুর নিয়োগ দুর্নীতি ছাড়াও ব্যাংক প্রতারণা মামলায় ঠনঠনিয়া, শরৎ বোস রোড, বেলেঘাটা, নিউ আলিপুর সহ একাধিক জায়গাতেও এদিন তল্লাশি চালিয়েছে ইডি।

শিক্ষকদের দাবি

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা শুক্রবার দ্বারস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রীর। দাবি, ২০২১ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬,৫০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের যাঁদের পোস্টিং দেওয়া হয়েছে বাড়ি থেকে দূরে, তাঁদের বাড়ির কাছের স্কুলে বদলির ব্যবস্থা করা।

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA NAAC ACCREDITED
Approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956

ADMISSION OPEN - 2025 | HURRY! Seats are limited!

RCI(Rehabilitation Council of India) Approved

Heal minds, shape futures - become a Clinical Psychology professional.

- B.Sc. Clinical Psychology (Hons.)
- Professional Diploma in Clinical Psychology

TNC (Tripura Nursing Council) Approved

Serve, heal, and inspire - start your Nursing career

- B.Sc. Nursing (Hons.)

APPLY ONLINE - iutripura.in

6909879797, Toll Free No. 18003453673, iutripura

University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210 Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069, 9378044032

City Office : Colonel Chowmuhani, Agartala, Tripura (W) Ph: +91381-2329198, 7005302245

इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank
Good people to grow with

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি ই-অকশন নোটিশ

ব্যাংকের দ্বারা বন্ধকরত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকসন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪)-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তিটির বিক্রয়

যেখানে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২) অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তিটির গঠনমূলক দখলের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্ট 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে বিশদে বর্ণিত ব্যাংক-এর বকেয়া, মোট সুদ এবং অর্থমূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা বকেয়া অর্থমূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হন তবে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর উল্লেখিত অ্যাক্টের অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪) এর ক্ষমতাবলে ব্যাংকের বকেয়াটি পূরণ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে। বিক্রয় প্রক্রিয়াটি ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম -https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration- এ নিম্নে স্বাক্ষরকারীর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

বালুরঘাট শাখা, ৩৪১/৩০৬, এন.সি.রোড, বালুরঘাট কো-এড কলেজের বিপরীতে, পোষ্ট + থানা : বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭৩৩১০১, ফোন-০৩৫২২-২৫৮২২০, ইমেল-iob3245@iob.in

(১)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা

মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ হার্ডওয়ার, মালিক :- শ্রী দীপঙ্কর হোড় দুলাল হোড়ের পুত্র সৃজনী সংঘ, ঢাকা কলোনি, শালবাগান, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১০১ (ঋণগ্রহীতা)।
শ্রী দুলাল হোড়, অভয় হোড়ের পুত্র, সাহেব কাছারি-৪, পোষ্ট এবং থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৩১০১ (জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ : ০৩.০১.২০২৪
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ : ১৭.০১.২০২৪
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা:-২০,৮৭,০১০.৭৭
১৭.০১.২০২৪ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ : ২১.১১.২০২৪
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টা:- ২৩,০১,৬৫২.৭৭
০৮.১১.২০২৪ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া :- ২৫, ৪৮, ৪০৫.১৯ ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
* বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তিটির বিবরণ

আবাসযোগ্য জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৩.৩০৫ ডেসিমেল যাতে একটি একতলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে, তার বহনকারী ইটের দেওয়াল, আংশিক স্থায়ী আবাসিক সম্পত্তিটি জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা এবং পোষ্ট- বালুরঘাট, ঢাকা কলোনি, সৃজনী সংঘের নিকট, জে.এল নং- ১১০, মৌজা- খাদিমপুর, পূর্বের এল আর ৩৭৪, বর্তমান এল.আর ৫৯০৯, সমীক্ষা নং ৯৩/১০৭৫ (পুরাতন), এল আর-৩১৯, বালুরঘাট পুরনিগম ওয়ার্ড নং- ২১, (হোল্ডিং নং- ১৫১/২ (০৯-১০)/ এন শ্রী দুলাল হোড়ের স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত।
উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা :- উত্তর :-সুমিলন মজুমদার, দক্ষিণ :- বিক্রেতা (গৌরাঙ্গ দে), পূর্ব :- ৬ ফিট চওড়া মাটির তৈরি রাস্তা, পশ্চিম :- সুব্রত চক্রবর্তী
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :- টা:- ১২,৯৭,০০০.০০
অগ্রিম অর্থমূল্য :- টা:- ১, ৩০,০০০.০০

ডালখোলা শাখা, এনএইচ-৩৪, ওয়ার্ড নং- ৬, হাইস্কুল মোড়, ডালখোলা, জেলাঃ- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০১, ফোন -৮৯২৫৯৫৩৪২৯, ইমেল- iob3429@iob.in

(২)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা :-

মোঃ তৌসিফ আলম, মোঃ ইয়াকুব আলির পুত্র, ওয়ার্ড নং-৭, উত্তর ডালখোলা, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, প:ব:- ৭৩৩২০১ (ঋণগ্রহীতা)
মোঃ ইয়াকুব আলি, জুনাব আলিমুদ্দিন আলির পুত্র, ওয়ার্ড নং- ৭, উত্তর ডালখোলা, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০১ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)
এনপিএ এর তারিখ :- ২৮.০৫.২০২৩
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ :- ০৬.০৭.২০২৩
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টা:- ২৩,৯৬,০৯০.৯৪ ৩০.০৬.২০২৩ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ :- ১৩.০২.২০২৪
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টা:-২৫,৪১,৪২৩.৩১ ১৩.০২.২০২৪ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া :- টা:-৩১,২২,৪৪৫.৩১ ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

খালি জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৮.৪০ ডেসিমেল যেটি আংশিক বাঁশের স্টিকের সঙ্গে কংক্রিটের পোল এবং আংশিক প্রতিবেশীদের প্রাচীরের দ্বারা সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে। উত্তর ডালখোলা, ওয়ার্ড নং ০৭, ডালখোলা পুরনিগমের অন্তর্গত, জে.এল নং -২০, প্লট নং - ৫৮১ (আরএস/এলআর) খতিয়ান নং ৪০ (আরএস) অথবা ২৪৮ (এলআর), বি.এল এবং এল.আর.ও করণদিঘি, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, প:ব:, পিন-৭৩৩২০১ মোঃ ইয়াকুব আলি প্রয়াত আলিমুদ্দিনের পুত্র (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)-এর স্বত্বাধিকরণে অবস্থিত।
উল্লেখিত জমিটির সীমানা :-
উত্তর :- মোঃ নাসিরের জমি, দক্ষিণ :- তাহের আলি, তৈব আলির জমি
পূর্ব :- ৮' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম — গোপীনাথ মণ্ডলের জমি
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :- টাঃ- ২৯,০০,০০০.০০
অগ্রীম অর্থমূল্য :- টাঃ- ২,৯০,০০০.০০

রায়গঞ্জ শাখা, শান্তি মার্কেট, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ জেলা :- উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪, ফোন- ০৯৭৯০৮৫২২৩০, ইমেল- iob2230@iob.in

(৩)

ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা :-

মেসার্স মা মনসা মার্বেল (মালিক- শ্রী উৎপল চন্দ্র সরকার)১৭০/৩৭৫ তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১৩৪ (ঋণগ্রহীতা)
শ্রী উৎপল চন্দ্র সরকার, শ্রী চন্দ্র কিশোর সরকারের পুত্র, গ্রাম-মৌজা বাসুদেবপুর, পোস্ট- সুভাষগঞ্জ, থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪, (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)
এনপিএ এর তারিখ : ৩০.০৬.২০১৮
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ : ০৫.০৭.২০১৮
ডিমান্ড নোটিশের দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া :- টাঃ ৮,৪৪,৩৪০.৪৬ ০৫.০৭.২০১৮ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ : ৩০.১০.২০১৮
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা:- ৮,৮৩,৩১৩.৪৬
৩০.১০.২০১৮ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া :- টা:- ২২,৪৭,৪৪৬.২১ ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
* বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা :-

জমি এবং ভবন সহ সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ০.০৫ একর, গ্রাম এবং মৌজা : - বাসুদেবপুর, পোষ্ট : সুভাষগঞ্জ, থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১৩৪, জে.এল নং- ১১৫, খতিয়ান নং -৬০০ (এলআর), প্লট নং-৮/৫৪৬ (আরএস/এলআর), বিএল এবং এলআরও কার্যালয় রায়গঞ্জ, উৎপল চন্দ্র সরকারের স্বত্বাধিকরণে সম্পত্তিটি অবস্থিত।
সীমানা :- (উপলব্ধ নথি অনুসারে)
উত্তর- ৬ ফিট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- উৎপল চন্দ্র সরকার, পূর্ব- ৬ ফিট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- চন্দ্র কিশোর রায়
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পায়।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য :- টা:- ১২,০০,০০০.০০
অগ্রীম অর্থমূল্য :- টা:- ১,২০,০০০.০০

ই-অকশনের তারিখ এবং সময় :- ৩০.১০.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর নিজের থেকে ১০ মিনিট সময় বৃদ্ধি।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় :- ২৯.১০.২০২৫
তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত।
দরের সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ :- ১০.১০.২০২৫ থেকে
দরের সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ২৯.১০.২০২৫
দর বৃদ্ধির পরিমাণ :- টাঃ- ১০,০০০/-
দায়বদ্ধতার পরিমাণ যদি জানা থাকে :- ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
* বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই। (দরদাতাদের সমস্ত বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যদি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে তবে তা ক্রেতাকেই বহন করতে হবে এই বিষয়ে ব্যাংকের কোনও দায়িত্ব থাকবে না।)
বিক্রয় সম্পর্কিত নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিষেবা প্রদানকারী লিংক :- https://banknet.in/eauction-psb/bidder-registration.
(PSB Alliance 'BANKNET) এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের কানকি শাখার সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.iob.in-এ পরিদর্শন করুন।
[https://www.iob.in/Tender Details.aspx? Tendertype=E_Auction].

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক

Date : ০৯.১০.২০২৫

দীপাবলির আগে ডিএ মামলার রায় ঘোষণার সম্ভাবনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : দীপাবলির আগেই বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লিতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী মহলের এই আভাস পেয়ে রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। ২০ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দীপাবলির ছুটির কারণে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধ থাকছে। দীপাবলির ছুটি পড়ার আগে দীর্ঘদিনের এই মামলার শুনানি শেষ করে রায়দান স্থগিত রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘ শুনানির পর মামলায় রাজ্য সরকার ও কর্মচারী সংগঠনগুলির লিখিত বক্তব্যও ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ডিভিশন বেঞ্চ তা খতিয়ে দেখার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে বলে শুক্রবার আদালত সূত্রের খবর। এবার রায়দানের পালা।

এদিন নবান্ন সূত্রের খবর, ডিএ মামলার রায়দান না হলে এরাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ ২০২৬-

সতর্ক নবান্ন

এর ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনিতেই ডিএ মামলার রায় এখনও না হওয়ায় বঞ্চিত রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা। আবার এই বঞ্চনা থেকে মুক্তি না হলে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশও রাজ্যে কার্যকর করা কিছুতেই সম্ভব হবে না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্যের কর্মচারী সংগঠনগুলি।

সুপ্রিম কোর্ট দীপাবলির ছুটির আগেই ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করতে পারে। একান্ত সম্ভব না হলে দীপাবলির ছুটির পরই রায় ঘোষণা হতে পারে বলে নবান্ন প্রশাসনের একাংশ মনে করছে। অক্টোবরে না হলেও চলতি বছরের মধ্যেই ডিএ মামলার মীমাংসা হবেই হবে।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের ধারণা, দীপাবলির আগে ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায়দানের সম্ভাবনা প্রায় নেই। হলে তো ভালোই। তবে চলতি ২০২৫-এর মধ্যে রায়দান হলেই সন্তুষ্ট থাকব আমরা।

কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেছেন, রায় নিয়ে আশাবাদী আমরা। জিতবও। তবে ডিএ-রায় না হলে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশও কার্যকর হওয়া সম্ভব নয় রাজ্যে। আবার আর এক বঞ্চনার অপেক্ষায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

শুক্রবার লাগাতার বৃষ্টিতে কলকাতায় বিঘ্নিত জনজীবন। - রাজীব মণ্ডল

জোড়া ঘূর্ণাবর্তে ফের দুর্ভোগ দক্ষিণে

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার দুপুরে ভাসল কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। এদিন সকাল থেকে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকলেও দুপুরে আচমকাই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা, সল্টলেক সহ একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে দুর্ভোগে পড়ে আমজনতা। শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণবঙ্গের বহু জায়গাতেই এদিন অঝোর বর্ষণ হয়। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া জোড়া ঘূর্ণাবর্তের কারণে বর্ষা বিদায় নিতে আরও সময় লাগবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন আগামী কিছুদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আচমকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। আগামী ৩-৪ দিন পরিস্থিতি বদলের সম্ভাবনা নেই। তারপর ধীরে ধীরে বর্ষা বিদায় নেবে। রাতের দিকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। দুপুরের বৃষ্টিতে তাতে কলকাতার একাধিক জায়গা, সায়েন্স সিটি, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, সল্টলেক জলমগ্ন হয়েছে। বিপাকে পড়তে হয়েছে পথচারী থেকে নিত্যযাত্রীদের। রবিবারের পর থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। ফলে পরের সপ্তাহ থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার দিকে এগোবে রাজ্য।

কমিশনে নালিশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে একাধিক নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার আগে সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত করে এই ধরনের নির্দেশিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলেই মনে করছে নবান্ন। তাই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের বাইরে গিয়েও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক একাধিক পদক্ষেপ করছেন। এটা করা যায় না। শুক্রবার নবান্ন থেকে জেলা শাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মমতা। অতিবৃষ্টি ও উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় নিয়ে রিপোর্ট নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের ভোটারদের নাম যাতে বিনা কারণে বাদ না যায় তাও সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি নদিয়ার ধুবুলিয়ার দুই বাসিন্দাকে এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তা নিয়েও সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় বৈঠক হয় নবান্নে। বিএলওদের কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত কারণ খতিয়ে দেখতে হবে। অকারণে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কারোর নাম বাদ দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করা হবে। তাছাড়া মূলত শিক্ষকদের বিএলও পদে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ করতে গিয়ে স্কুলে পঠনপাঠনে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা এবং পরীক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক। নির্বাচন কমিশনের কাজ করতে গিয়ে স্কুলে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটলে প্রধান শিক্ষকদের তার দায়ভার নিতে হবে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কমিশনের ওপর পালটা চাপ সৃষ্টি করতেই প্রশাসনিক পদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই কৌশল নিয়েছেন।

ধূমপানে এগোচ্ছে মেনোপজের বয়স

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : বর্তমানে তরুণ-তরুণীদের কাছে ধূমপান বা তামাকজাত দ্রব্য সেবন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে অল্প বয়সেই মেনোপজ হচ্ছে তরুণীদের। কনসালটেন্ট ইউরো গাইনোকলজিস্ট মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বাভাবিক নিয়মে ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সে মহিলাদের মেনোপজ হয়। কিন্তু বর্তমানে ২৭-২৮ বছর বয়সেই ডিম্বাণু উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে। গর্ভধারণের বিষয় তো দূরঅস্ত। উদ্বেগজনকভাবে অতি অল্প বয়সে মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে।'

সম্প্রতি কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ হেলথ সিস্টেম একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শহুরে তরুণী ও মহিলাদের মধ্যে তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবনের পরিমাণ বাড়ছে। ১৫ থেকে ২৪ বছরের তরুণীদের ১২ শতাংশই ধূমপান বা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন। ফলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা কমে। স্ত্রী রোগ ও ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ সুদীপ বসু বলেন, 'পুরুষদের শুক্রাণুর গুণগত মান কমে যাচ্ছে। অ্যাবনরমাল শুক্রাণু উৎপাদিত হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও ডিম্বাণুর একই অবস্থা ঘটে। ফলে মিসক্যারেজের সংখ্যা বাড়ছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর হারও বাড়ছে।'

সম্প্রতি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্থ সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই রাজ্যে প্রতি দুজন পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি ১০ জন মহিলাদের মধ্যে ১ জন ধূমপায়ী। কলকাতায় এই পরিসংখ্যান আরও উদ্বেগজনক। শহরের ৮২ শতাংশ পুরুষ ও ২৩.৫ শতাংশ মহিলা ধূমপান করেন। যা দেশের সমস্ত শহরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

রাজ্যে মোট মহিলা ধূমপায়ী ও তামাক সেবনকারীর হার ১০.৮ শতাংশ। স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে চালানো সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, রাজ্যের শহুরে এলাকায় ছাত্রীদের মধ্যে তামাক সেবনকারীর হার ৯.৬৮ শতাংশ। কলকাতায় স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে সমীক্ষা চালানো আরও একটি সংস্থার দাবি, ১৫-১৮ বছর বয়সিদের ৩৩ শতাংশ ধূমপান করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি হঠাৎ করে ছাড়লে হৃদযন্ত্র, ব্লাড প্রেসার সহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তাই মহিলা, পুরুষ উভয়কেই সতর্ক করছেন তাঁরা।

এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে তৃণমূল

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : এসআইআরের নাম করে ঘুরিয়ে এনআরসি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই ইস্যুতেই রাস্তায় নামতে চলেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চলতি সপ্তাহ থেকেই এই নিয়ে দলের ব্লকস্তরের নেতাদের এলাকায় প্রচার চালাতে বলা হয়েছে। এনআরসির নাম করে এই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম যে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে, তা ওই প্রচারে আনা হবে। একই সঙ্গে মতুয়াদের নামও যে বাদ যেতে পারে, সেই আশঙ্কার কথাও তুলে ধরবে তৃণমূল।

মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে আমাদের ওপরে নির্যাতন করার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। মতুয়ারা বাংলাদেশ থেকে অনেক আগেই এদেশে এসেছেন। তাঁরা এই রাজ্যে ভোট দিয়েছেন। তাঁদের ভোটে মতুয়া সম্প্রদায়ের দু'জন বিজেপি সাংসদ হয়েছেন। তাহলে মতুয়ারা অবৈধ হলে ওই সাংসদরাও অবৈধ। তাই আমরা এই নিয়ে আন্দোলন শুরু করব।'

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপি যে এসআইআরের নাম করে ঘুরিয়ে এনআরসি করার চক্রান্ত করছে, তা ফাঁস করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা কোনওভাবেই বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। আমাদের আন্দোলন চলছে।'

বালুরঘাটের পরানপুরে দীপাবলি উপলক্ষ্যে মাটির প্রদীপ তৈরি। শুক্রবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বরকতকে সামনে রেখে কংগ্রেসের ভোট প্রস্তুতি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ অক্টোবর : 'মরিয়াও মরেন নাই তিনি।' এই প্রবাদবাক্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে বরকত গনি খান চৌধুরী নাম। প্রায় ১৯ বছর আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এখনও তিনি যে জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রচারের অন্যতম মুখ, তা আর অস্বীকার করতে পারছে না দলের জেলা নেতৃত্ব। আগামী ১ নভেম্বর গনি খান চৌধুরী জন্মদিন। তাই '২৬-এর ভোটের প্রচার শুরু করার ক্ষেত্রে দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে জেলা কংগ্রেসের তরফে। কোনও রাখঢাক না করে কংগ্রেসের মালদা জেলা সভাপতি ঈশা খান চৌধুরী বলছেন, 'এবার বরকতদার জন্মদিন আমাদের কাছে স্পেশাল। এবছর একটু বড় করে পালন করব দিনটি। ওইদিন থেকেই আমরা প্রচার শুরু করে দেব। রাজ্যের অনেক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

উত্তরের রাজনীতিতে গনি খান চৌধুরী অন্যতম ব্যক্তিত্ব। অন্তত কংগ্রেসের কাছে। যে কারণে ১৯২৭ সালের ১ নভেম্বর জন্ম নেওয়া গনি খান ২০০৬ সালের ১৪ এপ্রিল মারা যাওয়ার পরেও প্রতিটি ভোটে প্রাসঙ্গিক থেকেছেন। '২৬-এর ভোটেও যে তাঁকে সামনে রেখে জেলা কংগ্রেস লড়বে, তার আভাস মিলছে এখন থেকেই। তাঁর জন্মদিনে কী কী কর্মসূচি থাকছে? জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা তথা মানিকচকের প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকিন আলম বলছেন, 'ওইদিন সকাল সাড়ে ৮টায় কোতুয়ালির বাসভবনে বরকতদার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। এরপর সেখানে সর্বধর্ম প্রার্থনা হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় মালদা শহরের রথবাড়ি এবং বৃন্দাবনি মাঠ সংলগ্ন এলাকায় থাকা বরকতদার দুটি মূর্তিতে মাল্যদান করা হবে। শেষে মালদা টাউন হলে স্মৃতিচারণ সভা করা হবে।'

এই মুহূর্তে রাজ্যে কংগ্রেসের ঝান্ডা একমাত্র ধরে রেখেছেন ঈশা। তিনি ছাড়া এই রাজ্যে হাত শিবিরের কোনও জনপ্রতিনিধি নেই। ফলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি যে প্রয়াত মামাকে ভিত্তি করেই মালদা জেলায় দলকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে দ্বিমত নেই। কিন্তু মৃত্যুর এত বছর পরেও কি প্রয়াত বরকত গনি খান এই জেলায় কোনও নির্বাচনের ফ্যাক্টর হতে পারেন? উত্তর মিলছে তৃণমূলের জেলা স্তরের এক নেতার কথায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই নেতার বক্তব্য, 'বর্তমানে মালদা জেলায় তৃণমূলকে যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বরকত সাহেবকে দেখে রাজনীতি করছেন। এখনও প্রয়াত নেতার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে তাঁদের বুক কাঁপে। সে কারণে নির্বাচনি জনসভা হোক কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক সভা, জেলার একজন তৃণমূল নেতাও বরকত গনি খান চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটি মন্তব্যও করেন না। এমনকি রাজ্য থেকে আসা দলীয় নেতা-নেত্রীরাও এই বিষয়টিকে মাথায় রাখেন। এতেই বোঝা যায়, মৃত্যুর এত বছর পরেও তিনি কেন এই জেলার যে কোনও ভোটে বড় ফ্যাক্টর।'

> এবার বরকতদার জন্মদিন আমাদের কাছে স্পেশাল। এবছর একটু বড় করে পালন করব দিনটি। ওইদিন থেকেই আমরা প্রচার শুরু করে দেব। রাজ্যের অনেক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
>
> **ঈশা খান চৌধুরী**
> *সভাপতি, মালদা জেলা কংগ্রেস*

শিশু চুরি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

বালুরঘাট, ১০ অক্টোবর : বালুরঘাট হাসপাতালের শিশু চুরি কাণ্ডের ধোঁয়াশা আজও কাটল না। এতে নিরাপত্তা নিয়ে যেমন হাসপাতালের গড়িমসি দেখা গিয়েছে, তেমনি পুলিশও শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে হেপাজতে নেয়নি। ফলে ওই ধৃত মহিলাদের চুরির পেছনে উদ্দেশ্য কী ছিল বা তারা কোনও পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না, তাও স্পষ্ট হল না। এমনকি গত বুধবার রাতে হাসপাতালে ওই ঘটনা ঘটলেও, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। হাসপাতালের এই গড়িমসিতেও উঠেছে নানান প্রশ্ন। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু পুলিশ তাদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন আজও আদালতে জানায়নি। জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া কবে শুরু করবে পুলিশ, তা নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে ডিএসপি বালুরঘাট সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ধৃতদের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানাব। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

এদিন শুক্রবার সরকারি আইনজীবী শিবাজি সিংহ রায় বলেন, এদিন পুলিশের তরফে কোনও আবেদন না আসায়, শুনানি হয়নি।

বুধবার রাতে বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের মেনকা মার্ডি ও সোনালি মুর্মুকে শিশু চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ রিমান্ড না চাওয়ায়, ধৃতদের আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। তবে পুলিশের কাছে আবেদন করেছি হাসপাতালের ফাঁড়িতে পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হোক।'

হিলিতে ত্রাণ সংগ্রহে বিধায়ক

হিলি, ১০ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্তদের জন্য হিলিতে ত্রাণ সংগ্রহ করলেন বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। শুক্রবার দুপুরে হিলি বাজারে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ত্রাণ সংগ্রহ করেন। বিধায়ক জানালেন, সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী জেলার দলীয় কার্যালয় থেকে বিধ্বস্ত এলাকায় পাঠানো হবে। ত্রাণ সংগ্রহের পর হিলির সন্ন্যাসীতলা ভবনে দলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিধায়ক। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সিপিএমের সভা

বামনগোলা, ১০ অক্টোবর : এসআইআর নিয়ে শুক্রবার পাকুয়াহাটে পথসভা করল সিপিএম। এদিন তাদের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'এসআইআর'। এই নিয়ে দলের নেতারা সভায় বক্তব্য রাখেন। ওই সভার মাধ্যমে তাঁরা কেন্দ্র সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন।

পঞ্চায়েত দখলের চেষ্টা

পুজো মিটতেই তৃণমূলের তৎপরতা বিন্দোলে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : আড়াই বছর পর ফের রায়গঞ্জ ব্লকের ৪ নম্বর বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে রাজ্যের শাসকদল তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে বিরোধীদের ঘর ভাঙতে সক্রিয় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে পালটা কৌশলে নিজেদের ঘর গোছাতে ঘাসফুল শিবিরের দিকে বিজেপিও হাত বাড়াচ্ছে। দুই পক্ষের এই সক্রিয়তায় রায়গঞ্জে নতুন রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিন্দোল অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের দাবি, 'বোর্ড আমাদের দখলে আসবেই।' পালটা দাবি উপপ্রধান বিজেপির ফুলকুমার বর্মনের। তিনি বলেন, 'একজনও তৃণমূলে যাবে না। আমরা একসঙ্গে আছি। তৃণমূল নেতৃত্ব কয়েকজনকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।'

বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান পদে কংগ্রেসের জিন্নাতুর খাতুন রয়েছেন। উপপ্রধান পদে বিজেপির ফুলকুমার বর্মন। বর্তমানে বোর্ডে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা তিন ও বিজেপির ৯। তৃণমূল বিরোধী বামেদের সদস্য একজন। কিন্তু সবচেয়ে আসন পেয়েও কেন প্রধানের পদটি বিজেপি কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়েছে? ২০২৩ সালে তৃণমূলকে রোখার ক্ষেত্রে বিজেপির সামনে এছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। কারণ, তৃণমূল একজন নির্দলের পাশাপাশি কংগ্রেসের ঘরে থাবা বসিয়ে একজনকে টেনে নিতে সমর্থ হয়। ফলে ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায় বিজেপি-৯, তৃণমূল-১০। কিন্তু বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের 'বাড়া ভাতে ছাই' দিয়ে বিজেপি কংগ্রেসের বাকি তিন ও বামেদের একজনের সমর্থন আদায় করে নেয়। বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা ব্লক মাইনরিটি কংগ্রেসের সভাপতি মনসুর আলির কথায়, 'বিন্দোলে বিরোধীরা জোট করে পঞ্চায়েত দখলে রেখেছে। তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক, এবারও ভাঙতে পারবে না।'

রামধনু জোটের বোর্ড ভেঙে দিতে ফের তৃণমূল তৎপর হয়ে উঠেছে। যেহেতু পুজোর পর বর্তমান বোর্ডের আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে, তাই এসময় অনাস্থা আনতে ঘাসফুল শিবির সক্রিয়। ইতিমধ্যে তাঁরা বিজেপি ও কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়ানো শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকজনের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয়েছে। তৃণমূলের ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপঙ্কর বর্মন জানান, জোর করে কাউকে আনব না। তবে উন্নয়নের স্বার্থে বিন্দোলের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে।

বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিন্নাতুরের বক্তব্য, 'আমরা ১৩ জন একসঙ্গে আছি।' এমনকি তৃণমূলের সদস্যরাও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'

জল্পনা শুরু

- পুজোর পরে বোর্ডের আড়াই বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে
- বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে মরিয়া তৃণমূল বিরোধীদের দিকে হাত বাড়াচ্ছে
- বাম ও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কে শান দিয়ে বিজেপিও বোর্ড ধরে রাখতে মরিয়া

> একজনও তৃণমূলে যাবে না। আমরা একসঙ্গে আছি। তৃণমূল নেতৃত্ব কয়েকজনকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।
>
> **ফুলকুমার বর্মন**
> *উপপ্রধান*

মহিপালদিঘি ভর্তি কচুরিপানায়

শীতে পরিযায়ী পাখির আসা অনিশ্চিত

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১০ অক্টোবর : সদ্য শেষ হয়েছে শারদোৎসব। এরপর শীত আসতে খুব একটা বেশি দেরি নেই বললেই চলে। আর এই শীতকালে কুশমণ্ডি ব্লকের মহিপালদিঘির জলে ঝাঁকে ঝাঁকে মধ্য এশিয়ার একাধিক পরিযায়ী পাখির দল দেখা যেত।

ওই পাখিগুলি দেখতে গৌড়বঙ্গের জেলাগুলি ছাড়াও দূরদূরান্তের অনেক মানুষ আসতেন। আবার অনেক পাখিপ্রেমী রয়েছেন, যাঁরা ছবি তুলতে ভালোবাসেন তাঁরাও আসতেন। কিন্তু এলাকার মানুষজন থেকে শুরু করে পরিবেশ ও পাখিপ্রেমীদের কথায়, এবছর শীত আসবে। তবে তার সঙ্গে পরিযায়ী পাখিদের দেখা মিলবে না। কারণ মহিপালদিঘিতে বর্তমানে কচুরিপানা দিয়ে ভরে গিয়েছে। দিঘির এমন বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ সকলে।

পরিবেশ ও পাখিপ্রেমী তুহিনশুভ্র মণ্ডল বলেন, 'এবছর আমরা পরিযায়ী পাখি দেখতে পাব না, দেখব কচুরিপানা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলার নেই।'

মহিপালদিঘির পাড়ের বাসিন্দা মিজানুর রহমান, লিয়াকত আলিরা বলেলেন, এবছর যে এখানে পরিযায়ী পাখি আসবে না এটা নিশ্চিত। কারণ দিঘির জল দেখা যায় না। যেদিকে তাকাই সেখানেই কচুরিপানা।

দিঘির এই বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। -সংবাদচিত্র

কয়েকশো বছর আগে পাল আমলে এই মহিপালদিঘি খনন করা হয়েছিল। দিঘিটি উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বায় একশো একরের বেশি আয়তনের। বাম আমলে দিঘিটি সংস্কার করা হয়। সংস্কারের পরে জেলা প্রশাসনের তরফে দিঘিতে মাছ চাষের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরপরে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়। তৃণমূল আমলে দিঘিতে মাছ চাষ শুরু হলেও পরে ওই দিঘি কার হবে এনিয়ে তৃণমূলের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। লড়াই পৌঁছে যায় হাইকোর্টে।

তবে, এখন সেই মামলা কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা কারও জানা নেই। এদিকে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে মাছ চাষ। ফলে সরকারের কোষাগারে এই দিঘি থেকে আর কোনও অর্থও জমা হয় না। আর এই সুযোগে কচুরিপানারা যেন ফিরে পেয়েছে তার নিজের জগৎ। মহিপালদিঘির জলে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কচুরিপানা। তাই এবছরের শীতে মহিপালদিঘির জলে আর দেখা যাবে না বুনো হাঁস, ফেরুজিনাস পোচার্ড, সরালি বা বার হেডেড গিজ, জলপিপির মতো অজস্র পরিযায়ী পাখিদের। এবিষয়ে প্রায় একপ্রকার নিশ্চিত পরিবেশপ্রেমীরা।

স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা পিউ ঘোষ বসাকের কথায়, 'দিঘি পরিষ্কার করার কথা কতবার যে ব্লকে বলেছি তার কোনও ঠিক নেই। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একশো দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার পর সব পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে।'

শুক্রবার এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার জানালেন, অফিস খুললে মহিপালদিঘি সংস্কার করার বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলা হবে।

পারিবারিক বিবাদে নিগ্রহের অভিযোগ

কুমারগঞ্জ, ১০ অক্টোবর : কুমারগঞ্জের গোয়ালপাড়া এলাকায় পারিবারিক অশান্তিকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতির অভিযোগ। জানা গিয়েছে, একই বাড়ির বাসিন্দা ধনঞ্জয় বর্মন ও তাঁর দিদি বেবি বর্মনের মধ্যে দীর্ঘদিন পারিবারিক বিবাদ চলছিল। বৃহস্পতিবার ফের কটূক্তিকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, ধনঞ্জয়কে তাঁর দিদি, জামাইবাবু ও মা মিলে মারধর করেন। পরে তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ধনঞ্জয়। অন্যদিকে, বেবিও তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের বৌয়ের নামে পালটা মারধরের অভিযোগ দায়ের করেন। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

মালদা, ১০ অক্টোবর : নতুন জামাকাপড় পেয়ে হাসিতে ভরে উঠল নিলু-শীলাদের মুখ। চকোলেট সহযোগে সারা হল বিজয়ার মিষ্টিমুখও। কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও চার দেওয়ালের বন্দি জীবন থেকে এ যেন খানিকটা আলাদা দিন। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে সেই আনন্দ একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন মালদা মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগে চিকিৎসাধীনরা।

শুক্রবার দুপুরে মালদা মেডিকেলের মনোরোগ বিভাগে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, মেডিকেল সুপার প্রসেনজিৎ বর, বিভাগীয় প্রধান সহ অন্য চিকিৎসক ও নার্সরা। রোগীদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়।

বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে দেওয়া হয় চকোলেটও। হাতে নতুন জামাকাপড় ও চকোলেট পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে আট থেকে আশি সকলে।

পার্থপ্রতিম বলেন, 'এই বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগী ও চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে এক সুন্দর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এই মানুষগুলির ভালোমন্দ সবটাই আমাদের লোকজন দেখেন। আজকের দিনে তাঁদের একটু আনন্দ দিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই মানুষগুলি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করছি।'

শিবির

হিলি, ১০ অক্টোবর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ডুমরণ গ্রামে বিএসএফের ৭৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে মানব পাচার নিয়ে সচেতনতা শিবির আয়োজিত হল। বৃহস্পতিবার বিকালে বিএসএফের মানব পাচার বিরোধী ইউনিটের কর্তাদের উপস্থিতিতে সীমান্তের বাসিন্দাদের নারী পাচার, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম, সীমান্তে অবৈধ কার্যকলাপ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন জওয়ানরা। সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ তৈরিই বিএসএফের মূল লক্ষ্য বলে তাঁরা জানান।

নিখোঁজ বধূ

পতিরাম, ১০ অক্টোবর : পতিরাম থানার বটুন উজিরপুর এলাকার বধূ পম্পা বর্মন সোমবার বাপের বাড়ি যাওয়ার পর থেকে তিন বছরের শিশুসন্তান সহ নিখোঁজ। স্বামী নির্মাণ বর্মন অনেক খোঁজ করেও কোনও সন্ধান না পেয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দুল হারিয়ে যাওয়ায় বান্ধবীকে মারধর

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১০ অক্টোবর : কানের দুল হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দশম শ্রেণির দুই বান্ধবীর মধ্যে তুমুল ঝামেলা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারাদিন দুই বান্ধবী একসঙ্গে ছিল। বিকেলের দিকে যে যার বাড়ি ফিরে যায়। তারপর এক বান্ধবী দেখে তার কানের দুল হারিয়ে গিয়েছে। মায়ের কাছে বিষয়টি জানানোর পর অপর বান্ধবীর দিকে সন্দেহ হয়। যদিও তার বিরুদ্ধে অতীতে এমন কোনও প্রমাণ নেই। সেই কানের দুল উদ্ধারের জন্য বাবা-মায়ের কথামতো সেই বান্ধবীকে বাড়িতে ডেকে আনা হয়। নানা কৌশলে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ।

এরপর সেই কিশোরীর বাবা-মা, কাকা, দাদা, জেঠু, জেঠিমা ওই মেয়েটিকে মারধর করে। পোশাক ছিঁড়ে ফেলার পর প্রাণভয়ে চিৎকার শুরু করে মেয়েটি। মেয়েকে মারধরের খবর পেয়ে ছুটে আসেন বাবা-মা। তাঁদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। আহত মেয়েকে নিয়ে কুশমণ্ডি হাসপাতালে আসেন বাবা-মা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর নাবালিকাকে বাড়ি নিয়ে যান।

বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডি থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে পরিবারটি। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালত তিনজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ধৃত তিন

> নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালত তিনজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।
>
> **তরুণ সাহা**
> *আইসি, কুশমণ্ডি থানা*

স্মারকলিপি

গঙ্গারামপুর, ১০ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে শুক্রবার ১০ দফা দাবি নিয়ে 'স্মারকলিপি দিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের গঙ্গারামপুর শাখা। তারা হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সুপারের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে স্মারকলিপিটি দেয়।

এদিন কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মাঝে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের একটি প্রতিনিধিদল হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের কাছে ওই স্মারকলিপিটি দেয়। তাদের দাবি, রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সহ জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র সঠিক সময়ে দিতে হবে।

এই বিষয়ে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডির বক্তব্য, 'হাসপাতালের সুপার, চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। ডাক্তাররা বাইরে রোগী দেখছেন, গর্ভবতীরা ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন না, জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র পেতে হয়রানি হচ্ছে। এসব নিয়ে আমরা এদিন স্মারকলিপি দিয়েছি।' অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

ত্রাণ সংগ্রহ

গঙ্গারামপুর, ১০ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে নামল বিজেপি। বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার গঙ্গারামপুর শহরে চিত্তরঞ্জন সবজি মার্কেট, ক্ষুদিরাম মার্কেট সহ আশপাশের এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে নামেন গঙ্গারামপুরের বিজেপির বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, শহর মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতি অশোক বর্ধন, সাধারণ সম্পাদক সুবোধ সরকার প্রমুখ।

একরাশ আনন্দ...। রায়গঞ্জ স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অনিমেষ রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তরুণের মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১০ অক্টোবর : তপন ব্লকের রামপাড়া চেঁচড়া এলাকার বাসিন্দা ফিলিমন হাঁসদার (২০) মৃত্যু হল বৃহস্পতিবার বিকেলে। এদিন ওই তরুণ বাড়ি সংলগ্ন এলাকার জলাশয়ে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হলে সন্ধ্যা নাগাদ সেই তরুণের মৃত্যু হয়।

বৃত্তি পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে গত ৯ অক্টোবর থেকে চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার মোট ৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছে। বৃত্তি পরীক্ষার জেলা সংগঠক দুলাল রাজবংশী বলেন, 'আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে।'

পুরুষরা ভিনরাজ্যে, মহিলারা গড়েন মাটির সামগ্রী

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : বছরের অধিকাংশ সময় গ্রামের পুরুষরা ভিনরাজ্যে থাকেন। ফলে এই গ্রামে তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল সেভাবে লক্ষ করা যায় না। কথা হচ্ছে রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন অঞ্চলের পালপাড়ার। বিহার সংলগ্ন রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে নাগর নদীর পাড়ে পালপাড়ার অধিকাংশ মহিলা সারাবছর মাটির জিনিস তৈরি করেন। সংসারের কাজ সামলানোর পাশাপাশি তাঁরা মাটির টব, কাপ, হাঁড়ি, কলসি সহ বিভিন্ন সামগ্রী নির্মাণ করেন।

এই গ্রামে প্রায় ১৩০টি পরিবার বাস করে। হাতেগোনা দু'একটি পরিবার বাদে সবাই মৃৎশিল্পী। তবে

মাটির সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত মহিলারা। বাহিন অঞ্চলের পালপাড়ায়।

পুরুষ মৃৎশিল্পীরা প্রায় সবাই পরিযায়ী। অধিকাংশ ছেলে বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, জম্মু-কাশ্মীর সহ বিভিন্ন রাজ্যে এমনকি বিদেশে মৃৎশিল্পের কাজ করেন। মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের আশায় তাঁরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে বছরের পর বছর ধরে অন্য জায়গায় থাকেন। এদিকে, গ্রামের মহিলারা সারাবছর ধরে ফুলের টব, হাঁড়ি ও প্রতিমা তৈরি করেন।

এই গ্রামে গেলে দেখা যায় যে, গ্রামে পুরুষের সংখ্যা খুব কম। দুর্গাপুজোর সময় তাঁরা গ্রামে এলেও পুজো শেষে তাঁরা আবার ভিনরাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। কেউ আবার পরিবারের মহিলাদের মাটির সামগ্রী তৈরির মাটি সহ অন্যান্য সরঞ্জাম জোগাড় করে দিয়ে ভিনরাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। পালপাড়ার বাসিন্দা রামকৃষ্ণ পাল জানান, তিনি পেশার টানে নেপালে থাকেন। পুজোর সময় গ্রামে ফিরেছিলেন। আবার চলে যাবেন। তাঁর মতো বসু পাল বিহারে, অনন্ত পাল জম্মু-কাশ্মীরে, গোবিন্দ পাল কানপুরে সারাবছর প্রতিমা তৈরি করেন। রামকৃষ্ণ পালের কথায়, 'গ্রামে থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ করলে ভালো দাম মেলে না। তাই আমরা ভিনরাজ্যে এমনকি ভিনদেশে গিয়ে কাজ করি। বাড়ির মহিলারা বিভিন্ন মাটির সরঞ্জাম এমনকি প্রতিমা তৈরি করেন।'

> গ্রামে থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ করলে ভালো দাম মেলে না। তাই আমরা ভিনরাজ্যে এমনকি ভিনদেশে গিয়ে কাজ করি। বাড়ির মহিলারা বিভিন্ন মাটির সরঞ্জাম এমনকি প্রতিমা তৈরি করেন।
>
> **রামকৃষ্ণ পাল**
> *মৃৎশিল্পী*

৮০ বছরের প্রবীণ মৃৎশিল্পী সুনীল পাল বলেন, 'বাড়ির ছেলেরা সারাবছর বিভিন্ন রাজ্যে মূর্তি গড়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। বৌমা ও নাতি-নাতনিরা এখানে কিছু কিছু মাটির সামগ্রী তৈরি করে।' ললিতা পাল জানান, তিনি মাটির গ্লাস ও টব তৈরি করেন। একটি গ্লাস ৯০ থেকে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। বাড়ির কর্তারা বছরে এক বা দু'বার আসেন। অন্যদিকে, মৃৎশিল্পী গীতা পালের কথায়, 'সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালীপুজোর সময় আমরা প্রতিমা তৈরি করি। এখানে থাকলে সংসারে অভাব মিটবে না তাই বাড়ির ছেলেরা বাইরে প্রতিমা গড়ার কাজ করেন।' গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মালতী পাল বলেন, 'গ্রামের বিভিন্ন পুজোপার্বণে গ্রামের মহিলারা ভরসা।'

আধুনিক যন্ত্রে প্রদীপ তৈরি।। বালুরঘাট মাহিনগরে শুক্রবার অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

ছটপুজোর ঘাট নিয়ে বিতর্ক

অনুমতি নিয়ে জল্পনা রায়গঞ্জে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : গতবছরের মতো এবছরও কি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন জলাশয়ে ছটপুজোর ঘাট বানানো হবে? এই প্রশ্ন শহরের ছটব্রতীদের। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় জলাশয়টি কচুরিপানা ও জলজ আগাছায় ভরে গিয়েছে। জল দূষিত হয়ে পড়েছে। গতবছর এখানে ছটপুজোর অনুমতি দেওয়া নিয়ে কিন্তু ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবছর তাই প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই অনুমতি দেবে কি না।

সেই জলাশয়ে ছটপুজোর আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে ব্যাপারে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। আর এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে সরাসরি উত্তর দেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসার অমিত মণ্ডল। তিনি বলেন, 'গতবার নানারকম বিতর্ক তৈরি হয়। এবছর পুরসভা এই জলাশয়ে ছট পালন করতে দেওয়ার আবেদন করলে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার মিলে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই কার্যকর করব।'

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনটা বললেও রায়গঞ্জ পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর অর্ণব মণ্ডল কিন্তু অনুমতি পাওয়া নিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ের জলাশয়ের বেহাল দশা।

আত্মবিশ্বাসী। তাঁর দাবি, 'এখানেই এবারও ছটপুজো হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতবার আমাদের অনুমতি দিয়েছিল, এবারও দেবে। জলাশয়ও পরিষ্কার করা হবে।'

শহরের ইন্দিরা কলোনি ও নিউ উকিলপাড়ার ছটব্রতীদের কথা মাথায় রেখে রায়গঞ্জ পুরসভা গতবছর প্রথম এখানে ছটের আয়োজন করে। পুরসভার তরফে কচুরিপানা পরিষ্কার করার পাশাপাশি ঘাটে নামার সিঁড়ি তৈরি করে নিরাপদে স্নানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মূল পুজোর দিন কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকা জলাশয়ে ছটপুজোর অনুমতি দেওয়ায় বিতর্ক দেখা দেয়। পুজো শেষে জলাশয় ফুল, বেলপাতা সহ অন্যান্য পরিত্যক্ত সামগ্রীতে ভরে থাকায় পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তীব্র অসন্তোষ ও প্রবল সমালোচনায় মুখর হন। অভিযোগ, পরে জলাশয়টি ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়নি।

এমনিতেও এই জলাশয়ের বেহাল দশা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, জলাশয়টি কচুরিপানা ও আগাছায় ভরে গিয়েছে। পাশাপাশি বৃষ্টিতে বাইরের দূষিত জল সেখানে গিয়ে মিশছে। প্রায়দিনই প্রচুর মাছ মরে ভেসে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা ওঙ্কার দত্ত বলেন, 'এই প্রাচীন পুকুরটি সংস্কার করা জরুরি। কারণ এলাকায় মানুষজন পূজার্চনা এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে গঙ্গানিমন্ত্রণ রীতি পালন করতে পুকুরে আসেন। কচুরিপানা ও আগাছায় ভরে থাকায় সাধারণ মানুষ এই পুকুর এড়িয়ে চলছেন।' একই অভিযোগ আরেক বাসিন্দা দশরথ অধিকারীর। তিনি বলেন, 'পলিটেকনিক কলেজের পুকুরটি নিয়মিত সংস্কার করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরটির কেন বেহাল অবস্থা বুঝতে পারছি না। অবিলম্বে পুকুরটির সংস্কার করা জরুরি।'

পরিবেশকর্মী গৌতম তান্তিয়া বলেন, 'ওই জলাশয়ে অনেক পাখি আসে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত জলাশয়টির আমূল সংস্কার করা।' এর আগে মাছ চাষের পাশাপাশি জলাশয়টির সৌন্দর্যায়ন ও পরিষ্কার রাখার জন্য লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। তা নিয়েও কিন্তু বিতর্ক হয়েছিল সেই সময়।

দুই মামার বিবাদ থামাতে গিয়ে মৃত্যু

ধারালো অস্ত্রের কোপ ভাগ্নেকে

মালদা, ১০ অক্টোবর : দুই মামার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল। তাতে এক মামার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ভাগ্নে। সেই থেকে ভাগ্নের প্রতি আক্রোশ হয়েছিল আরেক মামার। শুক্রবার দুই মামার বিবাদ থামাতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু হল ভাগ্নের। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার অন্তর্গত সুভাষ কলোনি এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত ভাগ্নের নাম হীরেন কুণ্ডু (২৬)। বাড়ি ওই এলাকাতেই। হীরেন মথুরাপুর স্ট্যান্ডে দড়ির ব্যবসা করেন। স্ত্রী মমতা কুণ্ডুকে নিয়ে সংসার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হীরেনের দুই মামা জীবন মণ্ডল ও রাজা মণ্ডলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদে বড় মামা জীবন মণ্ডলের হয়ে কথা বলতেন হীরেন। সেই থেকে আরেক মামা রাজা মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়।

অভিযোগ, এদিন সকালেও দুই মামার মধ্যে বিবাদ বাধে। সেই সময় হীরেন ঝগড়া থামানোর চেষ্টা করছিলেন। এরই মধ্যে রাজা মণ্ডল হাঁসুয়া নিয়ে এসে জীবনকে মারতে উদ্যত হন। সেই কোপ লাগে হীরেনের মাথায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই লুটিয়ে পড়েন হীরেন। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক হীরেনকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসার পথে মৃত্যু হয় হীরেনের।

আক্রোশের শিকার

- দুই মামার মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ
- বিবাদে এক মামার পক্ষ নেয় হীরেন
- এদিন বিবাদ হলে আরেক মামা হীরেনের ওপর হামলা চালান
- মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু

জীবন মণ্ডল বলেন, 'বাড়ির সামনে ইট রাখা নিয়ে আজ সকালে মাসির ছেলের সঙ্গে আমার একটু কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। এনিয়ে রাজা হাঁসুয়া নিয়ে এসে আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল। ওখানে অনেক লোকজন থাকায় ও হাঁসুয়া নিয়ে ঘরের দিকে চলে যায়। পরে আবার ঘুরে এসে আচমকা হাঁসুয়া চালায়। ভাগ্নে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সেই হাঁসুয়া ভাগ্নের মাথায় গেঁথে যায়। ওই অবস্থাতেই আমরা ভাগ্নেকে প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেলের দিকে নিয়ে যাই। মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসার আগেই ভাগ্নের মৃত্যু হয়।'

হীরেনের বাবা সুজিত কুণ্ডু বলেন, 'আমি দোকান যাওয়ার পরই খবর পাই ঝামেলা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি থেকে আবার ফোন করে জানায়, ছেলেকে হাঁসুয়ার কোপ মেরেছে।

আমি মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে যাওয়ার আগেই ছেলেকে মালদা মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। সেখানে পৌঁছে জানতে পারি, ছেলের মৃত্যু হয়েছে। দুই শালার মধ্যে পারিবারিক গণ্ডগোল ছিল। আমার ছেলেরা দিদা, বড় মামার হয়ে কথা বলত। এনিয়ে ছেলের প্রতি আক্রোশ তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে আর কোনও গণ্ডগোল ছিল না।' ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত রাজা মণ্ডলকে আটক করেছে।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে চাকরির প্রতিশ্রুতি

সামসী, ১০ অক্টোবর : প্রথমে তরুণীর সঙ্গে প্রেমের ছক। তারপর তাঁকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা। এমনই অভিযোগে বুধবার রাতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মালদার চাঁচলের দক্ষিণপাড়া এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এক তরুণীর সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা করে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তরুণ। বারাসত সাইবার পুলিশের যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বারাসত নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের নাম অসীম সরকার। যদিও ধৃত তরুণ চাঁচলের স্থায়ী বাসিন্দা নন। বারাসত এলাকার বাসিন্দা। ওই তরুণ নিজেকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি দপ্তরের 'যোগাযোগ কর্মকর্তা' হিসেবে পরিচয় দিতেন। ওই পরিচয় ব্যবহার করে এলাকারই এক তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেন তিনি। পরবর্তীতে চাকরি দেওয়ার নাম

টাকা লোপাট

- বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি দপ্তরের 'যোগাযোগ কর্মকর্তা' হিসেবে পরিচয় দিতেন অভিযুক্ত তরুণ
- ওই পরিচয় ব্যবহার করে এলাকারই এক তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেন তিনি
- কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর কোনও চাকরির প্রক্রিয়া শুরুই করেননি দেখে সন্দেহ হয় তরুণীর

করে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ। কিন্তু চাকরি দেওয়া তো দূরের কথা, টাকা পাওয়ার পরেও কোনও চাকরির প্রক্রিয়া শুরু হয়নি দেখে সন্দেহ হয় তরুণীর। অবশেষে চাকরি না হওয়ায় ওই তরুণী অভিযুক্ত তরুণের নামে বিধাননগর সাইবার ক্রাইমে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ওই তরুণের মোবাইলের লোকেশনের সূত্র ধরে জানা যায়, অভিযুক্ত চাঁচলের একটি ভাড়াবাড়িতে রয়েছেন গত কয়েকমাস ধরে। বারাসত থানার পুলিশ চাঁচল থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায়। ভাড়াবাড়ি থেকে তরুণকে গ্রেপ্তার করে। কাগজপত্র সহ বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রাগের বশে শ্বশুর খুন, কবুল বধূর

সুলতানাকে টানা জেরায় নতুন তথ্য

পুরাতন মালদা, ১০ অক্টোবর : শ্বশুর খুনের কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না পুত্রবধূর। মূলত রাগের মাথায় শ্বশুরের অণ্ডকোষ চিপে ধরেছিলেন পুত্রবধূ, তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে নুর শেখের। শ্বশুর খুনে ধৃত সুলতানা খাতুনকে জেরা করে এমন তথ্যই পেয়েছে পুলিশ। ঘটনার পিছনে রয়েছে পারিবারিক বিবাদ, তদন্তে সেটিও জেনেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে পুত্রবধূর হাতে শ্বশুর খুনের ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর মোরগ্রামে। ঘটনার পরই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুলতানাকে।

শ্বশুরের অণ্ডকোষ চেপে তাঁকে খুন করার অভিযোগ পুত্রবধূর বিরুদ্ধে ওঠায়, তা নিয়ে ঘটনার একদিন পরেও চাঞ্চল্য রয়েছে পুরাতন মালদায়। এমন ঘটনা সাড়া ফেলে দিয়েছে পুলিশ মহলেও। যে কারণে সুলতানাকে গ্রেপ্তার করার পর টানা জেরা করেন পুলিশ আধিকারিকরা।

পুলিশি জেরা

- শ্বশুরের অণ্ডকোষ চেপে তাঁকে খুন করার অভিযোগ পুত্রবধূর বিরুদ্ধে
- অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুলতানাকে
- সুলতানাকে গ্রেপ্তার করার পর টানা জেরা করেন পুলিশ আধিকারিকরা
- পারিবারিক বিবাদে রাগের মাথায় ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে বলে জানা গিয়েছে
- অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হচ্ছে

পুলিশ সূত্রে খবর, শ্বশুর নুর শেখকে (৬০) খুনের কোনও পরিকল্পনা তাঁর ছিল না বলে জানায় সুলতানা। পারিবারিক বিবাদে রাগের মাথায় ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে সে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সুলতানার স্বামী আবদুল্লাহ কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। ফলে বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর অভাবে সংসারের নানান টানাপোড়েন চলছিল। ঘটনার দিন, রান্না কীভাবে হবে তা নিয়ে শাশুড়ি আরকেশ বিবির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন সুলতানা। সেসময় পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন শ্বশুর নুর শেখ এবং তিনি পুত্রবধূর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। দুজনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। এই সময়ই শ্বশুরের অণ্ডকোষ চেপে ধরেন সুলতানা। দম আটকে মৃত্যু হয় শ্বশুরের। পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য, খুনের কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

ধৃত তরুণ

কুশমণ্ডি, ১০ অক্টোবর : বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে সহবাস করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। শুক্রবার তরুণকে আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাঁকে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে। তরুণের পরিবারের অন্য সদস্যদের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত।

ধৃত তরুণের বাড়ি বানিহারি গ্রামে। নিজের গ্রামের এক বিধবা মহিলার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ওই তরুণের বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত ওই মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। এরপর ওই তরুণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি মেনে নেননি। তরুণ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে কুশমণ্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। শেষপর্যন্ত গত বৃহস্পতিবার ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'গত জুলাই মাসে এক মহিলা অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগের পর থেকে গা-ঢাকা দিয়েছিল ওই তরুণ। পুলিশ ওর ঠিকানা জোগাড় করে পাকড়াও করার পরিকল্পনা করে। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরির পর পালানোর

দেহ উদ্ধার

পতিরাম, ১০ অক্টোবর : বটুনের আঝাইর এলাকায় এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মাস দেড়েক আগে নয়ন দাসের বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি হেমতাবাদে চলে যান বধূ। দশমীতে স্ত্রীকে আনতে গেলে নয়নকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন মারধর করে তাড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর মোবাইলে তাঁকে নিয়মিত হুমকি ও 'মরে যাও' বলে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ৭ অক্টোবর নয়ন মোবাইলে কথা বলার পর গলায় ফাঁস দেন বলে পরিবারের দাবি। মৃতের দিদি রিক্তা দাস পতিরাম থানায় ভাইয়ের স্ত্রী ও তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জখম দুজনের মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : হেঁটে অফিস যাওয়ার পথে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় ডিএম অফিসের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুকান্ত ভুঁইমালি (৩৭)। বাইকচালক ও আরোহীও দুর্ঘটনায় জখম হন। পরে তাঁদের মধ্যে ভানু দাস (৪৮) নামে একজন মারা গিয়েছেন। তিনি চণ্ডীতলার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। শুক্রবার দুজনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বাইকচালক জখম অবস্থায় এখনও চিকিৎসাধীন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ কর্ণজোড়া পার্ক সংলগ্ন গ্রামীণ সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তিনজনকেই রায়গঞ্জ থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেইমতো রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়। বাকি দুজনকে রায়গঞ্জ শহরেরই একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসকের অকালমৃত্যু

মোথাবাড়ি, ১০ অক্টোবর : কালিয়াচক-২ ব্লকের কমলপুর বাবলার বাসিন্দা, সমাজদরদি চিকিৎসক মহম্মদ সেলিম আহমেদের অকাল প্রয়াণে মোথাবাড়ি সহ গোটা জেলায় শোকের আবহ। এমবিবিএস, ডিজিও গাইনি বিশেষজ্ঞের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরে ফুসফুস সংক্রান্ত দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। শুক্রবার ভোর ৩টা ১০ মিনিটে নিজের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেলিম। শুক্রবার বিকেলে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

করনদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে কল আছে জল নেই।

হাসপাতালে জল নেই

করণদিঘি, ১০ অক্টোবর : দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস ধরে পানীয় জলের সমস্যা করণদিঘি ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে।

কারণ, হাসপাতালে কল আছে ঠিকই কিন্তু তাতে জল পাওয়া যায় না। এছাড়াও যে রানিং ওয়াটার রয়েছে তার কয়েকটি ট্যাপ ভেঙে গিয়েছে। ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হাসপাতালের বাইরে থেকে জল কিনে আনতে হচ্ছে তাদের।

করণদিঘি ব্লকের ২ নম্বর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রদীপ দাস, স্থানীয় বাসিন্দা লিয়াকত আলিরা জানালেন, হাসপাতালে একটি মাত্র টিউবওয়েল। তাতেও জল পড়ে না। আবার রানিং ওয়াটারের ট্যাপও ভেঙে পড়ে রয়েছে।

করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহা আজম বলেন, হাসপাতালের পানীয় জলের কল মাঝেমধ্যেই মেরামত করা হয়। বর্তমানে যে সেটি খারাপ হয়ে রয়েছে এমন খবর আমার কাছে নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

এই বিষয়ে করণদিঘি ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের আধিকারিক সামিম আক্তারকে ফোন করা হলে তিনি কোনও উত্তর দিতে চাননি।

করণদিঘি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি ভবেন ঘোষ বললেন, হাসপাতালগুলিতে নীল-সাদা রং হলেও স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোনও উন্নতি হয়নি।'

বিজেপির জেলা ওবিসি মোর্চার সভাপতি অমিত শা জানালেন, করণদিঘি ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালের বেহাল দশার জন্য দায়ী স্থানীয় বিধায়ক, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি সহ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

নাবালিকা অপহরণে ধৃত

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে শুক্রবার সকালে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণের নাম গৌতম দেবনাথ। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রায়পুর সংলগ্ন কাশীবাটী এলাকায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে অপহরণের মামলা রুজু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ৪ অক্টোবর ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় নাবালিকার মা রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে তার গোপন জবানবন্দি নেন রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

এদিকে, নাবালিকাকে অপহরণ করে পাচার করে দেওয়ার আরেকটি ঘটনায় মূল অভিযুক্তের মাকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সুমতি মাহাতো, বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লহন্ডা গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১৩৭(২)/১৪০(৩) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

আত্মহত্যার চেষ্টা নেতার

এম আনওয়ার উল হক

বৈষ্ণবনগর, ১০ অক্টোবর : বৈষ্ণবনগর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বিজেপি নেতার আত্মহত্যার চেষ্টায় শুক্রবার দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বধূ নির্যাতন ও পরকীয়ার অভিযোগে তাঁর স্ত্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই সেই নেতা মানসিক চাপে ছিলেন।

বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এদিন হঠাৎ সেই নেতা বলেন, 'এভাবে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।' তারপর বিষ খান তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে বেদারাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।

সেই নেতার স্ত্রী বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই ওর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ হত। বাইরে অন্য এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। আমি প্রতিবাদ

পরকীয়া ও বধূ নির্যাতনের অভিযোগ

করলে উলটে আমার উপরই গালাগাল, মারধর চলত। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি দেওয়ার নাম করে গ্রামের বহু মানুষের থেকে টাকা তুলেছিল। আমি বারবার ওকে বুঝিয়েছি, এসব বন্ধ করতে, কিন্তু শোনেনি।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'আমার গর্ভাবস্থার সময়ও কোনও খোঁজ নেয়নি। অন্য মহিলার জন্য মাঝেমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। বাধ্য হয়ে থানায় অভিযোগ জানাই। এখন আত্মহত্যার এই নাটক ওই অভিযোগ ঢাকতেই।' সেই নেতার আত্মীয়রাও একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। কেউ বলছেন, তাঁর অতীতের কোনও সম্পর্কের কথা। কেউ আবার বলেছেন, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা।

বৈষ্ণবনগর থানার এক আধিকারিক জানান, স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলে সেই নেতার জবানবন্দি নেওয়া হবে।

চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী, ক্রমশ বাড়ছে মাখনা চাষ

গৌতম দাস

গাজোল, ১০ অক্টোবর : মানুষের শরীরের জন্য উপকারী মাখনা। জোগানের তুলনায় মাখনার চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা চাষ হয় সবথেকে বেশি। তবে এখন গাজোলের বিভিন্ন এলাকায় মাখনা চাষ ক্রমশ বাড়ছে। মাখনাচাষিদের কথায়, সরকার উদ্যোগ নিয়ে যদি সরকারি সহায়কমূল্যে মাখনা কেনার ব্যবস্থা করে, তাহলে কৃষকরা অনেকটা উপকৃত হবেন। এই প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে আগামীদিনে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে উদ্যানপালন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জানিয়েছেন।

মাখনা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার, ম্যাগনেশিয়াম সহ একাধিক খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। শারীরিকভাবে উপকারী মাখনা গাজোল ব্লকের কমবেশি ১৫০০ বিঘা জমিতে চাষ হচ্ছে। বৈরগাছি-১, বৈরগাছি-২ ও আলাল গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশি পরিমাণ চাষ হচ্ছে। এছাড়াও গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু এলাকায় মাখনা চাষ শুরু হয়েছে। তবে গাজোলে তেমনভাবে বাজার না থাকায় মাখনাচাষিদের হরিশ্চন্দ্রপুরের আড়তদারদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

বৈরগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামের মাখনাচাষি সফিউল ইসলাম বলেন, 'গাজোল ব্লকের বৈরগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৫০০ বিঘা, বৈরগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩০০ বিঘা, আলাল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫০০ বিঘা ও গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কিছু জায়গায় মাখনা চাষ হচ্ছে। চাকনগর, সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও কিছু কিছু মাখনা চাষ হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ মাখনাচাষি জমি লিজ নিয়ে চাষ করছেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মাখনার বীজ বপন করা হয়। মাখনা চাষে দরকার পরিষ্কার জল। বৃষ্টি না হলে জলসেচ দিতে হয়। অগাস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাখনা তোলার কাজ চলে। গাজোলে মাখনা বিক্রির বাজার না থাকায় আগে আমরা কাটিহারে বিক্রি করতাম। এখন আমরা হরিশ্চন্দ্রপুরে বড় আড়তদারদের কাছে মাখনা বিক্রি করি।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'মাখনা চাষে বিঘা প্রতি ৩২-৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়। মাখনা বিক্রি করে আয় হয় প্রায় ৬০ হাজার টাকা। তবে সরকারের কাছে আবেদন, যদি সরকারি সহায়কমূল্যে আমাদের কাছ থেকে মাখনা কেনা হয় তাহলে আমাদের পরিশ্রম কিছুটা কম হয়। সরকার যদি নিজেই প্রসেসিং করে মাখনা বিক্রি করতে পারে তাহলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বাড়বে তেমনি সরকারের আয়ও অনেকটা হবে।' উদ্যানপালন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, মালদা জেলায় মাখনার চাষ দিনের পর দিন বাড়ছে। শুধু হরিশ্চন্দ্রপুর বা গাজোল নয়, মাখনা চাষ শুরু হয়েছে পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজার, রতুয়া এবং কালিয়াচকের বেশ কিছু এলাকায়। উদ্যানপালন দপ্তর এবং জেলা শিল্পকেন্দ্রের পক্ষ থেকে মাখনাচাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি প্রসেসিং ইউনিট খোলা হয়েছে। এছাড়াও জেলা ফুড পার্কে প্রসেসিং ইউনিট খোলার জন্য বেশ কিছু সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে।

মাখনা সংগ্রহে ব্যস্ত শ্রমিকরা। গাজোলে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪১ সংখ্যা, শনিবার, ২৪ আশ্বিন ১৪৩২

প্রশ্নে রাজ্যপাল

পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে বলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। রাজ্য পুলিশ ঠিকমতো কাজ করছে না। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে ওই রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি সরাসরি না বললেও তাঁর প্রতিটি কথা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা উসকে দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের কিছু স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের এই সংকেত বিস্ময়কর। নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলা নিঃসন্দেহে ন্যক্কারজনক। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। হাইকোর্টে বিজেপি মামলাও করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত খগেনকে দেখতে হাসপাতালে গেলেও তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর চলছেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় গুন্ডারাজ চলছে বলে রাজ্যপালের দাবি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সম্প্রতি প্রকাশিত এনসিআরবি'র রিপোর্টে কলকাতাকে লাগাতার চতুর্থবার ভারতের নিরাপদতম শহরের তকমা দেওয়া হয়েছে। আরজি করে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের পর সেই তকমা পাওয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে বলে রাজ্যপালের দাবিতে কার্যত এনসিআরবি রিপোর্টকে অস্বীকার করা হয়েছে। সদ্য বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব মিটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েই সেই উৎসব পালন করেছেন বঙ্গবাসী। আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি হলে শারদোৎসব নির্বিঘ্নে পালিত হতে পারত কি? একথা ঠিক, বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা হয়। বাংলার মানুষ বহু বছর ধরে ভোটের সময় রাজনৈতিক হানাহানির সাক্ষী। রাজনৈতিক হিংসা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু গুন্ডারাজ বলতে যা বোঝায়, সেই পরিস্থিতি রাজ্যে কায়েম হয়েছে বলা কঠিন। বরং বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে সাম্প্রতিককালে এমন কিছু ঘটেছে, যা নিঃসন্দেহে গুন্ডারাজের চেয়ে কম নয়। বিহারে বিধানসভা ভোট আসন্ন। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে বিজেপি-জেডিইউয়ের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের এই প্রতিবেশী রাজ্যে গুন্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে দাপাদাপি করে।

বিহারের বিরোধী দলগুলি বারবার খুন, জখম, ডাকাতির ঘটনায় সেই রাজ্যের সরকারের অকর্মণ্যতাকে কাঠগড়ায় তুলেছে। সিসিটিভি ফুটেজে মানুষ বারবার বিহারের গুন্ডারাজের ছবি, ভিডিও দেখে শিউরে উঠেছে। কিন্তু বিজেপি তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের আরেক প্রতিবেশী রাজ্য ওডিশার সম্প্রীতির শহর বলে পরিচিত কটকে দুর্গাপুজোর ভাসানকে ঘিরে যে ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়েও বিজেপি নেতারা উচ্চবাচ্য করেন না।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওডিশায় মহিলাদের ওপর অপরাধ লাগামছাড়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ গুন্ডারাজের অভিযোগ তোলেন না। রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে দরবার করেন না। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলিতে দলিত তরুণ হরিওম বাল্মীকিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। যেরকম ঘটনা সভ্য সমাজে হয় না। গেরুয়াশাসিত হরিয়ানায় সিনিয়ার আইপিএস আধিকারিক পূরণ কুমার তাঁর সুইসাইড নোটে একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে জাত তুলে হেনস্তা ও অপমান, মানসিকভাবে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন।

বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় তৃণমূলের দলীয় দপ্তর ভাঙচুরও সমর্থনযোগ্য নয়। একটি হিংসার তথ্য দিয়ে অপর একটি হিংসাকে আড়াল করা যায় না। নাগরাকাটায় যা হয়েছে, তা যতটা নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ, ওডিশা, হরিয়ানা, বিহারের ঘটনাগুলি ততটাই নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাজেই গুন্ডারাজের অভিযোগ যদি তুলতেই হয়, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে ওই রাজ্যগুলিতে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলির ক্ষেত্রে খাটে।

রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার বদলে বারবার নানাবিধ বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকৃতপক্ষে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই দুর্বল করে তুলছে। যা বাঞ্ছনীয় নয়।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

–শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

দেওবন্দ, তালিবান ও আগুন নিয়ে খেলা

পাকিস্তান হিংসায় জ্বলবে বলেই তালিবান মন্ত্রীকে এনে হঠাৎ তোল্লাই দিচ্ছে মোদি সরকার।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের কাছে দেওবন্দ নামে একটা ছোট শহর হঠাৎই বিশ্বের আলোচনায়। নয়াদিল্লি থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরের এই শহরে তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি যাচ্ছেন। এই যাওয়াকে কেন্দ্র করেই এক নতুন রাজনীতির আবির্ভাব আমাদের উপমহাদেশে।

তালিবান সরকারকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। নয়াদিল্লিতে আফগানিস্তানের দূতাবাসে তালিবানদের পতাকা তুলতে দেওয়া হয়নি। এখনও সেখানে উঠছে পুরোনো সরকারের পতাকা। তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের জয়শংকরের বৈঠকে আফগানিস্তানের কোন পতাকা থাকবে সেটা নিয়ে বিভ্রান্ত দিল্লির অফিসাররা। তার মধ্যেই নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে সাহারানপুরের পাশের ছোট শহর।

নরেন্দ্র মোদির প্রবল হিন্দুত্ববাদী সরকার হঠাৎ কেন তালিবান বিদেশমন্ত্রীকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করল, তার ব্যাখ্যা অতি সহজ। পাকিস্তানকে বোঝানো যে, তোমার নিকটতম প্রতিবেশী কিন্তু আমাদের সঙ্গেই। অতীতে যে তালিবান রাজত্ব করেছিল আফগানিস্তানে, তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভালো। বলা হত, পাকিস্তানই নিয়ন্ত্রণ করছে ওই তালিবান সরকারকে।

এই দশকের শুরু থেকে যে তালিবান কাবুল-কান্দাহার শাসন করছে, পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের ঝামেলা লেগেই আছে। প্রতিদিনই নিত্যনতুন ঝামেলা। এত তিক্ততা যে, ভারত পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেনি ক'দিন আগে। বৃহস্পতিবার রাতেও কাবুলে বিমান হানা চালিয়েছে পাকিস্তান। কাবুলের 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' শিবিরকে লক্ষ্য করে। আমাদের দেশের পদ্মগন্ধী অনেক ওয়েবসাইটের দাবি, পাকিস্তান নাকি ঘাবড়ে গিয়েছে তালিবান-ভারত সাম্প্রতিক গা ঘেঁষাঘেঁষি দেখে।

আজকের তালিবানকে নয়াদিল্লিতে এনে ভারত পাকিস্তানকে দেখাতে চাইছে, দ্যাখো, তোমার এককালের বন্ধুরা আজ কিন্তু আমাদের সঙ্গে। দেখবি, আর জ্বলবি, লুচির মতো ফুলবি—ট্রাকের পিছনে লেখার মতো ব্যাপার আর কি!

শত্রুর শত্রুকে মিত্র বানানোর পুরোনো খেলা, যা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নিয়মিত হয়ে থাকে! যা ক'দিন আগে রাশিয়া-চিনকে পাশে নিয়ে আমেরিকাকে দেখাতে খেলল ভারত।

সমস্যা অন্য জায়গায়। বিশ্বে চূড়ান্ত নিন্দিত তালিবান সরকারকে তোল্লাই দেওয়াটা অনেকটা ট্রাপিজের খেলার মতো। অথবা আগুন নিয়ে খেলা। কখন যে কী হয়ে যাবে কেউ জানে না।

এই তালিবান দেশের সব নারীকে ঘরবন্দি করে রেখেছে। প্রচুর নারী আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়েছেন বিদেশে। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, যেতে পারেননি, তাঁরা রীতিমতো গৃহবন্দি, সূর্যের মুখ দেখাও যেন পাপ। ভারত যেভাবে তালিবান বিদেশমন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, তাতে মহিলাদের নিয়ে সরকারি প্রতিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রশ্ন উঠছে এবং উঠতে বাধ্য, মোদি সরকার কি তালিবান মন্ত্রীকে জামাই আদর করে অসহায় আফগান মহিলাদের অপমান করছে না? বিশ্বের প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির কোনও ব্যাখ্যা নেই এখানে।

তালিবান মন্ত্রীকে পাশে পেয়ে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একটা দাবার চাল দিতে চায়। এবং সেটা ওই সাহারানপুরের কাছের শহরকে ঘিরে। তালিবান মন্ত্রীর প্রবেশ যেন নুতন করে আলো ফেলছে ভারতীয় মুসলিমদের এক অনালোচিত গৌরবজনক অধ্যায়ে।

এতদিন ভারতীয় মুসলিমদের প্রিয় জায়গা বলতে জানতাম, রাজস্থানের আজমের শরিফ, নয়াদিল্লির জামা মসজিদ, নিজামুদ্দিন দরগা, আগ্রার তাজমহল, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বা হায়দরাবাদের চারমিনার। নয়াদিল্লির এত কাছে সাহারানপুর, অথচ সেখানকার তাৎপর্য দেশজুড়ে অজানাই ছিল। আজ তালিবান মন্ত্রীর প্রবেশে অনেক কিছু জানা যাচ্ছে দেওবন্দ নিয়ে।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের সময় সেখানে গিয়ে একটা উপলব্ধি হয়েছিল। আমাদের ছোটবেলায় আগ্রাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের যে গর্বের জায়গাগুলো ছিল, মোদি-যোগী মিলে সবগুলোকে অচ্ছুত বানানোর মহান খেলায় মেতেছেন। ফতেপুর সিক্রি, সিকান্দ্রা, ইতমতদৌল্লার সমাধি--- মোগল আমলের সব দর্শনীয় স্থান প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ার মুখে। পর্যটক কমে গিয়েছে, অধিকাংশই সেখানে যান না। আগ্রার তাজমহলকে তো ওইভাবে উপেক্ষার চাদরে মোড়া যাবে না। তাই আগ্রার সঙ্গে মথুরা ও বৃন্দাবনকে জুড়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে একটা পর্যটন ত্রিভুজ করা হয়েছে, যাতে তাজমহল দেখেই লোকে চলে যেতে পারে মথুরা-বৃন্দাবনে। বড় চতুর কৌশল।

তালিবান সরকারকে রাতারাতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই, ইচ্ছে না থাকলেও যোগী সরকারকে দেওবন্দকে আলোচনায় আনতে হচ্ছে। দুই বাংলাতেও অনেকে দেওবন্দি মুসলিম রয়েছেন। তবু বাঙালির কাছে দেওবন্দ জায়গাটা, দেওবন্দি আন্দোলন কার্যত প্রচারের আড়ালে থেকে গিয়েছে কী জানি কেন। দেওবন্দি জিহাদিইজমও এর সঙ্গে জড়িত।

পরে বলতে ভুলে যাব, এখানেই দেওবন্দের মাহাত্ম্য একটু লিখে ফেলা যাক। এখানেই রয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দ নামে দেশের অন্যতম সেরা ইসলামিক প্রতিষ্ঠান। যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তানে। বাংলাদেশে, ইংল্যান্ডে, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও।

দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতে, ১৮৬৬ সালের ৩১ মে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরপরই। একটা ডালিম গাছের নীচে এর প্রতিষ্ঠা। উদ্যোগ ছিল সায়িদ মুহাম্মদ আবিদের। একটা সময় এটা হয়ে ওঠে কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এটা শুধুই একটা নিছক মাদ্রাসা রইল না, হয়ে উঠল ইসলামিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অনেক মুসলিমই নিজেদের দেওবন্দি মুসলিম বলে থাকেন।

বাস্তব হল, এই মুসলিমদের অনেকেই এখন আরবিক মুসলিম হওয়ার দিকে ঝুঁকছেন। হিন্দুরা যত উগ্র হচ্ছেন এ দেশে, মুসলিমরা ততই ভারতীয়ত্ব থেকে সরে আরব দুনিয়ার দিকে যাচ্ছেন। আমিনুল ইসলামরা নাম পালটে হয়ে উঠছেন মহম্মদ আমিনুল। বাঙালি মুসলিমদের নাম পালটে হচ্ছে আরবিক নামে। ইন্টারনেটের দয়ায় আরবি মুসলিম বা বাংলাদেশি ইউটিউবার মোল্লাদের উপদেশবাণী মন দিয়ে শুনছেন এঁরা। আড়ালে চলে যাচ্ছে ভারতীয় দেওবন্দি মুসলিম হওয়ার গর্ব।

মনে রাখা খুব জরুরি, দেওবন্দের এই সংগঠন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮৫৭ সালেই সিপাহি বিদ্রোহের অংশ হিসেবে এরা লড়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে। তারিখটা ছিল ১০ মে। উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলার থানা ভবন নামে একটা গ্রাম মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দখল করে নেন। এই শামলির যুদ্ধজয় ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম সাফল্য। যা আড়ালেই থেকে গিয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবশ্য দিনকয়েকের মধ্যে থানা ভবন দখল করে নেয় এবং ধ্বংস করে সেই শহর।

এখন তালিবান মন্ত্রী এসেছেন বলে আবার সেই শামলির যুদ্ধের কথা আসছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। এতদিনে গঙ্গা, সিন্ধুর জলে প্রচুর সুখ-দুঃখের খবর মিশে গিয়েছে। দেওবন্দের অনেক ইসলামিক নেতা সপরিবার চলে গিয়েছেন পাকিস্তানে। ইসলামাবাদ এখন বলছে, দেওবন্দের আসল উত্তরসূরি তারাই, ভারত নয়। সীমান্তের ওপারেই এখন দেওবন্দের অনেক শাখাপ্রশাখা।

আফগানিস্তানকে দিয়ে এখানেও তাই কাঁটা তোলার চেষ্টা ভারতের। তালিবান নেতার দেওবন্দে ঘুরে যাওয়া মানে দেওবন্দের নতুন করে বিশ্বময় স্বীকৃতি। যে কাজটা ভারত সরকারেরই আদায় করে নেওয়ার কথা, তা তো হিন্দুহৃদয় সম্রাট মোদি করেননি। তাই তালিবানদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

যোগী সরকার তা হলে এতদিনে কী করল? তারা প্রস্তাব দিয়েছে দেওবন্দ নাম পালটে দেওবৃন্দ করার জন্য। দেওবন্দের নাম আইন-ই-আকবরিতে ছিল তো কী, এখানে বৃন্দাবনের রাধাবল্লভ বৈষ্ণবদের প্রধান শ্রী হিত হরিবংশ মহাপ্রভু শুরুর দিকে থাকতেন। রাধাকৃষ্ণের একটি মন্দিরও করেছেন সেখানে। মহাভারতের সময় এই অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল। দেবী এবং বন-সে থেকেই নাকি দেওবন্দ নাম হয়েছিল। সেটা পালটানো দরকার।

ইতিহাস থাক। অমোঘ বর্তমান প্রশ্নে আসা যাক। তালিবান সরকার স্বাভাবিকভাবেই চাইছে, ভারত তাদের স্বীকৃতি দিক। সেটা ভারতের পক্ষে সম্ভব কতটা? রাশিয়া বাদে কোনও দেশই এখনও তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। মুসলিম দেশগুলোর বাইরে চিনই শুধু তালিবান রাষ্ট্রদূতকে কাজ করতে দেয় গত বছর জানুয়ারিতে। আরব আমিরশাহি, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাতার, তুর্কমেনিস্তান, ইরানও ওইভাবে বাঁ হাতে পুজো দিচ্ছে। অন্য দেশগুলো নারী ও বালিকাদের প্রতি তালিবানদের মনোভাবকে কঠোর নিন্দা করে একঘরে করে রেখেছে। ভারতের পক্ষে এতগুলো দেশকে চটানো হারাকিরির সমান হবে। যদিও ভারত গত নভেম্বরে দিল্লি, মুম্বই, হায়দরাবাদে কনসুলেট খুলতে দিয়েছে।

তবু আফগানিস্তান মানেই যে ভারতের মাথায় ঘুরবে পাকিস্তান, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এ বছর ১৫ মে। ভারত-পাক তথাকথিত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ার পাঁচদিনের মাথায়। সেদিন জয়শংকর কথা বলেছিলেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকির সঙ্গে। অথচ ১৯৯৯ সালের পর ভারতের কোনও মন্ত্রী তালিবান মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে অন্তত যোগাযোগ করেননি।

দেওবন্দের যে অতিপরিচিত প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছেন তালিবান মন্ত্রী, সেখানে নারীদের ঢোকা বারণ ছিল ক'দিন আগেও। এখন বলা হচ্ছে, বোরখা পরে কোনও পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে যেতে পারেন নারীরা। তালিবান ও দারুল উলুম এখানে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। যত দিন গিয়েছে, স্বাধীনতার বহু আগে আধুনিকমনস্ক প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়েই গিয়েছে দেখছি। খুব দুঃখের, যন্ত্রণারও।

ইতিহাস কত দ্রুত পালটে যায় দেখুন। চার বছর আগে উত্তরপ্রদেশের সন্ন্যাসী মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় কড়া সমালোচনা করেছিলেন মৌলবাদী তালিবান সরকারের। নারী ও শিশুদের ওপর অত্যাচার হয় বলে। তালিবানের স্বপক্ষে কথা বলায় যোগী-রাজ্যে কয়েকজন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক মুসলিম সাংসদকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

সেই যোগীর রাজ্যের এক শহরেই এবার রাজকীয় সংবর্ধনা পাবেন তালিবান বিদেশমন্ত্রী! তাতে কি হিন্দু-মুসলিম করে হিংসায় বিদ্ধ দেশে দেওবন্দের গুরুত্ব ও মর্যাদা কিছুটা বাড়বে?

আজ

১৯০২

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্ম আজকের দিনে।

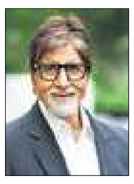

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।

আলোচিত

অসম পুলিশ চাইলে তদন্ত করে ফল পেতে পারে। তবে ইচ্ছা থাকতে হবে। জুবিনের যত্ন নেওয়া হয়নি। ওঁর সঙ্গীরা জানতেন জুবিনের সাঁতার কাটতে চিকিৎসকের বারণ আছে। কারণ ওঁর মৃগী ছিল। তবু ওঁকে জলে নামানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা সরকারের হাতে।

- গরিমা শইকিয়া গর্গ

ভাইরাল/১

বেঙ্গালুরুর এক কৃষক বিলাসবহুল গাড়ি কিনতে গেলেন গোরুর গাড়ি চেপে। পরনে ধুতি-কুর্তা, গলায় সোনার চেন। ব্যস্ত রাস্তায় গোরুর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকগুলি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে তাঁর। নতুন গাড়ির ডেলিভারির দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এমন উদ্যোগ।

ভাইরাল/২

পাটনায় মেট্রো চালুর কয়েকদিনের মধ্যে লাইন, দেওয়াল গুটখার পিকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বাদ যায়নি মেট্রোর সিঁড়িও। 'গুটখা গ্যাং'-এর দৌরাত্ম্যে তিতিবিরক্ত নেটিজেনরা। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন তাঁরা।

জনমন

জনমত

নারী নির্যাতন ও দুর্বল বিচার ব্যবস্থা আজও দগদগে ক্ষত

মেয়েটির নাম মকছেদা বেগম, বয়স পঁচিশ। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে। বছর দুয়ের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। হঠাৎ বাবার বাড়িতে খবর এল মেয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এমন ঘটনা বছর পাঁচেকের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটি ঘটল প্রান্তিক শহর হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ পঞ্চায়েতে।

সবকয়টি বিষয় যে কারণে ঘটেছিল তা হল শ্বশুর-শাশুড়ির অমানুষিক নির্যাতন। এই নির্যাতনের পরিসমাপ্তি মর্মান্তিক মৃত্যুতে। লজ্জাজনক ও দুঃখজনক হল, সময়ের সঙ্গে সবকয়টি মৃত্যুর বিচার প্রক্রিয়া ফিকে হয়ে গিয়েছে। বিশেষ অংশটাই আর বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে নেই। কেন নেই প্রশ্ন করলে জানা যায় বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ায় গরিব বাবার অংশগ্রহণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে ওঠে।

মেয়েদের আইন, মেয়েদের নিয়ে সচেতনতা কোথায় যেন আজও আটকা পড়ে রয়েছে। যে মেয়েটি দিনের পর দিন শ্বশুরবাড়িতে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, সেই মেয়েটি কেন শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করল না, কেন জীবনটাকে দীর্ঘ না করে সংকীর্ণতায় সমাপ্তি টেনে দিল- এর উত্তর মেয়েরাই জানে।

এই সমাজে আজও মেয়েদের ইচ্ছের অধিকার দেওয়া হয়নি। যা মেয়েরা পেয়েছে তার সবটা লোকদেখানো। যে অংশটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, সেই অংশটাকে বাদ দিলে বাকি অংশটা নিরুপায় হয়ে শুধুমাত্র ভাতকাপড় আর নতুন দিনের আশায় মানসম্মান নিয়ে থাকতে হয় শত নির্যাতনেও।

আজও বহু মেয়েকে শেখানো হয় স্বামীর সংসারই ধর্ম, সহ্য করাই কর্তব্য। নির্যাতনের মধ্যেও মুখ বন্ধ রাখাই যেন তার ভাগ্য। ডিভোর্সি নারীদের সমাজ আজও 'কলঙ্কিনী' বলে

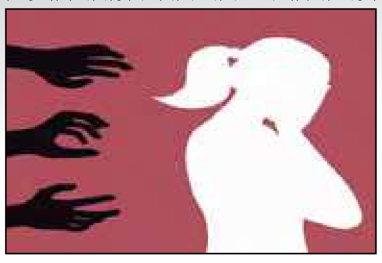

আখ্যা দেয়। এমনকি নারীরাই নারীর সবচেয়ে বড় সমালোচক হয়ে ওঠে। ধর্ম, সংস্কার ও পরিবার - সবাই মিলে নারীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছে।

পরিবারের তরফে মেয়েদের বাঁচার অধিকার দেওয়া হোক। পরিবার ও সমাজের তরফে অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হোক। সর্বোপরি এই পাঁচটি নির্যাতন ও হত্যার শাস্তি কামনা করি। পুলিশ প্রশাসনের তরফে কমিটি গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার অনুরোধ জানাই।

রাসেল সরকার
বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

নোবেলে সম্মানিত সভ্যতার ক্ষতের আখ্যান

লাজলো ক্রাশনাহরকাইয়ের লেখায় ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতির সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবন-মৃত্যুর ধারণা মিশে যায়।

গৌতম গুহ রায়

২০০২ সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন ইমরে কার্তেজ। ঠিক ২৩ বছর পর আরেক হাঙ্গেরিয়ান বিশ্ব সাহিত্যে সবচেয়ে চর্চিত পুরস্কারটি পেলেন। লাজলো ক্রাশনাহরকাই- বাঙালির সহজ উচ্চারণের মধ্যে আসে না। সে যাই হোক, বিশ্ব সাহিত্যে তিনি এক 'রহস্যময় ও গভীরতম কণ্ঠ।' ক্রাশনাহরকাইয়ের আখ্যানে পরাবাস্তবতার আবহে মিশে থাকে নৈরাশ্য ও সভ্যতার ক্ষতচিহ্নিত সময়।

নোবেল কমিটি যথার্থই উল্লেখ করেছে যে, 'তাঁর দৃষ্টিনন্দন, বিষণ্ণ অথচ মহিমান্বিত আখ্যান, যা বিশৃঙ্খলা ও ভয়ের মধ্যেও মানবতার শিল্পসত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করে।' কার্তেজের 'লিকুইডেশন'-এর চরিত্র ছিল আউশভিৎস থেকে প্রাণে বাঁচা একজন আর ক্রাশনাহরকাই পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের দখলদারিতে গ্রেপ্তার ও পরে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। এখানেই যুদ্ধ ও দখলের অমানবিক বীভৎসতা দুই হাঙ্গেরিয়ানকে মিলিয়ে দেয়।

হাঙ্গেরির ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি নিভৃত ও সংযত যাপনে নিজেকে গড়ে তোলেন। এই সময় থেকে তিনি প্রায়ই হাঙ্গেরির পাহাড়ি অঞ্চলে একাকী ঘুরে বেড়াতেন। এই একাকিত্ব তাঁর লেখালেখিতে প্রভাব ফেলে। পূর্ব-এশিয়া ভ্রমণে চিন, জাপানের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রাচীন জাপানি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্যানগম্ভীরতা ক্রাশনাহরকাইকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৮৫ সালে প্রথম উপন্যাস স্যাটানট্যাঙ্গো (Satantango) অর্থনৈতিক ধ্বংস ও আধ্যাত্মিক নিঃশেষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা

এক গ্রামীণ সমাজের কাহিনী। ক্রাশনাহরকাইয়ের দ্বিতীয় বড় কাজ 'দ্য মেলাঙ্কোলি অফ রেজিস্ট্যান্স।' ১৯৮৯-এ লেখা এই উপন্যাস সভ্যতার অধঃপতন ও নৈতিক শূন্যতার এক দার্শনিক কাব্য যেন। এর এক দশক পর ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার।' যেখানে এক সরকারি কেরানির চোখ দিয়ে দেখা যায় মানবসভ্যতার অন্তিম সংগ্রাম– যুদ্ধ, ইতিহাস ও ভাষার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকার এক মরিয়া প্রচেষ্টা।

২০১৩-তে প্রকাশিত উপন্যাস 'সিয়াব দ্যার বিলো'-তে ছিল, লেখকের ওপর প্রাচ্য দেশের আধ্যাত্মবাদী দর্শনের প্রভাব। আখতারুজ্জমান ইলিয়াস বা কমলকুমার মজুমদারের লেখায় পাঠকদের যেমন দীর্ঘ বাক্যপাঠের অভিজ্ঞতা আছে, তেমনই ক্রাশনাহরকাই। প্রথম উপন্যাসে ১২টি চ্যাপ্টার একটি করে বাক্যে লেখা। তাঁর অবিঘ্নিত বাক্যে লেখা পাঠকদের চমকিত করেছিল। তিনি কয়েক পাতাজোড়া দীর্ঘ বাক্যে মানুষের চিন্তাপ্রবাহ ও সময়কে একাকার করে দেন। প্রায়ই একটি বাক্যে বহু ধারণা, ছায়া, মনস্তাত্ত্বিক গহ্বরকে একত্রিত করেন।

তাঁর লেখায় ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি এবং লেখককে নিমজ্জিত করে রাখা প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যুর ধারণা মিশে যায়। নোবেল কমিটির বয়ান ধার করে বলতে হয়, 'তিনি পাঠককে বাস্তবতার ভাঙন, সমাজের দুর্বল দিক ও ঘাতকতা শনাক্ত করার সাহস দেন এবং তাঁর পথে থাকে উদার ও সংকল্পমূলক দর্শন, যা শিল্পের মাধ্যমে মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নতির বিশ্বাস প্রচার করে।'

পাঠকরা যথার্থই তাঁকে ফ্রাঞ্জ কাফকা, মার্কেজের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করেন। বর্তমান সময়ে আলোচিত ইউক্রেনের যুদ্ধের পটভূমি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন ক্রাশনাহরকাই। এই প্রসঙ্গে 'দ্য ইয়েল রিভিউ'-কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আবার ফিরে এসেছে- আমি প্রায়ই অনুভব করি। মানুষ কিছুই শেখেনি। ইউক্রেনের পাশের দেশ হাঙ্গেরি। অথচ আমাদের সরকার 'নিরপেক্ষতা'-র কথা বলে। আমি ভেবে পাই না কী করে একটা দেশ নিরপেক্ষ থাকতে পারে, যখন পাশের মানুষগুলো প্রতিদিন মরছে, যখন রুশ সেনারা অন্যের ভূমি দখল করছে।'

এটা কোনও রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং নৈতিক প্রশ্ন। যে দেশ এমন সময়ে নীরব থাকে, সে নিজের আত্মাকে হারায়। আমাদের সবাইকে সেই দায় নিতে হয়। কারণ আমরা সবাই এই পৃথিবীর বাসিন্দা।

(লেখক সাহিত্যিক, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। জেরা করা বা জানতে চাওয়া ৩। যে হাল ছেড়ে দিয়েছে ৫। লাল রংয়ের পদ্মফুল ৭। মশলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দ ৯। ত্রিভুবনের তিন লোকের একটি ১১। কাজের জন্য মাঝারি গোছের ১৪। গুণ অঙ্কের তালিকা ১৫। হাত জোড় করে অভিবাদন।

উপর-নীচ : ১। পুকুর বা জলাশয় ২। খাবার বিতরণের জায়গা ৩। আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিতভাবে ৪। সারা গায়ে কাঁটাওয়ালা বন্যপ্রাণী ৬। পণ্য উৎপাদনের মোট খরচ ৮। মহাভারতে শকুনির বাবা ১০। এই দেবতার শুঁড় আছে ১১। একটি পাখির নাম ১২। বিনীতভাব বা শিষ্টতা ১৩। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪২৬২

পাশাপাশি : ১। দৌলত ৩। মাছি ৫। রিপু ৬। মামদো ৮। কল্পিত ১০। কংস ১২। মস্তান ১৪। বিলি ১৫। কস্তা ১৬। কানাত।

উপর-নীচ : ১। দৌবারিক ২। তরিবত ৪। ছিলিম ৭। দোনা ৯। জাম ১০। কদলিকা ১১। সংবৃত ১৩। স্তাবক।

বিন্দুবিসর্গ

নোবেল ট্রাম্পের হাতছাড়াই

রাজনীতিতে গুরুত্ব, ক্ষুব্ধ হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ১০ অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়। ২০২৫-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিয়ে বহু বছরের লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসাবে মারিয়াকে শান্তিতে নোবেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নোবেল কমিটি। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা... বিশ্বজুড়ে ৮টি যুদ্ধে রাশ টানতে 'সফল' ট্রাম্পকে টপকে মাত্র একটি দেশে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালানো আত্মগোপনকারী নেত্রীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে মার্কিন সরকারের অন্দরে।

শুক্রবার নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস মারিয়ার নাম ঘোষণার পর ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিবৃতি দেননি। তবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র স্টিভেন চিউং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'নোবেল কমিটি আবার প্রমাণ করেছে যে তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ট্রাম্পের এই বাদ যাওয়া বিশ্বশান্তির প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।' একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্বজুড়ে শান্তিচুক্তি করে যাবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন এবং জীবন রক্ষা করবেন। তাঁর মধ্যে এক মানবতাবাদী হৃদয় আছে এবং তাঁর মতো কেউ নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে পাহাড় সরাতে পারে না।'

অতীতে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা ওবামার নোবেল প্রাপ্তিকে তিনি যে মোটেও ভালো চোখে দেখেননি, তা গোপন করেননি রিপাবলিকান ট্রাম্প। এদিন নোবেল শান্তির জন্য মারিয়া কোরিনা মাচাদোর নাম ঘোষণার কয়েকঘণ্টা আগে ওবামাকে তীব্র আক্রমণ করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'তিনি (ওবামা) কিছু না করার জন্য এটা (নোবেল) পেয়েছেন। ওবামা একটি পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। ওরা ওবামাকে এটা দিয়েছে আমাদের দেশকে ধ্বংস করার জন্য এবং কিছুই না করার জন্য।'

ট্রাম্পকে নোবেল না দেওয়া নিয়ে নোবেল কমিটির তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে একাধিক যুক্তি সামনে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য সম্ভবত ট্রাম্পের নাম বিবেচনাতেই আনেনি নোবেল কমিটি। কারণ, নোবেল পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। সাধারণত শান্তি ও মানবাধিকার ইস্যুতে দীর্ঘদিন কাজ করা ব্যক্তি বা সংগঠনকে এই সম্মানের জন্য বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু যেসব যুদ্ধ থামানোর জন্য ট্রাম্প নোবেল দাবি করেছেন, তার সবকটি তাঁর প্রেসিডেন্ট পদের চলতি মেয়াদে হয়েছে। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন গত ১৯ জানুয়ারি। আর নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ার সময়সীমা শেষ হয়েছে ৩১ জানুয়ারি। মাঝের ১২ দিনে আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানে কোনও ভূমিকা রাখতে পারেননি ট্রাম্প। তিনি যেসব যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে দাবি করেছেন, তার সবই ৩১ জানুয়ারির পর।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সহ বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা ট্রাম্পের নোবেল পাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের দাবিকে আমল দেয় না নোবেল কমিটি। নোবেলের জন্য তাদের নিজেস্ব বাছাই-নীতি রয়েছে। মনোনীতদের নামও প্রকাশ করে না কমিটি। শুধুমাত্র পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপকের নাম প্রকাশ্যে আসার পরেও ট্রাম্পের হয়ে সওয়াল করেছেন পুতিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ট্রাম্প বিশ্বশান্তির জন্য অনেক কিছু করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য এর আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। নোবেল কমিটি অনেক সময় এমন লোকদের মনোনীত করে যাঁদের বিশ্বশান্তিতে কোনও অবদান নেই।'

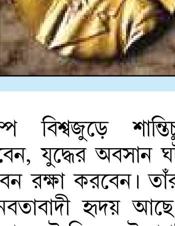

নোবেল কমিটি আবার প্রমাণ করেছে যে তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ট্রাম্পের এই বাদ যাওয়া বিশ্বশান্তির প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে পক্ষপাতের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে

স্টিভেন চিউং
মুখপাত্র, হোয়াইট হাউস

ট্রাম্প বিশ্বশান্তির জন্য অনেক কিছু করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য এর আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। নোবেল কমিটি অনেক সময় এমন লোকদের মনোনীত করে যাঁদের বিশ্বশান্তিতে কোনও অবদান নেই

ভ্লাদিমির পুতিন
প্রেসিডেন্ট রাশিয়া

তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শংকরের

কাবুলে দূতাবাস চালুর ঘোষণা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : আফগানিস্তানের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব নতুন করে ঝালিয়ে নিতে তৈরি ভারত। শুক্রবার আফগান-তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে বৈঠকের পর সেই বার্তাই দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক মজবুত করতে কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস ফের চালু করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

৬ দিনের সফরে বৃহস্পতিবার ভারতে এসেছেন মুত্তাকি। চলতি সফরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ছাড়াও ভারতের একাধিক বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। ঘুরে দেখবেন তাজমহল এবং একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা।

২০২১-এ মার্কিন সেনাবাহিনী কাবুল ছাড়ার পরেই কাবুলে দূতাবাস বন্ধ রেখেছে ভারত। কিছুদিন আগে সেখানে একটি টেকনিক্যাল টিম পাঠানো হয়। এবার সেই 'টেকনিক্যাল মিশন'-কে পুরোদস্তুর দূতাবাসে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালিবানকে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি ভারত। এই পরিস্থিতিতে কাবুলে দূতাবাস চালু করার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আফগান বিদেশমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে জয়শংকর বলেন, 'আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি দায়বদ্ধ ভারত। কাবুলের টেকনিক্যাল মিশনকে দূতাবাসে উন্নীত করার কথা ঘোষণা করতে পেরে ভালো লাগছে।' আফগানিস্তানের জন্য একগুচ্ছ সুবিধার কথাও জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজাতে ৬টি প্রকল্প, অ্যাম্বুল্যান্স এবং ক্যানসারের ওষুধ সরবরাহ। সেখানে ভারতীয় বিনিয়োগে শুরু হওয়া প্রকল্পগুলি ফের চালু করার ইঙ্গিত দিয়েছেন জয়শংকর। তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিবেশী। আমাদের দু-দেশের লক্ষ্য উন্নয়ন। ভারত ও আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে।'

ভারতের আশ্বাসে দৃশ্যতই খুশি আমির খান মুত্তাকি বলেন, 'কোনও দেশকে আমাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করে অন্য দেশে হামলা চালানোর অনুমতি দেব না। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। যোগাযোগ ও বাণিজ্য আরও বাড়বে। পারস্পরিক সম্মান এবং দু-দেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব।' জয়শংকর-মুত্তাকি বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে কাবুলে বিমান হামলা চালিয়েছে পাক সেনা।

সেদিকে ইঙ্গিত করে মুত্তাকি বলেন, 'আফগানিস্তানকে নিয়ে খেলা বন্ধ করা উচিত পাকিস্তানের। আফগানিস্তানকে প্ররোচনা দেওয়ার আগে ওদের উচিত ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে কথা বলা। দু'দেশ পাকিস্তানকে বলে দেবে আফগানিস্তানের সঙ্গে এই ধরনের খেলার ফল কী হতে পারে।' ইসলামাবাদ-কাবুল সম্পর্ক যখন তলানিতে সেই সময় তালিবান সরকারের ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'ইতিহাস সাক্ষী অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সবসময় আফগানিস্তান ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেছে।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরা আফগানিস্তানের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। তারপরও ওরা আমাদের পাশে থাকে না।'

ভারতের সাহায্য

- আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন ৬ প্রকল্প
- ২০টি অ্যাম্বুল্যান্স
- ক্যানসারের ওষুধ সরবরাহ
- পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা
- সরাসরি উড়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি

জেপিসিতে থাকা নিয়ে বিরোধীদের ভিন্ন মত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ অক্টোবর : 'দাগি নেতা' বিল জেপিসি বা যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলেও তাতে বিরোধীদের থাকা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কারণ, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে সহমত হতে পারেনি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ওই বিলটি খতিয়ে দেখার জন্য জেপিসি গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিরোধী ইন্ডিয়া জোট এই ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত। ২০ অগাস্ট গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীদের কুর্সিচ্যুত করা সংক্রান্ত তিনটি বিল লোকসভায় পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

সূত্রের খবর, কংগ্রেস এবং বামেরা জেপিসিতে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু তৃণমূল এবং সপা সেটিকে বয়কট করার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি কংগ্রেস, সপা এবং তৃণমূলকে এই ব্যাপারে একটি রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিরোধীদের বাদ দিয়ে জেপিসি গঠন করা হবে কি না, সেইব্যাপারে চর্চা চলছে। লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচার্য জানিয়েছেন, বিরোধীদের বাদ দিয়ে যদি জেপিসি গঠন করা হয় তাহলে সেটি নজিরবিহীন হবে। তিনি বলেন, 'স্পিকার এখনও জেপিসির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেননি। স্পিকার একপক্ষকে নিয়ে কমিটি গঠন করতে পারেন না। যদি শুধু শাসকদলের সদস্যরাই থাকেন তাহলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি বলা যাবে না। সেটি তাহলে এনডিএ-র কমিটি হবে। বিরোধীরা না থাকলে ওই কমিটির কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাও থাকবে না।' কংগ্রেস সাংসদ মণিকম টেগোর জানিয়েছেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শীঘ্রই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে ঐকমত্য খুঁজে বের করবেন।

'দাগি নেতা' বিল

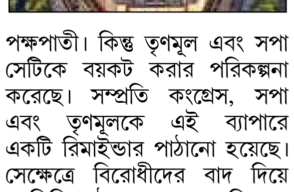

দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। -ফাইলচিত্র

ভেনেজুয়েলার অগ্নিকন্যার ঝুলিতে শান্তির নোবেল

স্টকহোম, ১০ অক্টোবর : জল্পনার অবসান। শেষপর্যন্ত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব মারিয়া। সেদেশের বিরোধী দলগুলিকে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে একজোট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তিনি।শুক্রবার নোবেল জয়ী হিসাবে মারিয়ার নাম ঘোষণা করেন নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস। তিনি বলেন, 'একজন সাহসী এবং নিবেদিতপ্রাণ শান্তির প্রতীককে, একজন মহিলাকে, এমন একজনকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে যিনি চরম অন্ধকারের মধ্যে গণতন্ত্রের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছেন।' জর্গেন জানান, গত বছর থেকে আত্মগোপন করে রয়েছেন মারিয়া। ওইভাবেই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ভেনেজুয়েলার জনপ্রিয় নেত্রী। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা তিনি।

নোবেল কমেটির প্রধান বলেন, 'মারিয়া বন্দুকের বদলে ব্যালটকে বেছে নিয়েছেন। গত দু'দশক ধরে তাঁর লড়াই চলছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন তাঁর প্রধান লক্ষ্য।' নিজের নোবেল প্রাপ্তির কথা জেনে অবাক মারিয়া কোরিনা মাচাদো। আত্মগোপনে থাকা নেত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। এটা কীভাবে সম্ভব হল বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস হচ্ছে না।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

এক্স পোস্টে মারিয়া লিখেছেন, 'ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামের এই স্বীকৃতি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহ জোগাবে। আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের এই লড়াইয়ে আমাদের প্রধান বন্ধু হিসেবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, মার্কিন জনগণ, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলির

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। এটা কীভাবে সম্ভব হল বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস হচ্ছে না।

মারিয়া কোরিনা মাচাদো

সারোগেসি আইনে মানবিক আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : নয়া সারোগেসি আইনে বয়সসীমার কারণে যেসব দম্পতি সন্তানের মুখ দেখতে পারছিলেন না, তাঁদের জন্য সুখবর। সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের কথা ভেবে মানবিক রায় দিল। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, যেসব দম্পতি সারোগেসি নিয়ে নয়া আইন কার্যকর হওয়ার আগে তাঁদের ভ্রূণ হিমায়িত (ফ্রিজ) করেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন আইনের বয়সসীমা কার্যকর হবে না।

গতকাল শীর্ষ আদালতের রায়ে মানবিকতার দিকটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নমনীয়তা দেখানো হয়েছে আইনের ব্যাখ্যায়। তাতে স্বস্তি পেলেন তিন দম্পতি।

সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিভি নাগারত্না ও কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, 'সারোগেসি সহ প্রজনন সংক্রান্ত অধিকার মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যক্তি-অধিকারের কথা রয়েছে। এ হল জীবনের মৌলিক অধিকার।' তাঁরা এও জানিয়েছেন, কোনও আইনই মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। কখনও কখনও আইন নয়, জীবনের যুক্তিই বড়।

সারোগেসি (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২১ সালে তৈরি হয়। কার্যকর হয় ২০২২-র ২৫ জানুয়ারি। কেন্দ্রীয় আইনে বলা আছে, যেসব দম্পতি সারোগেসির দ্বারস্থ হবেন তাঁদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বয়স ২৬ থেকে ৫৫, মহিলাদের বয়স ২৩ থেকে ৫০-র মধ্যে হতে হবে। সরকারের যুক্তি, সন্তানের দীর্ঘমেয়াদি যত্নের জন্য বয়সসীমা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

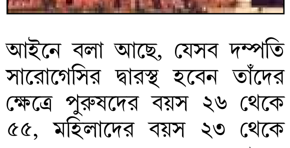

তিন দম্পতি আইনটি কার্যকর হওয়ার আগে সারোগেসি শুরু করেছিলেন। নয়া আইনে বয়সসীমার কারণে তাঁরা থমকে যান।

কাবুলে পাক হামলা

কাবুল, ১০ অক্টোবর : আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির দিল্লি সফরের মধ্যে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ব্যাপক বিমান হামলা চালাল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাবুলের একটি বসতি এলাকাকে নিশানা করে পাক বায়ুসেনা। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া অঞ্চলটিতে পাকিস্তানের সরকার বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান-এর একাধিক ঘাঁটি ছিল বলে পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

এদিন কাবুলের প্রাণকেন্দ্র থেকে অন্তত ২টি জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলার জেরে এই বিস্ফোরণ বলে মনে করা হচ্ছে। হামলার কথা স্বীকার করে তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ জানিয়েছেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর এ ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করবেন তাঁরা। পাক সরকারি সূত্রের দাবি, বিমানহানায় নিহত হয়েছেন টিটিপি-র প্রধান নুর ওয়ালি মেহসুদ এবং সহকারী প্রধান কারি সাইফুল্লাহ মেহসুদ।

জুবিনের মৃত্যুতে ২ দেহরক্ষী ধৃত

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : চমকের পর চমক। অসমিয়া সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এবার গ্রেপ্তার হলেন তাঁর দুই দেহরক্ষী। শুক্রবার অসম পুলিশের সিআইডি বিভাগের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন নন্দেশ্বর বোরা ও পরেশ বৈশ্য। গত সাত বছর ধরে তাঁরা জুবিনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দলে কাজ করছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের অ্যাকাউন্টে কিছু আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। তাঁদের পাকড়াও করার ঠিক একদিন আগে গ্রেপ্তার হন অসম পুলিশের ডিএসপি সন্দীপন গর্গ। সব মিলিয়ে জুবিনের মৃত্যুতে গ্রেপ্তারের সংখ্যা সাত। নন্দেশ্বর ও পরেশকে সিআইডি হেপাজতে রাখা হয়েছে। বাকি ধৃতরা হলেন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠানের আয়োজক শ্যামকান্ত মহন্ত, জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, তাঁর ব্যান্ডমেট শেখরজ্যোতি গোস্বামী ও সহশিল্পী অমৃতপ্রভা মহন্ত।

জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা

কেন্দ্রকে চার সপ্তাহ সময় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজেদের অবস্থান চার সপ্তাহের মধ্যে জানাতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা চলছে। সেগুলির মধ্যে শিক্ষাবিদ জাহুর আহমেদ ভাট এবং সমাজকর্মী আহমেদ মালিকেরও মামলা রয়েছে। শুক্রবার সেই মামলাগুলির শুনানি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে হয়। আবেদনকারীরা শীর্ষ আদালতকে জানান, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সেই আশ্বাস যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয় তার নিশ্চয়তা দিক সুপ্রিম কোর্ট।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বেঞ্চকে জানান, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। কিন্তু তার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরকে ভেঙে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল। তবে একই সঙ্গে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিধানসভা ভোট করানোর নির্দেশও দিয়েছিল। শুধু জম্মু ও কাশ্মীর নয়, রাজ্যের মর্যাদা চাইছে লাদাখও। সম্প্রতি যে অশান্তি হয়েছে তার নেপথ্যেও ওই দাবি রয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুকও ষষ্ঠ তপশিলের পাশাপাশি লাদাখকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন।

অযোধ্যা যাবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : রাম মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর অযোধ্যায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আমন্ত্রণে ওইদিন মূল মন্দিরের মাথায় ধ্বজা ওড়াবেন তিনি। টেম্পল কনস্ট্রাকশন কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর যোগদান পর্ব ঘিরে প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ধ্বজা উত্তোলনের মাধ্যমে বোঝা যাবে মন্দির এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য কাঠামোর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ভক্তরা এখানে আসতে পারবেন।'

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার না ধনকুবের

ভোপাল, ১০ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশের পূর্ত দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার জিপি মেহেরার ভোপালের বাড়িতে হানা দিয়ে চোখ ছানাবড়া হয়েছে লোকায়ুক্ত ও তার বাহিনীর। কী নেই তাঁর বাড়িতে! আলমারি ভর্তি টাকা গোনার জন্য শেষমেশ টাকা গোনার মেশিন আনা হয়। ৩ কোটি টাকা মূল্যের কিলো কিলো সোনা-রূপো ছিল। তবে সবাইকে চমকেছে ওই সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের খামারবাড়িতে রাখা ১৭ টন মধু। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগে মেহেরার বিরুদ্ধে তদন্তে নমে লোকায়ুক্ত। গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অবসর নেন। লোকায়ুক্তের ডিজি যোগেশ দেশমুখ মেহেরার ভোপাল, নর্মদাপুরম সহ চারটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালান। মেহেরার মালিকানায় একটি নির্মীয়মাণ রিসর্ট রয়েছে। সেখানে মালদ্বীপের আকারে বিলাসবহুল আবাস গড়ার কাজ চলছিল। ৭টি কটেজ, ৩২টি নির্মীয়মাণ কটেজের সন্ধান মিলেছে। একাধিক বিলাসবহুল গাড়িও উদ্ধার হয়েছে।

ফের ফিলিপিন্সে ভূমিকম্প, মৃত ৭

ভেঙে পড়া কয়েকটি বাড়ি। ফিলিপিন্সে শুক্রবার।

ম্যানিলা, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার পরপর দুটি জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্সের দক্ষিণাঞ্চল। ভূকম্পনে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৭.৫। দ্বিতীয়টির কম্পনের তীব্রতা ৬.৮। প্রথমটির ঠিক সাত ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় কম্পন অনুভূত হয়। বিশ্বের সর্বাধিক ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ারে অবস্থিত ফিলিপিন্স। ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন (ইএমএসসি) কেন্দ্র জানিয়েছে, এদিনের ভূমিকম্পটি হয়েছে মাটি থেকে ৬২ কিলোমিটার (৩৮. ৫৩ মাইল) গভীরে। কম্পনের জেরে সমুদ্র উপকূল বরাবর ৩০০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সুনামি সতর্কতা জারি হয়েছে। দাভাওয়ের নাগরিক প্রতিরক্ষা কার্যালয়ের তথ্য কর্মকর্তা কার্লো পুয়ের্তো জানিয়েছেন, ৭ জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন।

তদন্তকারী দল

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : হরিয়ানার এডিজিপি পূরণ কুমারের আত্মহত্যার ঘটনায় ৬ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল চণ্ডীগড় পুলিশ। তাকে নেতৃত্ব দেবেন আইজি পুষ্পেন্দ্র কুমার। পূরণ কুমারের স্ত্রী আইএএস আধিকারিক অমনীত পূরণ কুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাতে ডিজি শত্রুজিৎ কাপুর এবং রোহতকের পুলিশ সুপার নরেন্দ্র বিজার্নিয়া সহ ১৩ জন আধিকারিকের নামে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্বাসে বুক বাঁধছেন বিহারের রাজনীতিকরা

ভাগ্য ফেরাবে 'ভোট রসগোল্লা'

গয়াজি, ১০ অক্টোবর : বিহারে ভোটের রণবাদ্য বেজে উঠেছে। শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সব শিবিরেই এখন শেষ মুহূর্তের ভোট ব্যস্ততা তুঙ্গে। আসনরফা, প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা, প্রচারের কৌশল নির্ধারণ, মিটিং-মিছিলের স্লোগান খুঁজে বের করা--দুই দফার ভোটের এক মাস আগে চাপা টেনশনের বাতাবরণ বিহার জুড়ে। এই টানটান উত্তেজনার মধ্যেই মগধভূমের রাজনৈতিক মহলে চর্চায় ভোট রসগোল্লা। গয়াজির পঞ্চানপুর মার্কেটের 'পণ্ডিতজি কা মশহুর রসগুল্লা তথা মিঠাইয়া' দোকানের ওই বিখ্যাত রসগোল্লা বিহারের রাজনৈতিক মহলের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়। বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর বিশ্বাস, ভোট রসগোল্লা খেয়ে প্রচার শুরু করলে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হন। তাই গত ৫০ বছর ধরে ভোট রসগোল্লার সুনাম গয়াজি ছাড়িয়ে বিহারের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছে।

পণ্ডিতজির দোকানের এই মিষ্টির এমনই মাহাত্ম্য যে তার স্বাদ আস্বাদন করেননি এমন রাজনীতিবিদ বিহারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কে নেই সেই তালিকায়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তাঁর পূর্বসূরি রামনাথ কোবিন্দ, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী, জিতনরাম মাঝিরা তো বটেই, ভোট রসগোল্লার স্বাদে মন মজেছিল কর্পূরী ঠাকুর, জগন্নাথ মিশ্র, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীরও। সেই পরম্পরা এখনও চলছে। এক-একটি ভোট রসগোল্লার ওজন ১ থেকে ৫ কেজি পর্যন্ত হয়। দামও রীতিমতো আকাশচুম্বী। এক-একটির দাম ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পড়ে। কিন্তু তাতে কী। রাজনীতিক থেকে আমজনতা- প্রত্যেকেই রসে টইটম্বুর গোলোকধাঁধায় পা দিতে সবসময় রাজি।

১৯৬৯ সালে চার ভাই মিলে দোকানটি শুরু করেছিলেন। কেন তাঁদের রসগোল্লার ওজন বেশি হয় তার নেপথ্যে ছোট একটি গল্পও রয়েছে। দোকানের অন্যতম মালিক সুনীল মিশ্র জানান, পুষ্পঙ্কর পান্ডে নামে এক পুলিশ আধিকারিক প্রায়ই তাঁদের দোকানে আসতেন। নিমেষে ১০ থেকে ১২টি ছোট রসগোল্লা খেয়ে ফেলতেন তিনি। তাঁর এভাবে মিষ্টি খাওয়া দেখে পেল্লায় মাপের রসগোল্লা বানানোর চিন্তা মাথায় আসে তাঁদের। বর্তমানে এই ভোট রসগোল্লার চাহিদা শুধু নির্বাচনের মরশুমেই নয়, সারা বছরই নানাবিধ অনুষ্ঠানে লেগে থাকে। অনিল মিশ্রর কথায়, 'নির্বাচন হল গণতন্ত্রের উৎসব। আর মিষ্টি ছাড়া কোনও উৎসবই সম্পূর্ণ হয় না।' ভোট রসগোল্লা তাই পরম্পরা আর বিশ্বাসের মেলবন্ধন। যার স্বাদ পাঁচ দশক পরও অমলিন। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই তাই দলমত নির্বিশেষে বিহারের রাজনীতিকরা পণ্ডিতজির দোকানের রসগোল্লা নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন।

বাচ্চার টিফিন নিয়ে জেরবার?

ফ্রিজে রাখার আগে ভালোভাবে ঠান্ডা করুন

ফ্যামিলি মানেই হাজারো ঝামেলি। আর সেই ঝামেলার মধ্যে অন্যতম বাচ্চার শিশুদের স্কুলের টিফিন। মায়েদের পাশাপাশি ছোটোদেরও টিফিন নিয়ে থাকে হাজারো বায়নাক্কা। মায়েদের চিন্তা, কী দেবেন বাচ্চার টিফিনে! কোন কোন বিষয় মাথায় রেখে পুঁচকেদের জন্য আগে থেকেই টিফিন তৈরি করে রাখতে পারবেন, সে বিষয়ে বলি। তাহলে কিন্তু মায়েদের আর বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, খাবারের পুষ্টি, নিরাপত্তা এবং সতেজতা যেন বজায় থাকে।

টিফিন যেভাবে দিয়েছিলেন সেভাবেই যদি ফেরত আসে তাহলে বুঝতে হবে, আপনার সন্তান এ ধরনের খাবার খেতে চাইছে না। রোজ রোজ একই টিফিন খেতে কার ভালো লাগে! আবার রোজ নিত্যনতুন টিফিন তৈরি করাও কম হ্যাপা নয়। সমাধান করতে খেয়াল রাখবেন দুটো বিষয়ে–খাবারের পুষ্টিগুণ এবং সহজে খাওয়া যায় এমনকিছু।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠা ভিন্ন ধরনের। কোন বয়সে কী পরিমাণ পুষ্টি শরীরে প্রয়োজন সেটা জেনে নিয়ে মা-বাবা সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের সন্তান কোনটা পছন্দ করে। যে কোনও ধরনের জাঙ্ক ফুড যে বাচ্চাকে নিয়মিত খাওয়ানো যাবে না, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

নুডলস বা পাস্তা জাতীয় খাবারের ক্ষেত্রে সেদ্ধ করে ঠান্ডা করুন। পাস্তার সসটা সকালে সহজেই যেন তৈরি করা যায়! চিকেন, সবজি রান্না করে ফ্রিজে রাখুন। সবজি কেটে বা হালকা স্টিম করে রাখলে, দ্রুত টিফিন বানানো যায়।

কিমা আর ছোলার ডাল সেদ্ধ করে চপ বানিয়ে ডিপে রেখে দিতে পারেন। যা-কিছু বানান না কেন, ফ্রিজে রাখার সময় এয়ারটাইট কনটেনার ব্যবহার করুন। ফ্রিজে রাখার আগে খাবার পুরো ঠান্ডা হতে হবে।

নিজের সুবিধার জন্য লেবেল ও রোটেশন মনে রাখতে প্রতিটি কনটেনারে তারিখ লিখে দিন

নিজের সুবিধার জন্য লেবেল ও রোটেশন মনে রাখতে প্রতিটি কনটেনারে তারিখ লিখে দিন, যাতে কোনটা আগে তৈরি করে বাচ্চাকে দেবেন তা সহজেই বোঝা যায়। সপ্তাহের শুরুতে রোটেশন করে রাখুন, পুরনো খাবার আগে ব্যবহার হবে।

খেয়াল রাখবেন, স্কুলের জন্য সাধারণ তাপমাত্রার খাবার বেশি ভালো। যেমন-স্যান্ডউইচ, রোল, ফ্রিজড ফ্রুট কিউব। ছোট লাঞ্চ বক্সে ভিন্ন ধরনের খাবার মিলিয়ে রাখুন, যাতে আপনার সন্তান চেটেপুটে খেতে আগ্রহী হয়।

শাহরুখের মতো আপনার স্বামীকে বুড়িয়ে যেতে দেবেন না

মে মাসেই পেরিয়েছেন ৫৯। 'বালাই ৬০' কথাটিকেও ফুৎকারে ওড়াবেন নিশ্চিতভাবে। এবং নিজেকে বলবেন 'ইয়াং অ্যান্ড ইয়াং'। ঘরের মানুষটিকেও 'ইয়াং' রাখতে জেনে নিন শাহরুখের খাদ্য-রহস্য।

বলিউড বাদশা। প্রায় ৩৩ বছর পার করে ফেলেছেন বলিউডে অভিনয় জগতে। তিনি শাহরুখ খান। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে খান-খান করে তিনি এখন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা। বড় ছেলে আরিয়ান খান। তাঁর হাতে কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে নিজের পরিচালিত প্রথম সিরিজ। মেয়ে সুহানা খানেরও বলিউডে অভিষেক ঘটেছে। স্ত্রী গৌরী খানও কম যান না। ঘরের পাশাপাশি বাইরেটাও সামলাতে তাঁর জুড়ি নেই। গৌরী জুড়ে আছেন সিনেমা প্রযোজনা ও ইন্টিরিয়র ডিজাইনিংয়ে। বাস্তবে, শাহরুখ একজন সফল ও সুখী মানুষ। তবে সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল, শাহরুখের ফিটনেস। এই বয়সেও নিজের তারুণ্য ধরে রেখেছেন তিনি। কিন্তু এর পিছনে রহস্য কী?

সত্যিই কি মেকআপের কারিকুরি? নাকি চেহারায় বুড়োটে ছাপ কাটাতে খাদ্যেই ভরসা রাখেন শাহরুখ? শাহরুখ নিজেই জানিয়েছেন, খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে শরীর ও মনকে এতটা তরুণ রেখেছেন। তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে মূলত চারটি সাধারণ খাবার—গ্রিলড চিকেন, ব্রোকোলি, স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত বীজ, শস্য ও ডাল) ও সামান্য পরিমাণ ডাল। এমনটা পড়ে নাক সিঁটাকাবেন না। খাদ্যতালিকায় থাকা চারটি খাবারের গুণাগুণ কেমন? বিষয়টি জানিয়েছেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ও অন্ত্র বিশেষজ্ঞ ডা. পাল মণিক্কম। তিনি শাহরুখের খাদ্যতালিকাকে বলেছেন, 'সহজ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত একটি অ্যান্টি-এজিং ডায়েট।'

ডা. পাল ব্রোকোলিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করেন। কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। এসবকে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ার হাউস। ব্রোকোলিতে থাকা পুষ্টি উপাদানের মাধ্যমে আমাদের পরিপাকতন্ত্র উপকারী ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে। ফলে অন্ত্রে প্রদাহ কমে। তাই এই সুপারফুড খেলে ত্বক থাকে উজ্জ্বল ও তরুণ আর শরীর থাকে হালকা ও কর্মক্ষম।

তারুণ্যের বিষয়ে খাদ্যেই ভরসা শাহরুখের। তাই তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে মূলত চারটি সাধারণ খাবার—গ্রিলড চিকেন, ব্রোকোলি, স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত বীজ, শস্য ও ডাল) ও সামান্য ডাল।

ডা. পালের মতে, স্প্রাউটস শরীরের জন্য 'সহজে হজমযোগ্য পুষ্টির প্যাকেজ'। স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্যে আছে ভিটামিন, মিনারেল ও ডাইজেস্টিভ এনজাইম, যা হজমের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান বার্ধক্যের প্রভাব কমিয়ে দেয়, কোষগুলোকে রক্ষা করে এবং সারা দিন শরীরে শক্তি জোগায়।

ডা. পাল জানান, বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি পেশিক্ষয় ঘটায়। গ্রিলড চিকেন সেই ঘাটতি পূরণ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রিলড চিকেনে থাকে প্রায় ৩০ গ্রাম প্রোটিন। এই প্রোটিন পেশি গঠনে সহায়তা করে, ক্লান্তি কমায় এবং শরীরকে সক্রিয় রাখে। এ ছাড়া মুরগির মাংস সহজপাচ্য হওয়ায় এটি বয়সজনিত হজমের সমস্যাও দূর করে।

শাহরুখ খানকে খাদ্যাতালিকায় আরও বেশি পরিমাণ ডাল যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. পাল। কারণ, এটি সার্বিকভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে। ডালে আছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ফাইবার ও খনিজ উপাদান। এসব উপাদান খাদ্যতালিকায় ভারসাম্য বজায় রাখে। যাঁরা প্রাণিজ খাদ্য কমাতে চান, তাঁদের জন্য ডাল সেরা বিকল্প। এটি অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে শরীরকে তরুণ রাখে।

কি, আপনিও কি চান না, আপনি কিংবা আপনার স্বামীর বয়স না বাড়ুক!

একাকিত্বের থেরাপি পোষ্য বিড়াল

মন ভারী তো কাজও ভারী। প্রাণখোলা তো কানখোলা, গানও হয়ে যেতে পারে খোলা গলায়। মনের মধ্যে ঝটপটানিগুলো এক নিমেষে হালকা করে দিতে পারে আপনার শখের পোষ্য। মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে যায়, চিন্তার ভার কমে আসে।

এমন দৃশ্য শুধু গল্পে নয়, বাস্তবেও ঘটে থাকে প্রতিদিন। বিড়ালপোষা মানুষের জীবনে শুধু আবেগের জায়গা দখল করে না, এটি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য এক ধরনের 'লাইভ থেরাপি'।

আধুনিক গবেষণা বলছে, বিড়ালের উপস্থিতি আমাদের জীবনে প্রশান্তি আনে, একাকীত্ব দূর করে। সেইসঙ্গে শরীরের ভেতরে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৯ মিলিয়ন পরিবারে বিড়াল রয়েছে, যা এই প্রাণীর জনপ্রিয়তা ও উপকারিতার প্রমাণ।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বিড়ালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা একদিকে সঙ্গ দেয়, অন্যদিকে নিঃসঙ্গতা ও উদ্বেগ কমায়। বিড়ালের খুনসুটি, আচরণ এবং আচমকা মজার কাণ্ড আমাদের মুখে হাসি ফোটায়।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিড়ালপোষা মানুষ অন্যদের তুলনায় কম একাকীত্ব অনুভব করেন, বিড়ালের স্বভাব-চরিত্র শান্ত বা বন্ধুত্বপূর্ণ হলে মানুষ তাদের প্রতি আরও বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন।

বিড়াল পুষলে শারীরিক ক্ষেত্রেও আপনি এগিয়ে থাকতে পারেন। বিড়ালের সঙ্গে সময় কাটালে কর্টিসল নামে হরমোনের মাত্রা কমে, যা দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের জন্য দায়ী। একই সঙ্গে হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। মাত্র ১০ মিনিট বিড়ালের সঙ্গে খেলা করলেই শরীরের ছন্দ ফিরে আসে এবং মন শান্ত হয়।

আরও একটি গবেষণায় ১২০ দম্পতি মানসিক চাপ মাপার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। বিড়ালপোষা এই দম্পতিরা মানসিক চাপের পরিস্থিতিতেও তুলনামূলকভাবে স্থির ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের হৃৎস্পন্দন ও রক্তচাপ ছিল নিয়ন্ত্রিত। সেইসঙ্গে তাঁরা চ্যালেঞ্জকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বিড়ালের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তাদের 'গরগর' শব্দ। এই শব্দের কম্পন ২৫ থেকে ১৫০ হার্টজের মধ্যে থাকে, যা বিশেষভাবে ২৫ থেকে ৫০ হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সিতে হাড় ও পেশি পুনর্গঠনে সাহায্য করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, এই কম্পন হাড়ের দ্রুত সেরে ওঠায় সাহায্য করতে পারে।

বিড়াল যখন গরগর করে, তখন তারা শুধু নিজেরা আরাম করে না, আমাদের শরীরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বিড়ালপোষা মানুষেরা সাধারণত বেশি কল্পনাপ্রবণ, কৌতূহলী ও সংবেদনশীল হয়ে থাকেন। যদিও তারা অনেক সময় অন্তর্মুখীও হতে পারেন, সেটিও মানসিক ভারসাম্যের অংশ। বিড়াল একটি রুটিন তৈরি করে, যা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক। অনেক মালিক এখন তাদের বিড়ালকে বাইরে নিয়ে যান, যাতে প্রাণীটি নিরাপদে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকতে পারে এবং মালিকও মানসিক প্রশান্তি পান।

তাছাড়া হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে, এমনকি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা রাখে বিড়াল।

সব মিলিয়ে, বিড়ালপোষা শুধু ভালোবাসা বা সঙ্গ নয়, এটি একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত উপকারী অভ্যাস। তাই বিড়ালপ্রেমীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে সুখবর, আপনার পোষা বিড়াল আপনাকে শুধু ভালোবাসে না, আপনাকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে।

আদর থাক বিছানার চাদরে

আমাদের মোট আয়ুর তিনভাগের একভাগ কাটে বিছানায়!

সহ-শিরোনাম পড়ে অবাক হচ্ছেন? সত্যিটা কিন্তু তাই। আমাদের মোট আয়ুর তিন ভাগের এক ভাগ কাটে বিছানায় ঘুমে, ঘুমের চেষ্টায়, বিশ্রাম কিংবা নেহাত শুয়ে-বসে। তাই বিছানার চাদর আরামদায়ক ও পরিষ্কার হওয়া জরুরি।

নিয়মিতভাবে বিছানার চাদর পরিষ্কার না করলে নানাভাবে আমরা অসুস্থও হয়ে পড়তে পারি। ঘুমের সময় আমাদের শরীর থেকে অসংখ্য মৃত কোষ ঝরে পড়ে। ঘাম ও ধুলোবালির সঙ্গে মিশে বিছানার চাদরেই সেগুলো লেগে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের এই মৃত কোষই ধুলোকীটদের প্রধান খাদ্য। তার মানে, যত দেরি করে আপনি বিছানার চাদর ধোবেন, চাদরে মৃত কোষের পরিমাণও তত বাড়বে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে ধুলোকীটদের খাদ্যভাণ্ডার। এসব কীট অ্যালার্জি, হাঁচি, নাক বন্ধ বা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ বাহক।

দীর্ঘদিন ধোয়া না হলে চাদরে বিভিন্ন ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বাধে। এসব জীবাণু শরীরের সংস্পর্শে এলে ঘটতে পারে সংক্রমণ। ঘাম, ধুলো ও জীবাণুতে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকা চাদর ত্বকে লালচে দাগ, চুলকানি বা অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে। ময়লা চাদরে ত্বকের তেল ও ব্যাকটেরিয়া জমে মুখ বা শরীরে ব্রণ ও ফুসকুড়ি হতে পারে।

আর্দ্রতা ও ময়লার কারণে চাদরে ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা দুর্গন্ধ ও ফুসফুসের সমস্যা সৃষ্টি করে। নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত চাদর ঘুমের পরিমাণও কমিয়ে দেয়। আরামদায়ক ঘুম নষ্টের পাশাপাশি সৃষ্টি করতে পারে দীর্ঘমেয়াদি নিদ্রাহীনতা।

তাই সপ্তাহে একবার বিছানার চাদর পরিষ্কার করা উচিত। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা–প্রযুক্তিবিষয়ক স্টার্টআপ কোম্পানির সহপ্রতিষ্ঠাতা ড. পিট হের মতে, সপ্তাহে একবার না হলেও 'অন্তত দু-সপ্তাহে একবার' অবশ্যই বিছানার চাদর ধোয়া উচিত। যুক্তরাজ্যের লেখক, মনোবিদ, স্নায়ুবিজ্ঞানী ও ঘুম-বিশেষজ্ঞ ডা. লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের পরামর্শও মোটামুটি একই রকম। পিট হে এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তা হল, আমাদের দেহ ও ত্বকের ধরন বিষয়ে। অনেকের শরীর অনেক বেশি ঘামে। আবার কারও ত্বক একটু বেশি সংবেদনশীল কিংবা অ্যালার্জিপ্রবণ। যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের বেশি সময় না ধোয়া বিছানার চাদর ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নয়।

বইটই

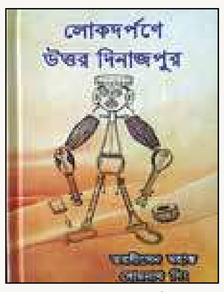

লোকদর্পণে উত্তর দিনাজপুর

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাস সংস্কৃতিচর্চার একটি আকরগ্রন্থ 'লোকদর্পণে উত্তর দিনাজপুর'। যুগ্ম লেখক তরণী সেন মহান্ত এবং সোমনাথ সিং। প্রচ্ছদ ও অলংকরণে রয়েছেন শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়। বর্ণাশ্রম থেকে প্রকাশিত প্রায় দেড়শো পাতার এই বইয়ে রয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক লেখা। খন পালাগান, বাউল ফকির পরম্পরার পাশাপাশি জেলার অন্যতম লোকশিল্প মুখোশ শিল্পকলার নানা আঙ্গিকের কথাও আলোচিত হয়েছে। ভাওয়াইয়া, রং-পাঁচালি, সত্যপিরের পালা, টেরাকোটার ঐতিহ্য, ধোকরা শিল্পের নানা কথা রয়েছে। লোকসংস্কৃতি গবেষকদের অন্যতম দলিল ২১টি অধ্যায়ে সাজানো এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপককুমার রায়। প্রসঙ্গ কথা লিখেছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপক বর্মন।

স্মরণিকায় স্থানীয় ইতিহাস

রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া গ্রাম উদয়পুর। শিক্ষা-সংস্কৃতির উর্বর মাটিতে উদয়পুরে ৭৫ বছর ধরে চলে আসছে বারোয়ারি দুর্গোৎসব। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় স্মরণিকা, যার সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই। মূলত প্রবন্ধনির্ভর এই স্মরণিকার প্রবন্ধগুলো উদয়পুর জনপদের ইতিহাসের আকর। স্মৃতি কথাগুলোতে ধরা পড়েছে সেকাল-একালের কিছু সত্যি ঘটনার বিবরণ। কবিতা এবং ছোট গল্পগুলো পড়তে পড়তে কখনও কখনও গ্রামবাংলার ছবি ভেসে আসে মনের ক্যানভাসে। তাতে সাহিত্যরসের ঝলকানি আছে। আর আছে স্মৃতির উঠোনে একফালি মন ভালো করে দেওয়া বাতাসের আনাগোনা।

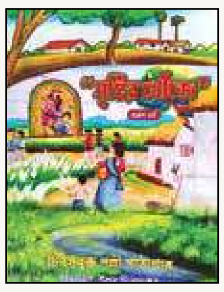

সৃষ্টির খোঁজে

উত্তর দিনাজপুরের টুঙ্গিদিঘির চিরসবুজপল্লি পাঠাগারের মুখপত্র সৃষ্টির খোঁজে দ্বাদশ বর্ষের শারদ সংখ্যায় জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য এমনকি রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য ও বিদেশের বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষের লেখা প্রকাশিত হয়। বহু আঙ্গিকের লেখা সমন্বিত ১৩০ পাতার এই পত্রিকার সম্পাদক অভিমন্যু ঘোষ। বিশেষ উদ্যোক্তা হারাধন দস্তিদার ও গ্রন্থাগারিক শরৎচন্দ্র বর্মন। প্রবন্ধ, কবিতা, ছোট গল্পের সঙ্গে উঠে এসেছে সমসাময়িক সময়ের নানা প্রসঙ্গ, স্থানিক ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী, নৈতিক অবক্ষয় সহ বেশ কিছু সমসাময়িক সময়ের কথা। কবিদের কবিতায় এসেছে প্রতিবাদ, প্রেম, প্রকৃতি। গ্রামীণ এলাকা থেকে এ ধরনের নিয়মিত পত্রিকার প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি নান্দনিক প্রয়াস।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

যন্ত্রণা লুকিয়ে বাঁচতে শেখায় বালুরঘাট

তানিয়া চৌধুরী

'জুলাই মাস আসিলেই আমরা ভয়
পাইতে থাকি
এ মাসেই শ্রীচরণেষু আমাদের একা
রাখিয়া গেছিলেন কোরানের ভরসায়।'

'আব্বা'ই আধার। কবিতার ও জীবনের। তাঁকে ঘিরেই বারবার আবর্তিত হয়েছে সময়। সোহেল ইসলামের 'আব্বাচরিত' নিছকই কবিতার বই নয়। মাথার ছাদ হারানো প্রত্যেকটা সন্তানের আর্ত-চিৎকার, যা ছুঁয়ে দেখা যায় অক্ষরের আদলে। এপার বাংলার মানচিত্রের সীমানা ছাড়িয়ে যে অক্ষর এখন পিতৃহারাদের সহায়।

বালুরঘাটের ভূমিপুত্র সোহেল। প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই। আশৈশব আদ্যন্ত দুরন্ত ছেলেটা কবে, কীভাবে যেন কলমকে ভালোবাসতে শিখে গেল। হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে যায় সে। বাবাকে হারানোর কয়েকদিন আগে থেকেই পরিবর্তন। অজান্তেই। সেইসব বলতে গিয়ে আজও গলা বুজে আসে। চোখ ভারী হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সবটাই বোধহয় পরিকল্পিত। নাহলে কীভাবে আমার জীবনে এমন পরিবর্তন এল! হঠাৎ করেই দায়িত্ব নিতে শিখে গেলাম। তারপরেই একদিন আব্বা চলে গেল।'

আজও সেই যাওয়াটা মেনে নিতে পারেননি। বিশ্বাস ছিল, আব্বা ঠিক ফিরবেন। সেই আশা-হতাশা আবার কখনও দুঃখ থেকে জন্ম নিয়েছে আব্বাচরিতের প্রতিটি কবিতা।

মাধ্যমিকের পর পাকাপাকিভাবে চলে আসেন বালুরঘাটে। খাদিমপুর হাইস্কুলের পর বালুরঘাট কলেজে ভর্তি হন সংস্কৃত অনার্স নিয়ে। পরবর্তীকালে সাহিত্যকে ভালোবেসে বিষয় পরিবর্তন করে গঙ্গারামপুর কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক হন। বর্তমানে তিনি কুশমণ্ডির দোপিঠা প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বালুরঘাট শহরে পায়ে হেঁটে পথ চলতে চলতে এখানকার জনজীবন ভালোবেসে ফেলেছেন। কী শেখাল বালুরঘাট? একটুখানি নীরবতার পর তাঁর জবাব, 'যন্ত্রণা লুকিয়ে পরিপাটি বাঁচা।'

স্ট্রাগল তাঁর ছায়াসঙ্গী। তবে আপাতত সবটা ব্যালেন্স করতে শিখে গিয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেকটা ভরিয়ে দিয়েছে তাঁর স্কুল। সেখান থেকেই পান গদ্য লেখার অনুপ্রেরণা। আজকাল কবিতা আর ধরা দেয় না। ভালোবাসেন বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লেখা গদ্য। সেগুলো আর পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য করেন অনুবাদ। সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তীর সঙ্গে সোহেলের 'ফ্রিডম এবং জার্নি ফ্রম প্যালেস্তাইন টু কাশ্মীর' বইটি ইতিমধ্যেই বহুল সমাদৃত। সামনে বইমেলা। আর কোনও নতুন কাজ? এই প্রশ্নে বোধহয় খানিক স্বস্তি মিলল কবির। রহস্যময় হেসে বললেন, 'হ্যাঁ একটা কাজ আসছে। এখনই সবটা বলা যাবে না।'

তবে যাই হোক, আব্বাচরিতের পর আর কখনও পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি কবিকে। তাঁর বিশ্বাস, আব্বার আশীর্বাদ রয়েছে। পেয়েছেন ছোট-বড় মিলিয়ে প্রচুর পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গ কবিতা অ্যাকাদেমির বিনয় মজুমদার সম্মাননা তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া সাহিত্য অ্যাকাদেমি যুব থেকে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ নমিনেটেড হয়। আব্বাচরিতের মধ্যে আজও আব্বা বেঁচে আছেন, জানেন সোহেল। তাই বুকের ভিতর ফাঁকা রাস্তার নিস্তব্ধতা জমলে একবার পাতা উলটে দেখে নেন। একটু স্বস্তি হয় কি!

দেবেশ স্মৃতি সাহিত্যবাসর

সুকুমার বাড়ই

উত্তরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেবেশকান্তি চক্রবর্তীর স্মৃতিতে রায়গঞ্জের উদয়পুরে আয়োজিত দেবেশ স্মৃতি সাহিত্যবাসরে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার বহু নবীন-প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক। দেবেশকান্তি চক্রবর্তীর স্মৃতিরোমন্থনের পাশাপাশি স্বরচিত কবিতা এবং ছোটগল্প পাঠের আসর বসে। উদয়পুর বারোয়ারি দুর্গোৎসব কমিটির আয়োজনে এই সাহিত্যবাসরে গল্পকার-কথাশিল্পীদের লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের কথা উঠে আসে, উৎসবের আবহে যা অন্যরকম বার্তাবাহী।

খুদে শিল্পীদের পাশে অম্বরীশ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরামে 'অরুণোদয়' সংস্থার আয়োজনে এবং 'ছদ্মবেশী'র পরিচালনায় নাট্য কর্মশালার প্রশিক্ষণ দিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরেই সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত। সুযোগ পেলেই মঞ্চে অভিনয়, গান বা শিল্পচর্চায় মেতে থাকেন। এদিন তিনি খুদে নাট্যশিল্পীদের নাট্য প্রশিক্ষণ দেন, গান গেয়ে উৎসাহিত করেন।

অম্বরীশ জানান, 'খুদে শিল্পীদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটালাম। আমার কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা ওদের সঙ্গে শেয়ার করলাম।' কচিকাঁচাদের মুখে উচ্ছ্বাস ছিল স্পষ্ট। তাদের নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করতে এ ধরনের কর্মশালা যে বড় ভূমিকা রাখবে, তা বলাই বাহুল্য।

মাটির তারা

ফোটোস্টোরি

রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে রায়গঞ্জ ডান্স অ্যাকাডেমির ১৮ বছর পূর্তিতে বিভিন্ন ঘরানার নৃত্যছন্দ। নারী নির্যাতন বিরোধী পরিবেশনা ছাড়াও কলসির ওপর ভরতনাট্যম ও অন্যান্য ঘরানার অনবদ্য নৃত্যে সাবালকত্বের ছোঁয়া। ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ই

জেলা ঝুমুর প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ দিনাজপুর বেদিয়া কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে জেলার চল্লিশটি মাহাতো সম্প্রদায়ের ঝুমুর দলের প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বংশীহারী ব্লকের ভিতর মুষন হরিমন্দির প্রাঙ্গণে। লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ মাহাতো জানিয়েছেন, 'হরিরামপুর ব্লকের জগদলা গ্রামের মনোরঞ্জন মাহাতোর ঝুমুর দল এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, বংশীহারী ব্লকের চেংরাপিছলা গ্রামের বলাই মাহাতোর ঝুমুর দল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানলাভ করে বংশীহারী ব্লকের আমই করখা গ্রামের বিপ্লব মাহাতোর দল। প্রতিটি ঝুমুর নাচের দলকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেদিয়া কল্যাণ সমিতির সম্পাদক কালিচরণ মাহাতো।

তথ্য : সৌরভ রায়, অনুপ মণ্ডল

প্রয়াণ দিবসে নজরুল স্মরণ

উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে দপ্তরের সভাকক্ষে ২৯ অগাস্ট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবসে তাঁর লেখা অসংখ্য গান, কবিতা, উপন্যাসে কবির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান শিল্প-সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালোবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার

জন্ম দেন। গান, একক ও সমবেত আবৃত্তি এবং কথকতার নজরুল স্মরণ সন্ধ্যার সঞ্চালনায় ছিলেন নম্রতা বল।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানান, 'রায়গঞ্জের বিশিষ্ট সংগীত ও বাচিকশিল্পী সমন্বয়ে আয়োজিত হয় নজরুলের প্রয়াণ দিবস। একবিংশ শতাব্দীর বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব আজও অপরিসীম। তারই সুর ভাসল অনুষ্ঠানজুড়ে।'

তথ্য : সুকুমার বাড়ই

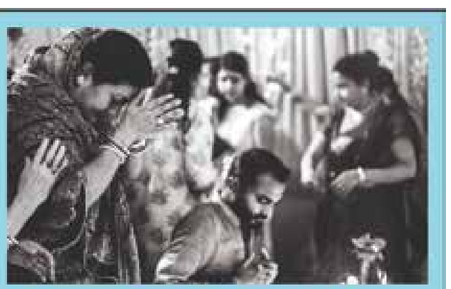

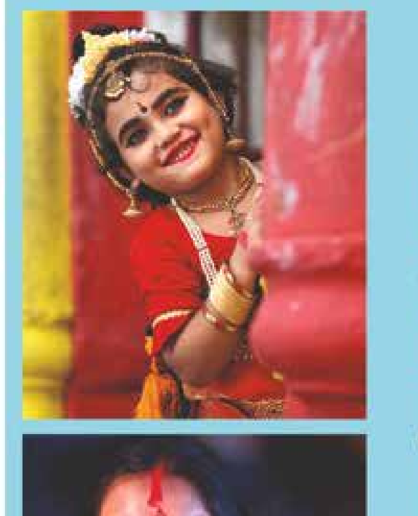

অক্টোবর মাসের বিষয়

পার্বণ

ছবি : সায়নী চন্দ, কৌশিক দাস, নীহাররঞ্জন সরকার, দীপাঞ্জন ঘোষ, দুর্জয় রায়, সুমন দাস

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ অক্টোবর, ২০২৫

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

- ছবি পাঠান — photocontestubs@gmail.com -এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

পৃথিবীর পাঠশালা

ইনসুলিনকে বিদায়

টাইপ-১ ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের জন্য দারুণ খবর! এক যুগান্তকারী থেরাপি ইনসুলিন ইনজেকশন থেকে মুক্তি দিতে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ জন রোগীর মধ্যে ১০ জন এই নতুন থেরাপি নেওয়ার একবছর পর আর ইনসুলিন ইনজেকশন নেননি। এই থেরাপির নাম 'জিমিসলেসেল'। এতে মানব স্টেম সেল ব্যবহার করে ইনসুলিন তৈরি করে বিটা সেল বানানো হয়। একবার রোগীর যকৃতে এগুলো স্থাপন করলে, তা রক্তের শর্করা বুঝে ইনসুলিন তৈরি করতে থাকে। যদিও এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, তবুও এটি লক্ষ লক্ষ রোগীর জন্য আশার আলো। বিজ্ঞানীরা এখন এই পরীক্ষা আরও বড় পরিসরে চালাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এটি সফল হলে, ইনসুলিন নেওয়ার কষ্ট চিরতরে মুছে যাবে।

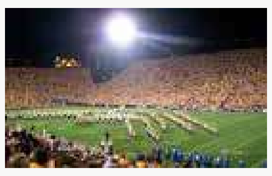

হাত নাড়ার জাদু

আইওয়া কিনিক স্টেডিয়ামে প্রতিটা হোম গেমের শেষে একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখা যায়। প্রথম কোয়ার্টারের পর প্রায় ৭০ হাজার ভক্ত, খেলোয়াড় আর কোচ স্টেডিয়াম থেকে মুখ ফেরান পাশের স্টেড ফ্যামিলি চিলড্রেন'স হাসপাতালের দিকে। তারা সকলে মিলে হাত নেড়ে ছোট্ট রোগীদের উদ্দেশে একটা শক্তিশালী বার্তা দেন। এই ঐতিহ্য ২০১৭ সালে শুরু হয়েছিল, যার নাম 'হকআই ওয়েভ'। অসুস্থ শিশুদের কাছে এই হাত নাড়া হল একটা বার্তা- 'আপনারা একা নন, আমরা আছি'। আর ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে এই বার্তা, খেলার বাইরে সংবেদনশীলতা আর মানবতা অনেক বেশি জরুরি।

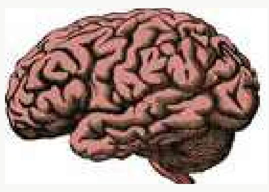

ব্যথার মূল কোথায়

বিজ্ঞানীরা আমাদের মস্তিষ্কের এমন একটা পথ খুঁজে বের করেছেন যা শারীরিক ব্যথাকে মানসিক যন্ত্রণায় বদলে দেয়! এটাই সম্ভবত ফাইব্রোমায়ালজিয়া বা মাইগ্রেনের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ। সল্ক ইনস্টিটিউটের গবেষকরা দেখেছেন, এই পথটা থ্যালামাস থেকে অ্যামিগডালা পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন এই পথটি সক্রিয় হয়, হালকা ব্যথাও অসহনীয় মানসিক কষ্ট হয়ে ওঠে। এই পথটাকে নিষ্ক্রিয় করলে, শারীরিক ব্যথা থাকলেও মানসিক কষ্ট থাকে না। এর জন্য 'সিজিআরপি' নামে একটি অণু দায়ী, যা মাইগ্রেনের চিকিৎসায়ও কাজে লাগে। এই আবিষ্কার দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার নতুন, আসক্তিহীন চিকিৎসার পথ খুলে দিয়েছে। এতে করে যাঁরা শরীর ও মন দুইয়ের যন্ত্রণায় ভোগেন, তাঁরা নতুন করে আশার আলো দেখতে পাবেন।

১ শ্বাসের কৌশল

স্ট্রেস কমানোর সহজ উপায়? বিজ্ঞানীরা একটা জাদু খুঁজে পেয়েছেন : দুটো ছোট শ্বাস নিন, তারপর একটা লম্বা করে নিঃশ্বাস ছাড়ুন। এর নাম 'ফিজিওলজিক্যাল সাইং'। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, এটা মেডিটেশন বা যোগব্যায়ামের চেয়েও দ্রুত কার্যকর। এই পদ্ধতি আমাদের'প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম'কে শান্ত করে, যা শরীরের 'ফাইট অর ফ্লাইট' রেসপন্স কমিয়ে দেয়। এতে শরীরের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য ফিরে আসে, হার্ট রেট কমে যায় আর মস্তিষ্ক নিরাপদ বোধ করে। পরীক্ষার আগে, মিটিংয়ে বা উদ্বেগের মুহূর্তে এটা ব্যবহার করতে পারেন। লাখ লাখ মানুষ যখন মানসিক চাপে ভোগেন, তখন এমন এক প্রাকৃতিক আর সহজ উপায় সত্যিই এক দারুণ আবিষ্কার।

ট্রমা কাটছে না

প্রথম পাতার পর

রোশন ওরাওঁ নামে ষষ্ঠ শ্রেণির আরেক পড়ুয়ার সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার সময় গলা কাঁপছিল। সে বলে, 'মায়ের সঙ্গে দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। এরপর এককোমর জল ভেঙে কোনওরকমে সামনে এগোচ্ছিলাম। তীব্র স্রোতে একসময় দেখি মা আর পাশে নেই। এরপর সামনে একটা গাছ দেখে তার মগডালে উঠে পড়ি। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত গাছেই ছিলাম। জল কমলে নীচে নামলাম। ভাগ্য ভালো মায়ের কিছু হয়নি। গাছে অতক্ষণ ঝুলে থাকার সময় খুব খিদে পাচ্ছিল।'

নিলু মাঝি নামে ১৭ বছরের এক নাবালিকা বলছে, 'এত জল এর আগে কখনও দেখিনি। চোখের সামনে বাড়ির আশপাশের অনেককে ভেসে যেতে দেখে খুব খারাপ লাগছিল। আমরাও ভেসে যাই। তবে ভাগ্য ভালো কিছু হয়নি।'

বামনডাঙ্গা টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকের নিবৃতি নায়েক নামে এক খুদে সেদিনের প্লাবনে ভেসে গিয়েছে। ওই ক্লাসেই পড়ে তার খুড়তুতো বোন সেলিনা। সেও এখন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। স্কুলের শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, 'একরত্তি সেলিনা দিনদুয়েক আগে আমাকে দেখেই বলে ওঠে, জানেন স্যর, আমার দিদিকে না আর কোনওদিন দেখতে পাব না। ওর কথা শুনে আমার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ে। আমি নিজেও এখন ট্রমার মধ্যে।'

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে

প্রথম পাতার পর

আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে। সাধারণ মানুষের হাতে যাচ্ছে। তাই পুলিশের কাছে আবেদন, অবিলম্বে জেলায় মজুত অস্ত্র উদ্ধার করা হোক।'

তৃণমূল ভাটপাড়া অঞ্চল সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'গত রাতে এই ঘটনার কথা শুনেছি। কিন্তু আমার বিস্তারিত জানা নেই। তবে বিজেপি অমূলক অভিযোগ করছে। আমরা এমন রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। পুলিশ তদন্ত করুক।'

ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও চারটি গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

সংশয় উড়িয়ে ভিড় জমাল জলপাইগুড়ি

সাহিত্য উৎসবে চিত্রশিল্পও

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : 'সব কবিই বাজে কবিতা লেখে। দুর্বল কবিরা সেগুলো প্রকাশ করে, ভালো কবিরা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে।' - সাহিত্য ও জীবন নিয়ে ইতালীয় সাহিত্যিক উমবের্তো একো এই মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উঠতেই পারে। কিন্তু সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবদান তো আর অস্বীকার করা যায় না।

সেই সাহিত্যকেই সযত্নে সমাজের সকলের মধ্যে সরলভাবে পৌঁছে দিতে জলপাইগুড়ি তিস্তাগুড়ি পত্রিকার উদ্যোগে তিস্তা সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি অরবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শুক্রবার সেই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। উৎসব প্রাঙ্গণের তিনটি মঞ্চজুড়ে সাহিত্য, আবৃত্তি নিয়ে নানা অনুষ্ঠান চলল।

আরও ছিল।স্কুলের এক বারান্দাজুড়ে উত্তরের চিত্রশিল্পীদের তৈরি নানা কৃষ্টি সবার মন ভরাল। মূল মঞ্চ অর্থাৎ দেবেশ রায় মঞ্চে মনীষিতা নন্দীর উদ্বোধনী স্তোত্র পাঠ এই সংস্কৃতিচর্চার সূচনায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করল। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা, গল্পকার অশোক গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট কবি ও যুগশঙ্খ পত্রিকার দীর্ঘদিনের সম্পাদক বিকাশ সরকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'প্রকৃতি এখন শুধুই সাহিত্যের ফুটনোট' - এই বিষয় নিয়ে বিতর্কসভারও আয়োজন করা হয়।

জয়শীলা গুহবাগচীর কথা সমন্বয়ে অধ্যাপক রাজদীপ্ত রায়, অভ্রদীপ ঘটক, গৌতম গুহরায়, ক্ষৌণীশ গুহ, বিপুল সরকার, সুবীর সরকার, সুকল্যাণ ভট্টাচার্য ও রাজা রাউতরা সেখানে নিজেদের মত তুলে ধরেন। বক্তারা যেভাবে তাঁদের বক্তব্য সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন তা অনায়াসে সবার মন ভরায়।

বাকি দুটি মঞ্চে কবিদের কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তপেশ দাশগুপ্ত, রানা সরকার, গৌতমেন্দু নন্দী, সুবীর সরকার, টিপলু বসু প্রমুখ মঞ্চের শোভা বাড়ান। অনুষ্ঠানে গান ও নৃত্যানুষ্ঠান ছিল সমান আকর্ষণীয়।

উৎসবে কতটা সাড়া পাওয়া যাবে তা নিয়ে উদ্যোক্তারা প্রথমদিকে কিছুটা সংশয়ে ছিলেন। কিন্তু এদিন সন্ধ্যার পর থেকে ছোট থেকে বয়স্ক যেভাবে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সাড়া দিলেন, তাতে উদ্যোক্তাদের উৎকণ্ঠা অনেকটাই মিটেছে। উৎসবের আরও দু'দিন বাকি। সেই দিনগুলিতেও এভাবেই সবাই উৎসবে সাড়া দেবেন বলে উদ্যোক্তারা সমান আশাবাদী।

তিস্তা সাহিত্য উৎসবে কবি ও সাহিত্যিকরা। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে। ছবি ঃ মানসী দেব সরকার

রক্তদান শিবির

কুমারগঞ্জ, ১০ অক্টোবর : 'রক্তদান জীবনদান'-এই বার্তা দিয়ে কুমারগঞ্জ পার্টি অফিসে অনুষ্ঠিত হল বিজেপির উদ্যোগে রক্তদান শিবির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় আয়োজিত এই শিবিরে এক মহিলা সহ মোট ৩২ জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক রজত ঘোষ, জেলা নেত্রী দেবশ্রী সরকার সহ অন্য নেতারা।

আক্রান্ত চালক

মালদা, ১০ অক্টোবর : টোটোর চাবি কেড়ে নিয়ে টাকা চাওয়া হয়েছিল চালকের কাছে। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছেন বলে অভিযোগ। ওই টোটোচালক যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর টোটোর চাবি কেড়ে নিয়ে ১ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে না চাইলে তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ।

হিন্দি না বলায় হেনস্তা গাজোলে

গাজোল, ১০ অক্টোবর : হিন্দি ভাষায় কথা বলতে না পারার জন্য গাজোল রেলস্টেশনে তিনজন পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্তা করছিলেন এক আরপিএফ জওয়ান। বিষয়টির প্রতিবাদ করেন বাংলা পক্ষ সংগঠনের দুজন কর্মী। অভিযোগ, তাঁদেরও হেনস্তা করে আটকে রাখা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে গাজোল স্টেশনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং স্মারকলিপি কর্মসূচি পালন করল বাংলা পক্ষ মালদা সাংগঠনিক জেলা। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শাহিন বাদশার বক্তব্য, '৮ অক্টোবর সন্ধেবেলা কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্তা করছিলেন গাজোলে কর্তব্যরত এক আরপিএফ জওয়ান। ঘটনার প্রতিবাদ করেন আমাদের সংগঠনের দুই সদস্য বাপন সরকার এবং উত্তম মণ্ডল। এরপর ওই আরপিএফ জাওয়ান আমাদের দুই কর্মীকে হেনস্তা করেন। তাঁদের আটকে রাখা হয়। বাংলায় থেকে এভাবে বাঙালিদের হেনস্তা করার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা।' ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ না করা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

স্টেশন মাস্টার ইমরান কবীর বলেন, 'বাংলা পক্ষ সংগঠনের নেতৃত্ব আমার কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করেছে। আমি দাবিপত্রটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

দেহ উদ্ধার

ফরাক্কা, ১০ অক্টোবর : ফরাক্কার ব্যারেজ ডর্মিটরির সামনের রাস্তায় দোকান করে মোমো বিক্রি করতেন পিন্টু সরকার (৩২) নামে এক ব্যক্তি। শুক্রবার দুপুরে ব্যারেজ কলোনির ৭ নম্বর রাস্তার আবাসনের ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান প্রতিবেশী ও বন্ধুরা। এরপর ফরাক্কা থানায় পুলিশ খবর পেয়ে এসে ঘরের দরজা ভেঙে পিন্টুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পিন্টুর বাবা রামকুমার সরকার ঘরে মোমোর সরঞ্জাম তৈরি করতেন। আর পিন্টু দোকানে তা বিক্রি করতেন। বৃহস্পতিবার রাতেও পিন্টু মোমো বিক্রি করে ঘরে এসেছিলেন। কিন্তু সকাল থেকে তাঁকে কেউ দেখেননি।

আশপাশের লোকজন জানান, রাতে তিনি একাই ঘরে থাকতেন। বেলা করেই ঘুম থেকে উঠতেন পিন্টু। কিন্তু এদিন বেলা হয়ে গেলেও তাঁকে কেউ দেখতে পাননি। এরপর তাঁর বন্ধুরা খোঁজ করতে এসে ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।

এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস বলেন, 'ছেলেটি মোমোর ব্যবসা করত। তার দোকানও খুব ভালো চলত। কিন্তু কীভাবে এমন ঘটনা হল বুঝতে পারছি না।'

এমন ঘটনায় তাঁর দোকানের খদ্দের সহ অনেকেই ওই আবাসনের সামনে ভিড় জমান। তাঁর মা সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। বারবার সংজ্ঞা হরিয়ে ফেলছেন তিনি।

বধূর রহস্যমৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১০ অক্টোবর ঃ অজানা কোনও প্রাণীর কামড়ে মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতা দুবালা দেবশর্মা বিশ্বাস (৩৯) গঙ্গারামপুর থানার দক্ষিণ জয়পুর এলাকার বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎহীন ছিল এলাকা। সেই সময় অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই তাঁর বাঁ পায়ের আঙুলে কোনওকিছু কামড় দেয়। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানেই মৃত্যু হয় বধূর। সাপের ছোবলে গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

কালী পুজোর আগে ধুনুচি তৈরির ব্যস্ততা। শুক্রবার গাজোলে। ছবি ঃ পঙ্কোজ ঘোষ

সবজির বাজারে আগুন

প্রথম পাতার পর

এক কেজি ফুলকপি ৮০-৯০ টাকার নীচে মিলছে না। ঝিঙের দাম পৌঁছে গিয়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকায়। ক'দিন আগে যে মোচা ১০ টাকায় মিলত, এখন তা কিনতে হচ্ছে ২৫ টাকায়। শুক্রবার বাজারে নজর রাখতে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ ক্রেতাই প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনছেন। বিশ্বাসপাড়ার নিয়মিত ক্রেতা অসীম সরকার বললেন, 'এতদিন আলু-পটলের সঙ্গে অনেক সবজি বাড়িতে নিয়ে যেতাম। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিতে এখন ভাবতে হচ্ছে এগুলো নেব, নাকি বাদ দেব।' বিক্রেতাদের যুক্তি, পাইকারি বাজারে দাম বেড়েছে। তাই তাঁদেরও বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। বন্যার জন্য পাইকারি বাজারে জোগান কমে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি। বিক্রেতা নিতাই বিশ্বাস বলেন, 'কিছুদিন আগেও বেগুন ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছি। কিন্তু এখন ওই দামে কিনতে হচ্ছে পাইকারি বাজার থেকে।' পাওয়ার হাউসের শিক্ষক তরুণ দাস বলেন, 'দাম অত্যধিক বেশি হওয়ার কথা বললে বিক্রেতারা উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা বলছেন। কিন্তু দার্জিলিং থেকে তো সবজিগুলি এই জেলায় আসে না।' বাজারের এমন আগুন কবে নিভবে, সেদিকেই নজর সাধারণ ক্রেতাদের। প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিও তুলছেন তাঁরা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলছেন, 'বিষয়টি প্রশাসনিক দিক থেকে খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে সবজি বাজারে টাস্ক ফোর্স নামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে।' প্রশাসনিক এই পদক্ষেপের দিকেই এখন তাকিয়ে সাধারণ ক্রেতারা।

পুলিশে অভিযোগ, মাথায় হাত গ্রাহকদের

কয়েক লক্ষ হাতিয়ে ফেরার ব্যাংককর্মী

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ১০ অক্টোবর ঃ লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠতেই উধাও ফরাক্কার এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অস্থায়ী কর্মী প্রবীণ দত্ত। ব্যাংকের তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। মোট কত টাকা তছরুপ হয়েছে, তা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছে পুলিশ। যদিও ব্যাংক ম্যানেজার অরিন্দম মিত্র জানান, কত টাকা তছরুপ হয়েছে, তা এখনই বলা মুশকিল। বিষয়টি ব্যাংকের অডিট অ্যান্ড ভিজিলেন্স সেলের ইন্টারনাল অডিটররা এসে দেখবেন। রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে।'

ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, 'গত সেপ্টেম্বর মাসে আমার কাছে প্রথম অভিযোগ করেন বিশ্বজিৎ হাওলাদার নামে এক গ্রাহক। তাঁর টাকা জমা পড়েনি । গত মঙ্গলবার আরও কয়েকজন গ্রাহক অভিযোগ জানান যে, তাঁদের সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন প্রবীণ।' স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় ব্যাংক তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিত। প্রবীণ সেই সুযোগটিই নিয়েছেন।

কীভাবে প্রতারণা করতেন তিনি? রোজকার লেনদেনে তাঁর সাহায্য নিতেন ব্যাংকের অন্য কর্মীরা। ডিপোজিট স্লিপ, উইথড্রয়াল স্লিপ লেখা, অন্য কারও আইডি থেকে লগ-ইন করে ব্যাংকের পাসবই প্রিন্ট করে আপডেট করার কাজ করানো হত তাঁকে দিয়ে। প্রায় ১৩ বছর একই ব্রাঞ্চে কাজ করার সুবাদে প্রায় সব গ্রাহকের নাড়িনক্ষত্র জানা ছিল প্রবীণের।

বিশ্বাস অর্জন করে বহু গ্রাহকের সুনজরে পড়তে তাঁর সময় লাগেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই তাঁকে নির্ভর করে টাকাপয়সা তাঁর কাছে রেখে যেতেন পরে সুযোগ মতো জমা করে দেওয়ার জন্য। প্রবীণ পরে গ্রাহকদের টাকা জমা দেওয়ার নথি দেখালেও আদতে তা ছিল ভুয়ো কাউন্টারপার্ট। সেই টাকা ব্যাংকে আদৌ জমা পড়েনি বলে অভিযোগ।

কিছুটা অনুমান করে প্রথম গত কয়েকদিন ধরে গ্রাহকরা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ, কারও পাঁচ, কারও দুই, কারও নয় লাখ টাকা জমা করে দেবেন বলে নিয়েছিলেন ওই কর্মী। গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমা পড়েনি। ব্যাংকের ফরাক্কা শাখার ম্যানেজার অরিন্দম মিত্র স্বীকার করেন, 'যেহেতু ব্যাংকে কর্মীর খুব অভাব, তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে কম্পিউটারে বসিয়ে পাসবুক প্রিন্ট সহ ছোটখাটো কাজ করানো হত অনেকদিন থেকে।'

প্রবীণ চতুর্থ শ্রেণির অস্থায়ী কর্মী এবং তাঁর স্ত্রী একই ব্যাংকের অন্য শাখার কর্মী। তিনি ২০১২ থেকে কর্মরত। ব্যাংকের এক গ্রাহক বিশ্বজিৎ হাওলাদার বলেন, 'আমি অসুস্থ হওয়ায় বিশ্বাস করে কয়েক দফায় ১০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার জন্য ওঁর হাতে দিই। পরে দেখি কোনও টাকাই ব্যাংকে জমা পড়েনি। প্রশ্ন করায় তিন মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। খুব পরিচিত হওয়ার সুবাদে এতদিন কোথাও অভিযোগ করিনি।'

ফরাক্কার পলাশী গ্রামে বাড়ি থাকলেও প্রবীণ ফরাক্কা ব্যারেজের আবাসনে থাকতেন পরিবার নিয়ে। তাঁর খোঁজে পুলিশ এখন তল্লাশি চালাচ্ছে।

কী অভিযোগ

- লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ
- কত টাকা তছরুপ হয়েছে, তা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছে পুলিশ
- স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় ব্যাংক ওই কর্মীকে দিয়ে অনেক কাজ করে নিত
- কারও পাঁচ, কারও দুই, কারও নয় লাখ টাকা জমা করে দেবেন বলে প্রতারণা করা হয়েছে

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু চার পরিযায়ীর

বহরমপুর, ১০ অক্টোবর : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু। বেঙ্গালুরুতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু হল মোট চারজন পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতদের নাম জাহেদ আলি (৩২), মিনারুল শেখ (৩৫), তাজিবুল শেখ (৩২) ও জিয়াবুর শেখ (৩৪)। গ্রামজুড়ে এই খবরে শুক্রবার মনমরা ছিল মুর্শিদাবাদের খিদিরপুর সহ নাগরাজোল এলাকা। মৃতদের মধ্যে জাহেদের বাড়ি খিদিরপুর এলাকায়। বাকিরা বহরমপুরের নাগরাজোলের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁরা সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শুক্রবার চারজনই মারা গিয়েছেন। জখম আরও তিনজনের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের নাম হাসান মণ্ডল, নুরজামাল শেখ ও শাফিজুল শেখ।

মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনকয়েক আগেই বেঙ্গালুরুর বীরদি কারামানি এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে গ্যাস লিক করে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হন মুর্শিদাবাদের সাত পরিযায়ী শ্রমিক। আহতদের উদ্ধার করে বেঙ্গালুরুর ভিক্টোরিয়া সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই এদিন চারজন মারা গিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাঁদের শরীরের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে।

এদিকে তরতাজা ছেলেকে হারিয়ে শোকে পাথর জাহেদের মা বললেন, 'পরিবারের সকলের মুখ চেয়ে রোজগার করতেই ছেলে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিল। চিরতরে চলে গেল।' একসঙ্গে চারজন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ জানান, সকলের দেহ যাতে দ্রুত তাঁদের পরিবারের কাছে আনা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে মৃত মিনারুলের আত্মীয় কাজল শেখ দাবি করেন, এলাকায় উপযুক্ত কাজ থাকলে এভাবে কাউকে ভিনরাজ্যে গিয়ে মরতে হত না।

কেএলও'র নামে জয়ধ্বনি

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ির খড়িবাড়ি, মাটিগাড়া ইত্যাদি জায়গায় ডেপুটেশনের আগে মিছিলে ছিল জীবন সিংহের ছবি, কেএলও লেখা প্ল্যাকার্ড। মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠছিল, 'কেএলও লং লিভ, জীবন সিংহ জিন্দাবাদ।' দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুরেও বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি অনন্ত বর্মন মালবাজারে স্পষ্ট করে দেন, তাঁদের মধ্যে কেএলও রয়েছে। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন কেন, জিজ্ঞাসা করায় অনন্ত জানান, জীবন সিংহ সহ অন্যান্য কেএলও নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় আছেন। তিনি বলেন, 'ভারত সরকারকে বলে কেএলও-কে নিষিদ্ধ করিয়েছে রাজ্য সরকার। তাহলে রাজ্য সরকারই ভারত সরকারকে বলুক, জীবন সিংহদের তাদের হাতে তুলে দিতে।'

মালবাজার ছাড়াও জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ও ময়নাগুড়ি ব্লকে ওই কর্মসূচি ছিল। একমাত্র ময়নাগুড়িতে কেএলও'র প্রসঙ্গ শোনা যায়নি। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ বাড়াতে শুক্রবার একইসঙ্গে অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, কেএলও প্রধান জীবন সিংহকে শান্তি চুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মায়ানমার থেকে ভারতে নিয়ে এসে কেন্দ্র কিছুই করেনি।

কাউন্সিলের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সোমারু অধিকারী বলেন, 'জীবন সিংহকে ডেকে আনার পর প্রায় ৩ বছর পার হতে চলল, অথচ শান্তি চুক্তি নিয়ে আমরা অন্ধকারে আছি। এটা রাজবংশী সমাজের পক্ষে চরম অপমানের।' মাটিগাড়া বিডিও অফিসে দাঁড়িয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমল রায় হুঁশিয়ারি দেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তি না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হব।'

স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি পঞ্জিত সিংহ বলেন, 'পাঁচ দফা দাবির পাশাপাশি কেএলও সদস্যদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে।' সংগঠনের মাদারিহাট ব্লক সভাপতি সুরেশ রায়ের ভাষায়, 'প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী শান্তি বৈঠক অবিলম্বে না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে, যার দায় রাজবংশী জনগণ নেবেন না।'

ইতিমধ্যে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি ও ইন্ডিয়ান ইনক্লুসিভ পার্টির নির্বাচনি জোট হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনক্লুসিভ পার্টি মূলত তাঁতি, বুনকর এবং পান সমাজের সংগঠন। চলতি সপ্তাহে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি বুধারু রায়, অফিস সচিব অভিজিৎ রায় প্রমুখ বিহারে গিয়ে ইন্ডিয়ান ইনক্লুসিভ পার্টির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ঠিক হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কামতাপুরি মনোনীত প্রার্থীদের ইনক্লুসিভ পার্টির সমর্থকরা ভোট দেবেন। আবার বিহারের নির্বাচনে সেখানকার কামতাপুরিরা ইনক্লুসিভ পার্টির প্রার্থীদের ভোট দেবেন।

ধ্বংসলীলার ক্ষতের সঙ্গে হিংসার ঘা

প্রথম পাতার পর

নাহলে কী আর গাঠিয়ার মতো তত পরিচিতিহীন নদী এমন সর্বনাশ করে দিয়ে যেতে পারে! গাঠিয়ার দু'ধার শুধু ধ্বংসের ক্ষত নিয়ে পড়ে আছে এখন। মানুষ, জঙ্গল, বন্যপ্রাণের জীবন যেন স্তব্ধ। সংকটে মানুষের জীবিকা। অথচ নদীগুলির সঙ্গে শুধু জীবন-জীবিকা নয়, আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকে সংস্কৃতি।

গত সপ্তাহে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার প্রবল বর্ষণে নদী ও প্রকৃতির পাহাড়প্রমাণ সর্বনাশের বিবরণ গত কয়েকদিনে লক্ষ লক্ষ অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। একই কথা বারবার না বলাই ভালো। তাতে কচলে কচলে লেবু তেতো হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। কিন্তু একটা কথা না বললেই নয়। উত্তরের প্রকৃতি, সংস্কৃতির শিক্ষা ভুলিয়ে এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ভোটের সমীকরণে হিংসার জয়গান গাইতে শেখাচ্ছে।

বিজেপির দুজন জনপ্রতিনিধিকে (একজন সাংসদ, একজন বিধায়ক) খুনের চেষ্টায় সেই বার্তা স্পষ্ট। দুর্গত এলাকায় গিয়ে তাঁরা ভুল বা অন্যায় করেননি। কিন্তু ভোটের ক্ষীর কুড়োনোর অঙ্কে দলীয় সমর্থকদের উসকে মারমুখী করে তৃণমূল নেতারা জনরোষ বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করলেন। মাত্র দুজন বিজেপি নেতাকে বলির পাঁঠা বানিয়ে সমঝে দেওয়া হল, সাবধান, আর এগোলে বিপদ আরও ভয়ংকর! তিস্তা-তোর্ষার চেয়েও ভয়ংকরী হয়ে উঠতে পারে প্রতিহিংসার রূপ।

মুদ্রার অপর পিঠে আবার প্রতিশোধের বার্তা। হিংসায় টেক্কা দিতে কেউ কম যায় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পালটা মারের নির্দেশের চেয়ে হিংসায় প্ররোচনা আর কিছু হয় কী! দুর্ভাগ্যজনক বললেও কম বলা হয়! বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর চোখের নীচের হাড় ভেঙেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বটে, কিন্তু খগেনের চোটকে আমল দিলেন না। সৌজন্যের বদলে সাক্ষাৎ হয়ে উঠল তাচ্ছিল্যের প্রতীক।

এখন পাহাড় কিংবা সমতলে ত্রাণের হিড়িক চলছে। প্রশাসন, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কলকাতা থেকে এসএফআইয়ের টিম, জুনিয়ার ডাক্তারদের অভয়া মঞ্চ, আরও নানা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন- যে যেখানে পাড়ছে ত্রাণ ও চিকিৎসা সাহায্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঘরবাড়ি, আবাদ, জীবিকার উপকরণ ভেসে যাওয়া মানুষগুলির কাছে এই ত্রাণ নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু জীবনকে মূলস্রোতে ফেরাতে যে পুনর্গঠন, পুনর্বাসন দরকার, তা আদৌ হবে কি?

হিমালয় লাগোয়া উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যয়ের মধ্যে মালদায় মহানন্দা, ফুলহর, গঙ্গার যৌথ ধ্বংসলীলা কার্যত আড়ালে থেকে গেল। গঙ্গা, ফুলহর, মহানন্দার পাড়ে ভূতনি, বৈষ্ণবনগর, রতুয়া প্রায় সারাবছর শঙ্কিত জীবনযাপন করে। ভাঙন, বন্যা লেগেই থাকে। সেই সর্বনাশের দিকে প্রচারের আলো কমই পড়ে। অনেক বেশি প্রচারিত হয় মালদার আনাচকানাচে নানা রাজনৈতিক খুন, দুষ্কৃতী তাণ্ডব। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এলেন। মালদার খোঁজও নিলেন না।

সুকান্ত মজুমদার অনেকটা পথ ডিঙিয়ে বালুরঘাট থেকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এলেন। ঘরের কাছে মালদার দুর্ভোগ দেখতে একদিন গেলেন না। শুভেন্দু অধিকারী বা রাজ্যপাল কারও মনে হয় না ভূতনিতে মানুষের লাগাতার চরম ভোগান্তি দেখতে যাওয়া দরকার। শাসক-বিরোধী, সকলেই দুর্যোগকেন্দ্রিক পর্যটনে গা ভাসালেন। প্রকৃতি-নদীর সহাবস্থানের এতদিনের পাঠকে ভুলিয়ে দিলেন। হিংসার বিপর্যয় ডেকে আনলেন উত্তরবঙ্গে। তিস্তা-তোর্ষা, ফুলহরের ক্ষত নিরাময় হবে, প্রতিশোধপরায়ণতার দগদগে ঘা থেকেই যাবে।

ছোট্ট তারা

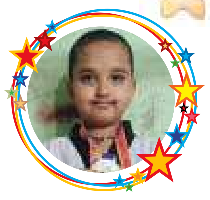

বালুরঘাটের স্বস্তিকা সাহা ১১তম জেলা তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে কিউরোগি বিভাগে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২৭ কেজি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্যপদক পেয়েছে।

কৃষ্ণকালীর সঙ্গে পুরোনো বিশ্বাস

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ অক্টোবর : মালদা জেলার আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন কালীপুজো। যে পুজো ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস। এমনই এক পুজো হয় শহরের কৃষ্ণকালীতলায়। দেবী এখানে কৃষ্ণকালী।

এই পুজোর সঙ্গে মালদা শহরের মকদুমপুরের বক্সীবাড়ির একটা সম্পর্ক রয়েছে। ওই পরিবারের সদস্য কৃষ্ণ বক্সী ঘটনার বিবরণে ফিরে যান অতীতের স্মৃতিরোমন্থনে। কথায় কথায় তিনি জানালেন, দেশ তখন পরাধীন। ব্রিটিশ শাসন চলছে। সালটা সম্ভবত ১৯৩৭ কিংবা ১৯৩৮। মালদা তখনও অখণ্ড বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে। মালদা শহরের কালীতলা নিবাসী বাসের ব্যবসায়ী নলিনী কুণ্ডু নিজেই বাস চালিয়ে ফিরছিলেন শিবগঞ্জ থেকে মালদা শহরের দিকে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু বটেশ্বর বক্সী। হঠাৎই বর্তমান কৃষ্ণকালীতলা এলাকায় বাসটি খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে তখন ঘন জঙ্গল। রাত হয়ে আসছে, যে কোনও মুহূর্তে নেমে আসতে পারে বিপদ। নলিনীবাবু বাসের মালিক হলেও নিজে যেমন চালাতে পারতেন তেমনি যন্ত্রাংশ সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

কৃষ্ণকালীতলা এলাকার কৃষ্ণকালী মন্দির।

বহু চেষ্টা করেও তিনি সেই বাস চালু করতে পারেননি। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে নলিনীবাবু এবং বটেশ্বরবাবু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেন। হঠাৎ তাঁরা ওই এলাকার একটি বট গাছের তলায় দেখতে পান পড়ে রয়েছে ফুল, বেলপাতা। একটি ঢিপির ওপর লাগানো রয়েছে সিঁদুর। ওই বট গাছ সংলগ্ন এলাকায় ছিল একটি পুকুর। দুই বন্ধু মিলে পুকুরে স্নান করে বট গাছের তলায় মা কালীর আরাধনায় বসেন। সেই সময় তাঁদের কানে আসে বাসের শব্দ। দুই বন্ধু ছুটে গিয়ে দেখেন বিকল বাসটি নিজে নিজেই চালু হয়ে গিয়েছে। কোনওরকমে ফিরে আসেন তাঁরা।

এরপর দুই বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নেন সেখানে গড়ে তুলবেন একটি কালী মন্দির। হবে নিত্যপুজো। কিন্তু মায়ের মূর্তি কীরকম হবে, তা নিয়ে ধন্দে পড়ে যান দুই বন্ধু। ইতিহাস গবেষক অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম তাঁর রচিত 'মালদহ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকউৎসব' বইয়ে লিখেছেন, প্রথম বছর সময়ের অভাবে মূর্তি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। পরের বছর কৃষ্ণরূপী কালী প্রতিমা তৈরি করেন মৃৎশিল্পী বিশ্বনাথ পণ্ডিত।

বটেশ্বর বক্সীর ছেলে কৃষ্ণ বক্সী বললেন, 'আমার বাবা গড়গড় করে কৃষ্ণের শতনাম বলতে পারতেন। সেই নাম উচ্চারণ করতে করতেই মাথায় আসে এখানে স্থাপন হোক কৃষ্ণকালীর মূর্তি। এরপরেই এখানে গড়ে ওঠে একটি মন্দির।' নলিনী কুণ্ডু, বটেশ্বর বক্সীর উদ্যোগে মন্দির গড়ে উঠলেও সহযোগিতা করেন তাঁদেরই বন্ধু মিহির গুপ্ত, আনন্দ সরকার, বিশ্বনাথ সরকাররা।

কৃষ্ণকালীতলা কল্যাণ কমিটির তরফে মানস সরকার বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন প্রতিবছর পুজোর সময় নলিনী কুণ্ডুর আর্থিক সহায়তায় পুজো হত আর বন্ধুরা যে যার সাধ্যমতো পুজোর ঘি, ঢাকের খরচ দিতেন। নলিনী কুণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কিছুদিন এই পুজো চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই পুজো হস্তান্তর করা হয়েছে এলাকার কৃষ্ণকালীতলা কল্যাণ সমিতি ক্লাবের হাতে।'

বর্তমান ক্লাব সম্পাদক দিলীপ মণ্ডল বলেন, 'প্রথম কৃষ্ণরূপী কালী প্রতিমা তৈরি করেছিলেন মৃৎশিল্পী বিশ্বনাথ পণ্ডিত। পরবর্তী সময় থেকে এখনও পর্যন্ত বংশপরম্পরায় মূর্তি তৈরি করছেন ভূপাল পালের বংশধররা।'

শাশুড়ির বাড়িতে আগুন জামাইয়ের

শুভ্রজ্যোতি রাহা

ডালখোলা ১০ অক্টোবর : শাশুড়ির অনুপস্থিতিতে ঘরে আগুন ধরিয়ে পলাতক জামাই। শুক্রবার এমনই এক অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল ডালখোলা পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডে। গুণধর জামাইয়ের নামে ডালখোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন শাশুড়ি।

ডালখোলা পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগরের বাসিন্দা সুনীতা বিশ্বাসের মেয়ে নূপুর বিশ্বাসের সঙ্গে ছয় মাস আগে বিয়ে হয় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার জালালগড়ের বাসিন্দা কৃষ গুপ্তার। নূপুর কৃষের দ্বিতীয় স্ত্রী। সুনীতার কথায়, 'স্বামীর মৃত্যুর পর লোকের বাড়িতে কাজ করে তিন মেয়েকে নিয়ে থাকি। কৃষ আমাদের দৈন্যদশার সুযোগ নিয়ে ভালো ব্যবহার দেখিয়ে আমার মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের পর সে আমার বাড়িতেই থাকত। কিছুদিন পরে জানতে পারি কৃষ বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত। প্রতি রাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরত। এমনকি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর জামাই তাঁকে বাচ্চা নষ্ট করার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু মেয়ে রাজি না থাকায় তাকে মারধর শুরু করে। বুধবার রাতে জামাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে মেয়েকে বেধড়ক মারধর করলে মেয়েকে বাঁচাতে যাই। সেসময় জামাই আমাকেও মারতে শুরু করে। আমাদের প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় সে।' সুনীতা ভয় পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে নিয়ে রায়গঞ্জে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু রাতে প্রতিবেশীরা খবর দেন, জামাই তাঁর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। বাড়ির সব জিনিস আগুনে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গর্ভবতী মেয়েকে নিয়ে তিনি বর্তমানে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। রাতে মাথাগোঁজার জায়গাটুকুও আর নেই তাঁদের। লোকের বাড়িতে কাজ করে যা উপার্জন করেছিলেন সেগুলো সব শেষ করার পরেও জামাই ফোন করে মেয়েকে ও তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন বলে তিনি জানান। এই অবস্থায় থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁরা দোষীর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পুলিশের কাছে।

অন্যদিকে, ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ইতি কর্ণ সুনীতার পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি পুলিশের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করার পাশাপাশি অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডালখোলা থানার আধিকারিক।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। শুক্রবার ডালখোলায়। -সংবাদচিত্র

জীবিকার ভিন্ন ধরন।। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মাঠে। ছবি : দিবাকর সাহা

৩০০ বছরের চারু শেঠের মেলার প্রস্তুতি

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১০ অক্টোবর : পুরাতন মালদা শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মুঘলটুলিতে মহানন্দা নদীর তীরে বসতে চলেছে চারু শেঠের মেলা। এই মেলা ৩০০ বছরের পুরোনো। মেলাটি তার কাঠের সামগ্রীর পসরার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতা-বিক্রেতাদের আকর্ষণ করে। লোকমুখে এই মেলা কাঠের মেলা নামে পরিচিত। মেলা চলবে ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত। একসময় মহানন্দা নদীতে বাইচ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এই মেলার সূচনা হত। এখন বাইচ প্রতিযোগিতা না হলেও এই মেলা নিয়ে উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি।

এই মেলার ইতিহাস মালদা জেলার জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্থানীয় জমিদার চারু শেঠ এই মেলার সূচনা করেন। লোকমুখে প্রচলিত, চারু শেঠ তাঁর বাড়িতে জাঁকজমকভাবে দুর্গাপুজো করতেন। দশমীর পর এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসবের রেশ কেটে যাওয়ায় যে শূন্যতা তৈরি হত, তা দূর করার জন্যই তিনি এই মেলা শুরু করেন। লক্ষ্মীপুজোর সাতদিন পর এই মেলা শুরু করার প্রথা চালু হয়। মূলত উৎসবের আনন্দ ও মিলনকে আরও কিছুদিন ধরে রাখার জন্যই এই মেলার সূচনা হয়। মহানন্দা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এই মেলা শুরু হত। জমিদার চারু শেঠের উদ্যোগে এই নদীতে বড় আকারের নৌকার লড়াই দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন ভিড় করতেন। সেই সময়ে পুরাতন মালদা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মহানন্দা নদী ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান পথ।

> মহানন্দা এবং কালিন্দী নদীর সংযোগস্থলে জলের গভীরতা কমে যাওয়ায় এখন আর বাইচ প্রতিযোগিতা হয় না। কিন্তু উৎসবের ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বর্তমানে এই মেলাটি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বিশেষ করে রকমারি কাঠের আসবাবপত্র কেনাবেচার এক বিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই এই মেলা কাঠের মেলা নামে পরিচিত।
>
> **বশিষ্ঠ ত্রিবেদী**
> *মেলা পরিচালনা কমিটির উদ্যোক্তা*

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেলার চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে। মেলা পরিচালনা কমিটির উদ্যোক্তা বশিষ্ঠ ত্রিবেদী বলেন, 'মহানন্দা এবং কালিন্দী নদীর সংযোগস্থলে জলের গভীরতা কমে যাওয়ায় এখন আর বাইচ প্রতিযোগিতা হয় না। কিন্তু উৎসবের ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বর্তমানে এই মেলাটি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বিশেষ করে রকমারি কাঠের আসবাবপত্র কেনাবেচার এক বিশাল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কারণেই এই মেলা কাঠের মেলা নামে পরিচিত।' গঙ্গারামপুর থেকে আসা কাঠের বিক্রেতা চঞ্চল রায় বলেন, 'স্থানীয়দের পাশাপাশি জেলার বাইরে থেকেও প্রচুর লোক ভালো মানের কাঠের সামগ্রী কিনতে মেলায় আসেন।' হবিবপুর থেকে এই মেলায় নাগরদোলা নিয়ে আসা মালিক টিপু বসাক বলেন, 'জেলা এবং জেলার

পুরাতন মালদা

বাইরে এই মেলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আমি প্রতিবছর এই মেলায় নাগরদোলা নিয়ে আসি।'

মেলাকে ঘিরে এখন উৎসবের রেশ। মেলার মূল আকর্ষণ কাঠের হাট বসানোর জন্য জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই মেলা প্রাঙ্গণে দোকানপাট বসতে শুরু করেছে। উদ্যোক্তারা মেলা প্রাঙ্গণকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ করছেন। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য পানীয় জল, শৌচালয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। পুরাতন মালদার এই ঐতিহ্যবাহী মেলার জন্য এখন সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

প্লাস্টিকের মালা তৈরির আগ্রহ কমেছে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : সারাবছর মালা গেঁথেই সংসারের বিভিন্ন খরচ চালান রায়গঞ্জের কাঞ্চনপল্লি ও সুভাষগঞ্জের পালপাড়ার মহিলারা। তবে পারিশ্রমিক খুবই কম হওয়ায় সেই কাজে আগ্রহ হারিয়েছেন তাঁরা। বর্তমানে হাতেগোনা মহিলারা সেই পেশা ধরে রেখেছেন। বাইরে থেকে প্লাস্টিকের রকমারি মালা খুব কম দামে পাওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেই মালায় দোকান ভরে দিচ্ছেন। তাই বরাত কমেছে স্থানীয় কারখানাগুলিতে। এখন কেবল গুটিকয়েক কারখানায় এই কাজ হয়। এমনিতেও মালা গাঁথা কাঞ্চনপল্লির শিল্পীদের জীবিকা নয়। ঘরসংসার সামলে সময় পেলে সামান্য কিছু রোজগারের আশায় ফুলের মালা গাঁথেন বীণা, সুস্মিতা, আদুরি, সরস্বতীরা।

এঁদের মধ্যে বীণা পাল দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, 'সারাদিন সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একেকটা মালা গাঁথতে আধ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। ১২টা মালা বানাতে পারলেও হাতে আসে মাত্র ৪০ টাকা। তারপরও পুজোর মরশুমে কাজের চাপ এতটাই বেশি যে খাওয়া-ঘুম বন্ধ করে মালা গাঁথতে হয়।' আরেক শিল্পী সুস্মিতা পাল জানান, শুধু কালীপুজোর আগে এই কাজে যোগ দেন। পড়াশোনার ফাঁকে সামান্য কিছু উপার্জনের আশাই টানে তাকে। তবে এই টাকায় সংসারের বড় খরচ সামলানো যায় না, শুধু হাতখরচ চলে। একসময় এইসব এলাকায় বহু পরিবার এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি মেলে না, সেজন্য উৎসাহ অনেক কমে এসেছে।

পালপাড়ার শিল্পী সরস্বতী ঘোষ বলেন, 'সারাদিন কাজ করলে তিন থেকে চার ডজন মালা বানানো যায়। দু'ডজন মালার পারিশ্রমিক ৮০ টাকা মেলে। দুর্গার মালা, লক্ষ্মীর মালা, কার্তিকের মালা, কালীর মালা সব ঠাকুরের মালাই নিজের হাতে বানাতে হয়। বছরে একবার পারিশ্রমিক মিললেও আগে যদি কারও টাকার প্রয়োজন হত তুলে নিতে পারত। কিন্তু এখন তেমন রোজগার নেই। মালা গেঁথে চলে না। তাই সরকার থেকে যদি লোনের ব্যবস্থা করত তবে ভালো হত।'

এখনও কেউ কেউ টিকিয়ে রেখেছে পেশা। ছবি : দিবাকর সাহা

দুর্গাপুজো শেষ, শ্যামা মায়ের আরাধনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রায়গঞ্জ শহর। লাল প্লাস্টিকের জবা, রজনীগন্ধা, পাঁচফুলের মতো দেখতে মালা তৈরি করতে ব্যস্ত মহিলারা। এমনকি বাড়ির ছোটরাও এই কাজে হাত লাগিয়েছে। অথচ এই কঠোর পরিশ্রমের পেছনে লুকিয়ে আছে এক গভীর বেদনার সুর। যতই বাজারে এই মালার চাহিদা থাকুক না কেন, প্রাপ্য পারিশ্রমিক জোটে না তাদের। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় এই কাজ করতে হয়। বর্তমানে রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া সুভাষগঞ্জ আর কাঞ্চনপল্লির ছোট ছোট ঘরে, অবিরাম খাটুনি করে তৈরি হচ্ছে কালীপুজোর অপরিহার্য উপকরণ প্লাস্টিকের জবা ফুলের মালা। শিল্পীদের হাতের সেই মালা যেমন পুজোর সাজে এনে দেয় পূর্ণতা, তেমনি তাঁদের জীবনে থেকে যায় অগণিত অভাব-অভিযোগ। দিনভর চলে পরিশ্রম, অথচ বিনিময়ে মেলে সামান্য কিছু টাকা।

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা

বালুরঘাট, ১০ অক্টোবর : ব্যস্ততার যুগে ভার্চুয়াল জগতে যেন হারিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বন্ধু কমছে, তার সঙ্গে বাড়ছে একাকিত্ব। যার ফলে লাফিয়ে বাড়ছে মনোরোগীর সংখ্যা। মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই এবার মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে একটি সচেতনতামূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়েছে বালুরঘাটে।

এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন এলাকা থেকে এই প্রচারমূলক ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস। ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলোটি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে মনোরোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে। পাশাপাশি, সরকারি হাসপাতালে মনোরোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি বিভাগ চালু হয়েছে সেই বিষয়েই জনগণকে বার্তা দেবে। তার সঙ্গে এদিন প্রশাসনিক বালুছায়া সভাকক্ষে জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণ, ড্রাগ ও ইনজেকশন সুরক্ষা সহ একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।

জেলার সিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, 'পড়াশোনার জগতে হোক বা চাকরি ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়ছে। যার ফলে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। মানসিক স্বাস্থ্যকে এখন গুরুত্ব দিতে হবে। বেশ কিছু উপসর্গ রয়েছে যেখানে মনোরোগের হদিস পাওয়া যায়। জেলার দুটি হাসপাতালে এই বিষয়ে চিকিৎসক রয়েছেন। অবসাদ তৈরি হলে তাদের কাছে যেতে হবে। এই নিয়ে আমরা মানুষকে সচেতন করতে পদক্ষেপ করলাম।'

হামলার প্রতিবাদ

বুনিয়াদপুর, ১০ অক্টোবর : সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাবাহিনী হামলা করেছে, এর প্রতিবাদে বুনিয়াদপুরের রাস্তায় নামল আদিবাসী সমাজ। শুক্রবার সংগঠনের তরফে অবস্থান বিক্ষোভ এবং পথ অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেন শতাধিক আদিবাসী মানুষ। এদিন তাদের একটি মিছিল বুনিয়াদপুর শহর পরিক্রমা করে। পরে তাঁরা মালদা, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জগামী রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে। এদিন বিক্ষোভকারীরা গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশকে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

রায়গঞ্জে সমবায় সমিতির ভোটগ্রহণ। ছবি : দিবাকর সাহা

বুথ জ্যাম ও রিগিংয়ের অভিযোগ

সমবায়ে সব আসনে জয় তৃণমূলের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর : সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম রায়গঞ্জ। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বুথ জ্যাম ও রিগিংয়ের অভিযোগ বিরোধী শিবিরের। এদিনের ৩১টি আসনে ভোটগ্রহণ ও গণনার পর দেখা যায়, সবক'টি জিতেছে শাসকদল। স্থানীয় সিপিএম নেতা-কর্মীরা রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর অনুগামী এবং পুরসভার কোঅর্ডিনেটরদের একাংশের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলেছেন। বিধায়কের দাবি, ভোটে বুথ জ্যাম হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে। সিপিএমের সংগঠন নেই। সিপিএমের বিরুদ্ধে তিনি পালটা সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানিয়েছেন। সন্ধ্যায় তাঁর নেতৃত্বে শহরে বিজয়মিছিল বের করে তৃণমূল।

শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ মোহনবাটীর পিপলস কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ৩১টি আসনে নির্বাচন ছিল। ওই সমবায় সমিতির মোট ৬২টি আসনের মধ্যে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২২টি আসনে তৃণমূল, ৩টি আসনে সিপিএম জয়লাভ করে। ৬টি আসনে কোনও দল প্রার্থী দিতে পারেনি। তবে এদিনের বাকি ৩১টি আসনের নির্বাচনে প্রত্যেকটি প্রার্থী দেয় তৃণমূল ও সিপিএম। তবে একতরফাভাবে সব আসনে জয় পেয়েছে জোড়াফুল শিবির।

বন্দরের রায়গঞ্জ টেন ক্লাস গার্লস হাইস্কুল ও বীণাদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটগ্রহণ হয়। অভিযোগ, বেলা ১২টা বাজতেই তৃণমূলের 'বহিরাগত' নেতা-কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের দখল নিতে সিপিএমের ৩১ জন প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টকে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল সভাপতি শিবশংকর রায়চৌধুরীর।

পিপলস ক্রেডিট সোসাইটির আশপাশে একাধিক হাইস্কুল থাকলেও প্রায় এক কিমি দূরের ওই দুটি স্কুলে ভোটকেন্দ্র করায় সন্দেহ প্রকাশ করেন বিরোধী প্রার্থীদের পাশাপাশি শেয়ার হোল্ডাররাও। ৩১টি আসনে তৃণমূল ও সিপিএমের ৬২ জন প্রার্থী লড়াই করেন। বিজেপি কোনও প্রার্থী দেয়নি। ৬০ শতাংশ ভোট দেন। সওয়া দুটো থেকে ভোটগণনা শুরু হয়। সেখানে একজনও সিপিএম কর্মীকে দেখা যায়নি।

ভোটের লড়াই

- দ্বিতীয় দফায় পিপলস কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সব আসনে জয় পেল তৃণমূল
- ৬২ আসনের মধ্যে আগেই ২২টি আসনে তৃণমূল, ৩টি আসনে সিপিএম জয়লাভ করে, ৬টি আসনে কোনও দল প্রার্থী দেয়নি
- এবারের ৩১টি আসনে তৃণমূল ও সিপিএমের ৬২ জন প্রার্থী লড়াই করেন, বিজেপি কোনও প্রার্থী দেয়নি

রংদার

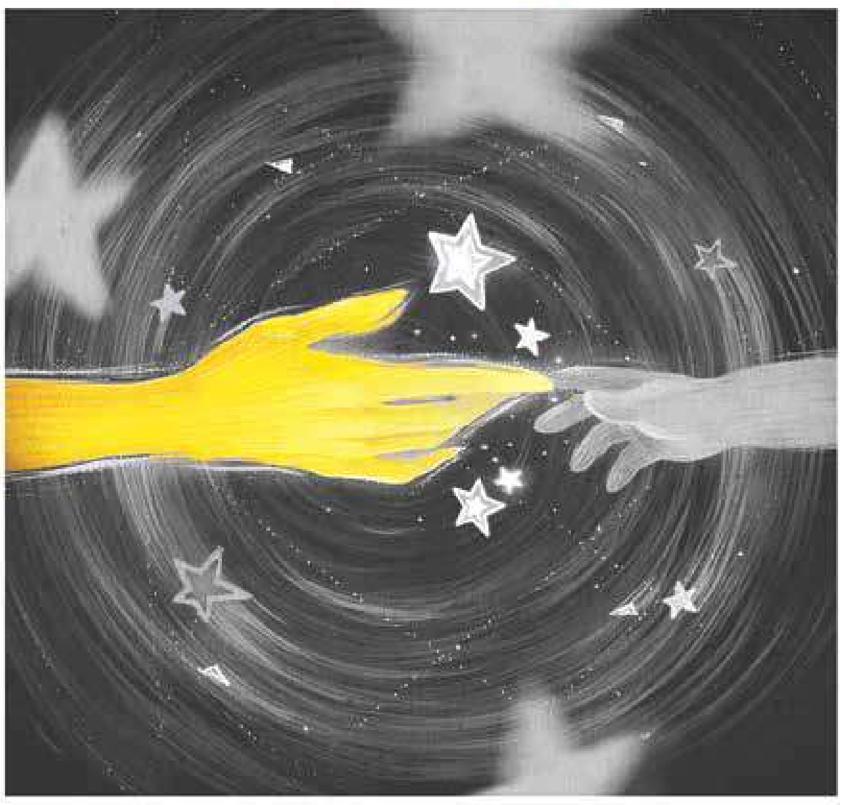

স্বপ্ন

ঘুমচোখে আমরা যা দেখি তাই স্বপ্ন। জীবনের বাকি যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সবই বাস্তব। তবুও আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। সে সবের অনেক কিছু পূরণ হবে না জেনেও। এমনকি স্বপ্নভঙ্গ হলেও মন বাধা মানতে নারাজ। সব বাধা কেটে যাবে বলেই বিশ্বাসে ভর রাখি।

প্রচ্ছদ কাহিনী জয়দীপ সরকার, সুমন গোস্বামী ও অপরাজিতা কুণ্ডু
ছোটগল্প গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্রাভেল ব্লগ অশোক ভট্টাচার্য
কবিতা সমীর চট্টোপাধ্যায়, আশিস চক্রবর্তী, পার্থসারথি মহাপাত্র, আভা সরকার মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ রায়, প্রদীপ কুমার দাস ও বিশ্বজিৎ মজুমদার

বিরাটের মঞ্চে জয় হো যশস্বীর

টেস্টের প্রথমদিনে ভারতের স্কোর (২০২৪ সাল থেকে)

স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান
৩৩৯/৬	বাংলাদেশ	চেন্নাই
৩৩৬/৬	ইংল্যান্ড	ভাইজ্যাগ
৩২৬/৫	ইংল্যান্ড	রাজকোট
৩১৮/২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি
৪৬ (অল আউট)	নিউজিল্যান্ড	বেঙ্গালুরু

জাজবল

৭ টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের শতরানের সংখ্যা। ২৪ বছর হওয়ার আগে মাত্র তিনজন- ডন ব্র্যাডম্যান (১২), শচীন তেন্ডুলকার (১১), গারফিল্ড সোবার্স (৯) টেস্টে যশস্বীর থেকে বেশি শতরান করেছেন।

১ ২০২৩ সালে অভিষেকের পর থেকে টেস্টে শতরানের নিরিখে ভারতীয় ওপেনারদের মধ্যে সবার আগে যশস্বী। এই সময়কালে বিশ্বে ওপেনারদের মধ্যে টেস্ট শতরানের বিচারে দ্বিতীয় ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট (৪টি)।

২ দেশের মাটিতে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্টে একের বেশি ১৫০ প্লাস রান করলেন যশস্বী। এর আগে এই কৃতিত্ব ছিল বিরাট কোহলির (১৫১ বনাম ইংল্যান্ড, ভাইজ্যাগে ২০১৬ সালে) ও (১৫৬ বনাম শ্রীলঙ্কা, নয়াদিল্লিতে ২০১৭ সালে)।

১ প্রথম ওপেনার হিসেবে টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম সাতটি শতরানের মধ্যে পাঁচটিতে ১৫০ প্লাস রান করলেন যশস্বী। প্রথম সাত শতরানের মধ্যে পাঁচটি ১৫০ প্লাস রানের কৃতিত্ব রয়েছে ব্রায়ান লারারও। তবে সেটা মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে।

দুই বছরের টেস্ট কেরিয়ারেই একাধিক নজির গড়ে ফেলেছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ভারত-৩১৮/২ (প্রথম দিনের শেষে)

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : গত জানুয়ারি মাস।

বাতাসে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া। নয়াদিল্লিতে শীতের রেশ একটু বেশিই। যদিও রাজধানীর ক্রিকেটমহলে তখন উত্তাপের আঁচ। এক যুগ পর বিরাট কোহলির রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন বলে কথা। বিরাট-স্পর্শে দিল্লি বনাম রেলওয়ে রনজি ম্যাচ ঘিরে উৎসবের মেজাজ।

৯ মাসের ব্যবধানে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টেস্টের আসর, অথচ বিরাট নেই! হতাশার প্রতিফলন মিলছিল সমর্থকদের একঝাঁক 'মিস ইউ বিরাট' ফেস্টুনে। এক খুদে সমর্থকের হাতে আবার 'উই মিস ইউ রোকো' লেখা। প্রায় ফাঁকা মাঠে হাজির কয়েক হাজার দর্শক অবশ্য আক্ষেপ নয়, ফিরলেন আগামীর বিরাট-প্রত্যাশা নিয়ে।

সৌজন্যে যশস্বী জয়সওয়াল। জাজবলের দাপটে ম্যাচের প্রথম দিনেই রং ছড়ালেন বিরাটের ঘরের মাঠে। খানিকটা হলেও প্রলেপ বিরাট-ভক্তদের আক্ষেপে। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অভিষেক টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছিলেন যশস্বী। এদিন হোম সিরিজে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডকে সামনে পেয়ে ফের জ্বলে উঠলেন।

দৃষ্টিনন্দন স্কোয়ার কাট, দুরন্ত সব অফড্রাইভের সঙ্গে ধৈর্য, পরিণত ক্রিকেটের মিশেল। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিতর্ক সরিয়ে দর্শকদের নির্ভেজাল 'জয় হো'-য় ডুব দেওয়া। ঝুঁকির হাওয়ায় শট সরিয়ে গ্রাউন্ড শটেই বাজিমাত। সেঞ্চুরির পর দুই হাত আকাশের দিকে। তারপর চেনা ভঙ্গিতে 'লাভ সাইন'।

যশস্বীর ভালোবাসার যে অত্যাচার সারাদিন কাঁটা হয়ে বিঁধল ক্যারিবিয়ান বোলারদের। শুরুর ঘণ্টা দেখেশুনে ক্রিজে সেট হলেন। তারপর যশস্বীর রাজপাট, অপরাজিত ১৭৩-এর চোখধাঁধানো ইনিংসে জাজবলের আস্ফালন।

বিসাই সুদর্শনের (৮৭) সঙ্গে ১৯৩ রানের যুগলবন্দি। লোকেশ রাহুল (৩৮), শুভমান গিলের (অপরাজিত ২০) সঙ্গে জোড়া হাফ সেঞ্চুরির জুটি। নিটফল, প্রথম দিনেই ভারত ৩১৮/২। প্রস্তুত হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের আসন্ন বার্থডে-র (ম্যাচের পঞ্চম দিনে) উপহার সাজিয়ে রাখার মঞ্চ।

শুরুটা হয় শুভমানের টস দুর্ভাগ্যে ব্রেক লাগিয়ে। সপ্তম টেস্টে অবশেষে টস জয়। যার মজা তারিয়ে তারিয়ে নিলেন জসপ্রীত বুমরাহরা। ব্যাটিং নিতে দুইবার ভাবেননি শুভমান। জানিয়েও দিলেন, বড় স্কোর টার্গেট। হিসেব মেলানোর কাজের শুরুটা লোকেশ-যশস্বীর।

অ্যান্ডারসন ফিলিপ, জেডন সিলস নতুন বলকে অবশ্য দারুণভাবে ব্যবহার করছিলেন। সুইংও মিলছিল। একাধিক বলে পরাস্ত হলেন, ভাগ্যের সাহায্যও মিলল ওপেনারদ্বয়ের। চাপ আলগা করতে প্রথমে হাত খোলেন লোকেশই। ছক্কাও মারলেন। কিন্তু জোমেল ওয়ারিকানের (৬০/২) ফ্লাইটে ঠকে যান। ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়তি স্পিন লোকেশের ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে সোজা উইকেটকিপারের হাতে। বাকি কাজটা সারতে ভুলচুক করেননি টেভিন ইমলাচ।

৫৮/১ থেকে সাই-যশস্বীর যুগলবন্দি, 'জয় হো' সুর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। তিন নম্বরে ধ্রুব জুরেলকে খেলানোর দাবি উঠছিল। যদিও আইপিএল টিমমেটেই আস্থা রাখেন শুভমান। হতাশ করেননি সুদর্শন। প্রথম বলেই বাউন্ডারি। যশস্বীর সঙ্গে সংগতে যে টেম্পো বজায় রাখেন যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন।

লাঞ্চে ৯৪/১। মাঝের সেশনে একবল্গা দাপট দুইজনের। বেচারা রোস্টন চেজ। বারবার বোলিং পরিবর্তন করেও যে দাপটে ব্রেক লাগাতে ব্যর্থ, যা হতাশা বাড়াবে স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান লারাদের। সকালে ঘণ্টা বাজিয়ে ম্যাচ শুরুর পর কমেন্ট্রি বক্সে উপস্থিতি অনিল কুম্বলে বলছিলেন, 'মানছি ব্যাটিং সহায়ক উইকেট। প্রথম ঘণ্টা ছাড়া সুইং মিলছে না। কিন্তু তারপরও প্রথম দুই সেশনে বোলাররা বাউন্সার দিল না! এ কোন ক্যারিবিয়ান পেস ব্রিগেড!'

যশস্বীদের কৃতিত্ব যদিও কমছে না। কোটলা বরাবর পয়মন্ত মাঠ সুদর্শনের। আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি, রনজি ট্রফির দ্বিশতরান এখানেই। কেরিয়ার বাঁচানের চ্যালেঞ্জে এদিন ফিরলেন অক্সিজেন নিয়ে। দুর্ভাগ্য সুদর্শনের। প্রথম সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ১৩ রান আগে থেমে যান।

আক্ষেপ থাকলেও আউট হয়ে ফিরেই ভুল শোধরাতে সোজা ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের ক্লাসে! আরও সাফল্যের খিদে, যা এই তরুণ ভারতের যেন প্রতীকী ছবি। যশস্বী যেমন ফিরলেন ২৫৩ বলে অপরাজিত ১৭৩-র খুশি নিয়ে। সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি, যার পাঁচটিই দেড়শো প্লাস! ২৪ বছরে পা রাখার আগে যে কীর্তি ডন ব্র্যাডম্যান ছাড়া আর কারও নেই!

মাঝের সেশনে ১২৬ রান যোগ করে ভারত। চা পানের পর আরও ৯৮। দ্বিতীয় নতুন বল নিয়েও ছবিটা বদলাতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত দিনের শেষে ৩১৮/২। যশস্বীর একারই ১৭৩! আগামীকাল নামবেন দ্বিতীয় দ্বিশতরানের স্বাদ নিতে। ভারতের সামনে হাতছানি প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ম্যাচে আরও জাঁকিয়ে বসার।

দুই বাঁহাতির সর্বাধিক পার্টনারশিপ (ভারতের)

রান	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৩০০	সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-যুবরাজ সিং	পাকিস্তান	বেঙ্গালুরু	২০০৭
২২২	ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজা	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	২০২২
২০৪	ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজা	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	২০১৯
২০৩*	রবীন্দ্র জাদেজা-ওয়াশিংটন সুন্দর	ইংল্যান্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	২০২৫
১৯৩	যশস্বী জয়সওয়াল-বি সাই সুদর্শন	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি	২০২৫

টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় ওপেনারদের সর্বাধিক রান

রান	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৯২	ওয়াসিম জাফর	পাকিস্তান	কলকাতা	২০০৭
১৯০	শিখর ধাওয়ান	শ্রীলঙ্কা	গল	২০১৭
১৭৯	যশস্বী জয়সওয়াল	ইংল্যান্ড	ভাইজ্যাগ	২০২৪
১৭৩	যশস্বী জয়সওয়াল	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি	২০২৫
১৬৭	গৌতম গম্ভীর	শ্রীলঙ্কা	কানপুর	২০০৯

সপ্তম টেস্ট শতরানের পর যশস্বী জয়সওয়াল। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শুক্রবার।

শট নির্বাচনে সাহায্য করে যশস্বী : সুদর্শন

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে সর্বাধিক ৮৭ রানের পথে বিসাই সুদর্শন।

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : চেতেশ্বর পূজারার শূন্যস্থান পূরণের অস্ত্র অবশেষে কি গৌতম গম্ভীরদের হাতে? উত্তরের জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তবে সেই সম্ভাবনা এদিন অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজে উসকে দিলেন বি সাই সুদর্শন।

কেরিয়ারের পঞ্চম টেস্ট। প্রথম চার ম্যাচে প্রত্যাশা মেটাতে পারেননি। চলতি সিরিজে প্রথম টেস্টেও ব্যর্থ। চাপ বাড়িয়ে আবার ধ্রুব জুরেলের দাপুটে শতরান। এদিন ৮৭ রানের ইনিংসে মাথার ওপর জাঁকিয়ে বসা চাপ ঝেড়ে ফেলে ভরসা জোগালেন দলকেও।

'এই ইনিংস খেলতে পেরে আমি খুশি'

যশস্বী জয়সওয়ালের 'জাজবল' মাদকতার পাশে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরলেন সুদর্শন। তাল ঠুকলেন ১৯৩ রানের ম্যারাথন জুটিতে। সেই খুশি বলেছেন, 'রান নিয়ে একদম ভাবিনি। যথাসম্ভব চাপমুক্ত হয়ে খেলার চেষ্টা করেছি। সময় নিয়েছি। তাড়াহুড়ো নয়। অপেক্ষা করেছি। দলের জন্য এরকম ইনিংস এবং যশস্বীর সঙ্গে পার্টনারশিপ করতে পেরে ভালো লাগছে।'

খুশিটা দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু তেরোর গেরোয় আটকে যায় প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। ৮৭-তে ফেরা নিয়ে সুদর্শনের ডিপ্লোমেটিক উত্তর, 'আজ আমি যা করেছি, যে ইনিংস খেলেছি, তাতেই খুশি। তবে মনের মধ্যে সবসময় একটা জিনিস ঘুরতেই থাকে, আরও পেলে ভালো হত। আমারও সেটাই লক্ষ্য ছিল।'

ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে উলটো প্রান্ত থেকে যশস্বীর দাপট দেখাও প্রাপ্তি সুদর্শনের কাছে। বলেও দিয়েছেন, 'দারুণ উপভোগ করেছি ওর ইনিংস। অসাধারণ সব শট খেলছিল। ভালো বলকেও বাউন্ডারিতে পরিণত করছিল যশস্বী। যা দেখাটা বিশেষ অনুভূতিও। শট নির্বাচন নিয়ে আমাকেও সারাক্ষণ গাইড করেছে ও।'

প্রথম দিনে ৯০ ওভার ঘাম ঝরিয়ে ক্যারিবিয়ান বোলারদের প্রাপ্তি মাত্র ২ উইকেট। স্বভাবতই চর্চায় কোটলার বাইশ গজ। সুদর্শনের মতে, পিচে বাউন্স কম। কিছু বল টার্ন করেছে। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে যা বাড়বে। কিছু কিছু জায়গায় পিচে ক্ষত তৈরি হয়েছে। বিশ্বাস, বোলিংয়ের সময় যা কাজে লাগাবেন ভারতীয় বোলাররা।

> এই ইনিংসের চোখে পড়ার মতো দিক হল ওর সংকল্প। একটাও খারাপ শট খেলেনি যশস্বী। ৬০-৬৫ ওভার পর বল ব্যাটে আসছিল না। কিন্তু ধৈর্য দেখিয়েছে। চায়ের সময় ঠিক সেটাই বলেছিল আমাকে।
>
> -সীতাংশু কোটাক
> ব্যাটিং কোচ

'ছাত্র' সুদর্শনের সাফল্যে খুশি ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। দিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ মিডল অর্ডারের টেম্পারামেন্ট, টেকনিককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বলেছেন, 'ও কতটা প্রতিভাবান, তা আমরা সবাই জানি। আর সবসময় স্কোর, পরিসংখ্যান সবকিছু নয়। ব্যাটারের দক্ষতা, কীভাবে ব্যাটিং করছে, ইনিংসকে টানছে, কোন ধরনের শট খেলছে, অনেক কিছু দেখার প্রয়োজন হয়। এদিন দারুণ খেলল। মানসিকভাবে অসম্ভব শক্তপোক্ত সুদর্শন। মস্তিষ্ককে কাজে লাগায়। আজ সেটাই করল।'

দিনের নায়ক একান্তভাবেই যশস্বী। ব্যাটিং কোচ বলেছেন, 'এই ইনিংসের চোখে পড়ার মতো দিক হল ওর সংকল্প। একটাও খারাপ শট খেলেনি যশস্বী। ৬০-৬৫ ওভার পর বল ব্যাটে আসছিল না। কিন্তু ধৈর্য দেখিয়েছে। চায়ের সময় ঠিক সেটাই বলেছিল আমাকে। প্রথম টেস্টে ভালো শুরুর পর বড় স্কোর হাতছাড়া করেছিল। আজ সেই ভুল করতে রাজি ছিল না যশস্বী। সুফল সবার সামনে।'

ডিসেম্বরে নিলাম, ১৫ নভেম্বর রিটেনশনের শেষ দিন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। দরজায় কড়া নাড়ছে মিশন অস্ট্রেলিয়াও।

তার মধ্যে আজ আচমকা সামনে এসেছে ২০২৬ সালের আইপিএল নিয়ে নানা তথ্য। জানা গিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরে হতে চলেছে আইপিএলের নিলাম। দেশের মাটিতেই নিলাম হবে, নিশ্চিত। কিন্তু কোন শহরে, কবে হবে নিলামের আসর, এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, ১৩-১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নিলাম হবে। আইপিএলের শেষ দুই নিলামের আসর বসেছিল দুবাই ও জেড্ডায়। ডিসেম্বরের নিলাম দেশের বাইরে হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন এক বোর্ড কর্তা। সঙ্গে জানা গিয়েছে, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আইপিএলের সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে তাদের রিটেনশনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর চেন্নাই সুপার কিংসের হাতে এখন সবচেয়ে বেশি অর্থ রয়েছে। সেই অর্থ ব্যবহার করে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই কীভাবে নিলামের আসরের নীল নকশা তৈরি করে, তা নিয়ে এখন থেকেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৬ সালের আইপিএলের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্স কেমন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়, সেটা নিয়েও চলছে আলোচনা। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে কেকেআর ছেড়ে দিতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাও শোনা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

সেমিফাইনালে বাংলার মেয়েরা

কলকাতা, ১০ অক্টোবর : মহিলাদের জাতীয় ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল বাংলা। বৃহস্পতিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে ছত্তিশগড়কে। জোড়া গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। অপর গোল সংগীতা বাসফোরের। আগামী সোমবার সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশ।

ক্যারিবিয়ান পেসারদের বাউন্সার অনীহায় অবাক সানি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : দিনভর চিন মিউজিক।

একঝাঁক পেসার নিয়ে ব্যাটারদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমশীতল স্রোত বইয়ে দেওয়া। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের পেস ব্রিগেডের সোনালি দিন আপাতত অতীত। কিন্তু এতটা করুণ দশা মানতে পারছেন না সুনীল গাভাসকার। অ্যান্ডারসন ফিলিপ, জেডন সিলসদের আপাত-নিরীহ পেস বোলিং দেখে সেই প্রতিক্রিয়া কিংবদন্তির মুখে।

প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কমেন্ট্রি বক্সে পাশে বসে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন পেসার ইয়ান বিশপকে। অ্যান্ডি রবার্টস, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নারদের চিন মিউজিক বিনা হেলমেটে সামলানো গাভাসকার বলেছেন, 'নতুন বল। বেশ কয়েক ওভার হয়ে গেল। অথচ একটা বাউন্সার বেরোল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসারদের হাত থেকে! এটা কী হচ্ছে ইয়ান? ক্যারিবিয়ান পেস অ্যাটাকের কী হল?'

অপ্রস্তুত ইয়ান বিশপ কিছু বলার আগে টিপ্পনী সহ ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের।

অপ্রস্তুত ইয়ান বিশপ কিছু বলার আগে টিপ্পনী সহ ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলের। মজার সুরে বলেছেন, 'ও (বিশপ) কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছে। এখান থেকে বাউন্সার করা একটু কঠিনই।' এরপর অপ্রস্তুত বিশপের সাফাই, 'আশা করছি শীঘ্রই সিলসের হাত থেকে বাউন্সার বেরোবে।' যদিও ঘটনা হল, বিশপদের বাউন্সারের অপেক্ষা বেশ দীর্ঘ।

গাভাসকারের মতো অনিল কুম্বলেও অবাক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং স্ট্র্যাটেজিতে। শর্ট পিচ ডেলিভারির জন্য ফিল্ডিং সেট করেও সেই পথে সিলস-ফিলিপদের হাঁটতে না দেখে বিস্ময় চেপে রাখতে পারেননি কিংবদন্তি স্পিনার। গাভাসকার যা বলেননি, সেটাই বলে দেন, 'এ কোন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখেছি? বাউন্সার পেসারদের বড় অস্ত্র। অথচ, সেই অস্ত্র ব্যবহারই করল না! জোমেল ওয়ারিকান ছাড়া আর কোনও স্পিনারকে দেখলাম না বলের গতির হেরফের ঘটাতে।'

ম্যাচের প্রথম দিন সবকিছু ছাপিয়ে যশস্বী জয়সওয়াল-শো। ২৫৩ বলে ২২টি বাউন্ডারিতে সাজানো অপরাজিত ১৭৩ রানের ইনিংস নিয়ে প্রশংসার সুর প্রাক্তনদের গলায়। প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার ওয়াসিম জাফর বলেছেন, 'ও ক্রিজে সেট হয়ে গেলে রানের বন্যা বইতে থাকে। আরও একটা দুর্দান্ত সেঞ্চুরি। দারুণ খেলেছ যশস্বী। চালিয়ে যাও।'

সেরা বাঁহাতি ওপেনার, যশস্বী-বন্দনায় প্রাক্তনরা

সামাজিক মাধ্যমে মহম্মদ কাইফ লিখেছেন, 'টেস্টে যশস্বীর শতরানের অভ্যাস বজায়। টেস্টের প্রতি ওর দায়বদ্ধতা উঠতি সমস্ত ক্রিকেটারের জন্য শিক্ষণীয়।' প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান বলেছেন, 'আরও একটা বড় স্কোর। এই মুহূর্তে সেরা বাঁহাতি টেস্ট ওপেনার। পরিসংখ্যান অন্তত তাই বলছে।'

রনজিতে মুম্বইয়ের অধিনায়ক শার্দূল

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : আসন্ন রনজি ট্রফি মরশুমে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হলেন অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। আজিঙ্কা রাহানের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। শেষ মরশুমে মুম্বইয়ের অধিনায়ক ছিলেন রাহানে। দিন কয়েক আগে রাহানে জানিয়ে দেন, তিনি মুম্বইয়ের নেতৃত্বে খুব একটা আগ্রহী নন। তারপরই আজ রাহানের উত্তরসূরি হিসেবে শার্দূলের নাম ঘোষণা করে দিল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। রাহানেও রয়েছেন মুম্বইয়ের দলে। শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদবরা নেই মুম্বই দলে। সরফরাজ খান, শিবম দুবে, তুষার দেশপান্ডেরা প্রত্যাশিতভাবেই জায়গা পেয়েছেন দলে। ৪২ বারের রনজি জয়ী মুম্বই ১৫ অক্টোবর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করছে। এদিকে, দিল্লির রনজি স্কোয়াড ঘোষণাও হয়ে গেল আজ। স্কোয়াডে নাম রয়েছে ঋষভ পন্থেরও। সূত্রের খবর, ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দিল্লির দ্বিতীয় রনজি ম্যাচে দেখা যাবে ঋষভকে। দিল্লির অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন আয়ুষ বাদোনি।

শুরু ভালো না হওয়াই চাপে ফেলেছে : সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : টুর্নামেন্ট যেভাবে শুরু করার কথা ছিল, সেভাবে করা যায়নি। স্বীকার করে নিলেন সুনীল ছেত্রী।

সিঙ্গাপুর থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে না, এতে ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যই খুশি স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে যে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ওঠার লড়াই করা অসম্ভব কঠিন সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কারও। তবে এসবের কারণ যে বাছাই পর্বের শুরুটা ভালো না হওয়া একথাই সিঙ্গাপুর ম্যাচের পর সরাসরি বলে দিতে দ্বিধা করলেন না সুনীল। তাঁর মন্তব্য, ‘আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে শুরুটা করা যায়নি। বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র এবং হংকংয়ের কাছে শেষমুহূর্তের গোলে হারে সব পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। তবু ভালো যে আমরা সিঙ্গাপুর থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরছি। তবে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে যাওয়ার লড়াই করাটা খুবই কঠিন। আমরা ম্যাচের শেষপর্যন্ত লড়াই করেছি, এটা সন্তোষজনক।’ তাঁরই পরিবর্ত হিসাবে ৭৯ মিনিটে মাঠে নামেন রহিম আলি। শেষ বাঁশি বাজার আগের মুহূর্তে তাঁর গোল ১০ জনের ভারতীয় দলকে ১ পয়েন্ট এনে দেয়। ২০১৬ সালে মহম্মদ রফিকের করা গোলের ৯ বছর পর কোনও বঙ্গসন্তানের গোল জাতীয় দলের জার্সি গায়ে। দেশের হয়ে এটাই তাঁর প্রথম গোল।

> সিঙ্গাপুর খুবই চনমনে এবং ভালো দল। নিজেদের ঘরের মাঠে ২ পয়েন্ট নষ্ট করে বাড়তি উদ্যম নিয়ে নামবে। তাই আমাদের ৩ পয়েন্টের জন্য আরও ভালোভাবে তৈরি হতে হবে।
>
> **খালিদ জামিল**

আগের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা যে দলটার মনোবল নানাভাবে ভেঙে দিয়ে যান, সেই ফুটবলারদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করেছেন খালিদ জামিল। এই ভারতীয় হেড কোচ অবশ্য যাবতীয় কৃতিত্ব দিচ্ছেন ফুটবলারদের, ‘ম্যাচের কথা যদি বলেন তাহলে সব কৃতিত্ব ছেলেদের। ওরা প্রচুর পরিশ্রম করেছে। শুধুমাত্র ওদের জন্যই আমরা পয়েন্ট নিয়ে ফিরছি। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পরও পয়েন্ট পাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আত্মবিশ্বাসটা নিয়েই এখন এগোতে হবে।’ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ১০ জন হয়ে যাওয়ার পর যেভাবে রাহুল ভেকে এবং আনোয়ার আলির নেতৃত্বে ডিফেন্স অটুট থেকেছে তার প্রশংসা খালিদের মুখে, ‘১০ জন হয়ে যাওয়ার পর আমরা বেশি ভালো খেলেছি।’ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে গেছে হংকং। এরকম পরিস্থিতিতে ভারতকে এখন শেষ তিন ম্যাচ জিততেই হবে। অন্য দলগুলির দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার গোয়ায় ফের একবার সিঙ্গাপুরের সঙ্গে খেলতে চলেছে ভারত। এই ম্যাচ নিয়ে খালিদের মন্তব্য, ‘সিঙ্গাপুর খুবই চনমনে এবং ভালো দল। নিজেদের ঘরের মাঠে ২ পয়েন্ট নষ্ট করে বাড়তি উদ্যম নিয়ে নামবে। তাই আমাদের ৩ পয়েন্টের জন্য আরও ভালোভাবে তৈরি হতে হবে।’ ভারতের বড় সমস্যা হল, এই ম্যাচে সন্দেশ ঝিংগানকে কার্ডের জন্য পাওয়া যাবে না।

দশজনে খেলা ভারতীয় দলকে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ভরসা দিলেন আনোয়ার আলি।

ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্টে গ্যারি কাসপারভের মুখোমুখি বিশ্বনাথন আনন্দ।

আনন্দকে হারিয়ে দুঃখপ্রকাশ গ্যারির

সেন্ট লুইস, ১০ অক্টোবর : ভাগ্যের জোরেই জয়। বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে একবাক্যে তা স্বীকার করে নিলেন গ্যারি কাসপারভ।

দীর্ঘ ৩০ বছর পর চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছেন দাবা বিশ্বের দুই কিংবদন্তি। সেন্ট লুইসে অনুষ্ঠিত ‘ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্ট’-এ খেলছেন আনন্দ ও কাসপারভ। লড়াইয়ে প্রথম দিনের শেষে এগিয়ে ছিলেন ৬২ বছরের রুশ তারকা। র‍্যাপিডের দুইটি গেমই ড্র হয়। এরপর ব্লিৎজের প্রথম গেমে সাফল্য পান কাসপারভ। দ্বিতীয় গেম ড্র হওয়ায় দিনের শেষে ২.৫-১.৫ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন রাশিয়ান কিংবদন্তি।

দ্বিতীয় দিনে আরও দুই গেম হাতছাড়া করেন আনন্দ। ফলে পাঁচ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জেরেই ম্যাচ খোয়াতে হয় আনন্দকে। যে কারণে কাসপারভ জানিয়েছেন, ভাগ্য সঙ্গ দিয়েছে বলেই তিনি জিততে পেরেছেন। এমনকি ম্যাচ শেষে আনন্দের কাছে দুঃখপ্রকাশও করেন রুশ দাবাড়ু। কাসপারভ বলেছেন, ‘প্রথম গেমের পর সত্যিই আমি অপরাধবোধে ভুগছিলাম। আমি আনন্দের কাছে দুঃখপ্রকাশও করি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই জয়ে ভাগ্যেরও ভূমিকা রয়েছে।’

কোরিয়াকে ৫ গোল ব্রাজিলের

সিওল, ১০ অক্টোবর : শেষ কবে ব্রাজিলকে এতটা দাপট নিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে বলা মুশকিল।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে মোটেও কাঙ্ক্ষিত ছন্দে পাওয়া যায়নি ব্রাজিলকে। কিন্তু শুক্রবার ফ্রেন্ডলি ম্যাচে একাধিপত্য নিয়ে খেলে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ ফলে বিধ্বস্ত করলেন আন্সেলোত্তির ছেলেরা। জোড়া গোল করলেন এস্তেভাও ও রডরিগো। অপর গোলটি ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৩৭টি) খেলার নজির গড়লেন সন হিউং-মিন। তবে রেকর্ড গড়ার দিনে বেশ নিষ্প্রভ কোরিয়ান তারকা। ১৩ মিনিটেই এস্তেভাওয়ের গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ব্রুনো গুইমারেসের পাস থেকে ফিনিশ করেন এই চেলসি তারকা। ৪১ মিনিটে কাসেমিরোর পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান রডরিগো।

৪৭ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান এস্তেভাও। দুই মিনিটের মধ্যে চতুর্থ গোলটি করেন রডরিগো। ৭৭ মিনিটে গোল করে দক্ষিণ কোরিয়ার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ভিনিসিয়াস। ১৪ অক্টোবর ব্রাজিল তাদের দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস রডরিগোর।

অনূর্ধ্ব-১৯ দলে পুলওয়ামা শহিদের পুত্র

চণ্ডীগড়, ১০ অক্টোবর : হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পেয়েছে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ বিজয় সোরেংয়ের পুত্র রাহুল সোরেং।

২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হন বিজয় সোরেং সহ ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। এই ঘটনার পরেই প্রাক্তন ভারতীয় তারকা বীরেন্দ্র শেহবাগ ঘোষণা করেছিলেন, পুলওয়ামা শহিদদের সন্তানরা তাঁর স্কুলে নিখরচায় পড়াশোনা করতে পারবে। তারপর থেকে রাহুল শেহবাগ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করছে।

রাহুল হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত স্বয়ং শেহবাগ। তিনি বলেছেন, ‘হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পাওয়ায় রাহুল সোরেংকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই। ওর বাবা বিজয় সোরেং ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলায় শহিদ হয়েছিলেন। আমি খুব ভাগ্যবান রাহুলের পাশে দাঁড়াতে পেরে। ওর জন্য আমি গর্বিত।’

গত ডিসেম্বরে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির জন্য হরিয়ানার অনূর্ধ্ব-১৬ দলে সুযোগ পেয়েছিল রাহুল। তখন সমাজমাধ্যমে রাহুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন শেহবাগ।

ইয়ামালকে একা থাকতে দিন : এমবাপে

প্যারিস, ১০ অক্টোবর : মাঠে ও মাঠের বাইরে বেশ অস্বস্তিতে বার্সেলোনার তারকা লামিনে ইয়ামাল।

চোটের জন্য বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে স্প্যানিশ ‘বিস্ময় বালক’। এমনকি চলতি মাসের শেষে তাঁকে এল ক্লাসিকোতে পাওয়া যাবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়। এদিকে মাঠের বাইরে ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সম্প্রতি ইয়ামাল তাঁর ১৮তম জন্মদিন বেশ জাঁকজমকপূর্ণ করেই পালন করেছেন। যে কারণে বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে এই বিতর্কে ইয়ামালের পাশে দাঁড়ালেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তিনি বলেছেন, ‘ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবাই কথা বলছে। আমার মনে হয়, ওকে একা থাকতে দেওয়া উচিত। লামিনে এই মুহূর্তে সেরা ফুটবলারদের একজন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ওর বয়স মাত্র ১৮ বছর। এই বয়সে কমবেশি সবাই ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এইভাবেও ইয়ামাল জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। তখন ও নিজেই ঠিকভুল বিচার করতে পারবে।’

> ইয়ামালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবাই কথা বলছে। আমার মনে হয়, ওকে একা থাকতে দেওয়া উচিত। মাথায় রাখতে হবে, ওর বয়স মাত্র ১৮ বছর।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

এমবাপে নিজেই ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে থেকে প্রচারের আলোয় চলে এসেছিলেন। তবে সেই চাপ সামলে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন তিনি।

২০২৬ বিশ্বকাপের ম্যাচ বল ট্রাইওন্ডা নিয়ে স্পেনের লামিনে ইয়ামাল।

ইংল্যান্ডের জয়ে নজির পিকফোর্ডের

গ্লাসগো ও লন্ডন, ১০ অক্টোবর : পিছিয়ে পড়েও জয়। গ্রিসকে হারিয়ে সরাসরি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার আশা জিইয়ে রাখল স্কটল্যান্ড। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে মাল্টাকে ৪-০ গোলে হারাল অক্ষত রাখার নজির গড়লেন গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড। ম্যাচ শেষে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল। এর আগে ইংল্যান্ডের হয়ে টানা ৭ ম্যাচ ক্লিনশিট রাখার রেকর্ড ছিল কিংবদন্তি গর্ডন ব্যাঙ্কসের দখলে।

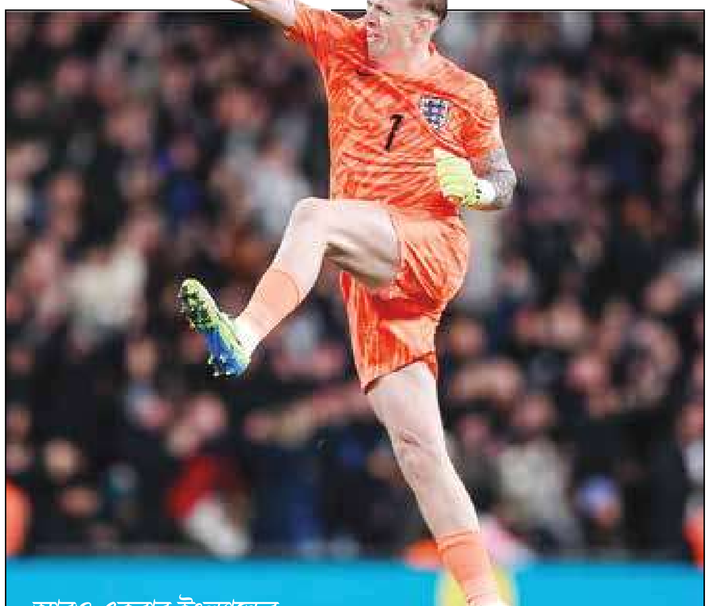
আরও একবার ইংল্যান্ডের দুর্গ অক্ষত রাখার পর লাফ গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ডের।

বিশ্বকাপের আশা জিইয়ে রাখল স্কটল্যান্ড

নেদারল্যান্ডস। অন্যদিকে, প্রীতি ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ড।

বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের মাঠে গ্রিসকে ৩-১ গোলে হারাল স্কটল্যান্ড। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রইল স্কটিশ ব্রিগেড। সমান পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ডেনমার্ক। অন্যদিকে, মাল্টার বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের হয়ে জোড়া গোল করলেন কোডি গাকপো। দুটি গোলই তিনি করেন পেনাল্টি থেকে। অপর দুটি গোল করেন তিজ্জানি রেইনডার্স ও মেম্ফিস ডিপে।

এদিকে, প্রীতি ম্যাচে ওয়েলসকে ৩-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ড। ম্যাচের প্রথমার্ধে পরপর তিনটি গোল করেন মরগ্যান রজার্স (৩), ওলি ওয়াটকিন্স (১১) ও বুকায়ো সাকা (২০)। এই নিয়ে ইংল্যান্ডের জার্সিতে টানা ৮ ম্যাচ দুর্গ

বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে
মাল্টা ০-৪ নেদারল্যান্ডস
স্কটল্যান্ড ৩-১ গ্রিস
চেক প্রজাতন্ত্র ০-০ ক্রোয়েশিয়া
প্রীতি ম্যাচে
ইংল্যান্ড ৩-০ ওয়েলস

সুপার কাপে মাঠে থাকবেন চার বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : সুপার কাপে কমছে বিদেশির সংখ্যা। জাতীয় দলে ভারতীয় স্ট্রাইকারের অভাব স্পষ্ট। তাই দেশি ফুটবলারদের বেশি করে খেলানো হোক, এমন দাবি উঠে আসছিল বিভিন্ন মহল থেকে। সেই দাবিকেই সমর্থন জানিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সহ একাধিক আইএসএলের ক্লাব চিঠি দেয়, সুপার কাপের প্লেয়িং একাদশে যেন চার বিদেশির বেশি খেলানোর অনুমতি না দেওয়া হয়।

আগে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছিল, ৬ জন বিদেশিকেই সবসময় মাঠে রাখা যাবে। কিন্তু ক্লাবগুলির দাবি মেনে শেষপর্যন্ত নিজেদের নিয়মে বদল নিয়ে এল এআইএফএফ। ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৬ বিদেশিকে নথিভুক্ত করালেও চারজনের বেশি মাঠে থাকতে পারবেন না।

বিরাটের মঞ্চে জয় হো যশস্বীর
-খবর বারোর পাতায়
শুরু ভালো না হওয়া চাপে ফেলেছে : সুনীল
-খবর তেরোর পাতায়

বর্ষাসুরে বিদ্ধ বাংলার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : অপেক্ষার আর পাঁচদিন। বুধবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে রনজি ট্রফি। ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে বাংলা।

তার আগে দলের অনুশীলন ও শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি আপাতত ঘেঁটে ঘ। সৌজন্যে কলকাতায় হয়ে চলা টানা, অবিরাম বৃষ্টি। এই বৃষ্টির কারণে ইডেনের আউটফিল্ড এখনও পুরো তৈরি নয়। ফলে দিনের বেশিরভাগ সময় মাঠ থাকছে পুরো ঢাকা। আজ সকালের দিকে রোদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। ইডেনের মাঠকর্মীরা কভারও সরিয়ে দিয়েছিলেন। দুপুর হতেই ছবিটা বদলে গেল। আকাশের মুখ ভার। সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও বেশ বিরক্ত। শেষ কয়েকদিন সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চলছিল বাংলার অনুশীলন। বৃষ্টি সেখানেও বারবার বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। আজ থেকে ইডেনে চূড়ান্ত অনুশীলন শুরুর কথা ছিল। কিন্তু সেটাও হয়নি। মাঠের বদলে সিএবি-র ইন্ডোরে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা করতে হয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অনুষ্টুপ মজুমদারদের। বর্ষাসুরের কবলে পড়ে বারবার এভাবে অনুশীলনে বিঘ্ন ঘটায় বিরক্ত বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'বৃষ্টিকে আমরা কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। কিন্তু এবার যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর ঘরের মাঠে রনজি ম্যাচে কতটা ফায়দা নিতে পারব আমরা, এখনও জানি না।' সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও কলকাতায় চলা টানা বৃষ্টিতে হতাশ। বাংলা দলের অনুশীলনে বিঘ্ন ঘটার কথা তিনিও জানেন। সৌরভের কথায়, 'টানা এমন বৃষ্টি হতাশার। জানি না কবে থামবে বৃষ্টি। বাংলা দলের অনুশীলনেও সমস্যা হচ্ছে বৃষ্টির কারণেই।'

নীরজের নজির ভাঙলেন হিমাংশু

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : নীরজ চোপড়ার এগারো বছরের পুরোনো নজির ভেঙে ইতিহাস গড়লেন হিমাংশু জাখর।

২০১৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে ৭৬.৫০ মিটার জ্যাভলিন ছুড়েছিলেন নীরজ। শুক্রবার ৪০তম জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তাঁকে টপকে গেলেন হরিয়ানার হিমাংশু। ৭৯.৯৬ মিটার ছুড়েছেন তিনি।

এই বছরের শুরুতেই সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ৬৭.৫৭ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জিতেছিলেন হিমাংশু। হরিয়ানার ঝাজ্জরের কৃষক পরিবারের ছেলে হিমাংশু। আদর্শ নীরজ। মাত্র ৫ বছর বয়সে জ্যাভলিন থ্রোয়ে হাতেখড়ি। গত কয়েক বছর হিসারের সাই সেন্টারে নিজেকে তৈরি করছেন। এই বছরের শুরুর দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে খোদ নীরজের সঙ্গে কোচ জ্যান জেলেজনির কাছে প্রস্তুতি সেরেছেন। সেটাই আরও ক্ষুরধার করে তুলেছে ১৭ বছরের হিমাংশুকে।

গুরুদয়ালের গোলে

হলদিবাড়ি, ১০ অক্টোবর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার লিগ কাম নকআউট ফুটবলে শুক্রবার কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতি ১-০ গোলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে জয় পায়। জয়সূচক গোলটি করেন গুরুদয়াল বর্মন। শনিবার দুইটি ম্যাচ হবে। প্রথমে ভারতীয় যুব সংঘ মুখোমুখি হবে কাঞ্চার মোড় বিপ্লবী সংঘের। পরে খেলবে হলদিবাড়ি মাজার শরিফ ও রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন ফতেমামুদ।

ফাইনালে ভাঐরথানা জিপি

উত্তরের খেলা

শীতলকুচি, ১০ অক্টোবর : স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির এসডিএস কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভাঐরথানা জিপি। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে বারোমাসিয়া নজরুল সংঘকে হারিয়েছে। ছোট শালবাড়ি জমিরউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আকাশ বর্মন ও ম্যাচের সেরা রাহুল রায় গোল করেন। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ ও বড়মরিচা একাদশ।

প্রথম ডিভিশন ফের ১৩ থেকে

বালুরঘাট, ১০ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের শেষ পর্যায়ের সূচি প্রকাশিত হয়েছে। মূলত তিনটি গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে এই খেলা চলবে ১৩ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে খেলবে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি, মহাদেবপুর এসকেএস ও শিরোহি ফুটবল ক্লাব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জয়দেব বাদ্যকর - কে

15.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55C 83933 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এমনভাবে আশীর্বাদ করবে তা আমি কখনও কল্পনা করিনি। আমি এক কোটি টাকার এই আশীর্বাদকে আমার বর্তমান জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং আমার পরিবারকে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা করার সুযোগ হিসাবে মনে করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

Hero GoodLife Stand a chance to win 100% Cashback | 24 Carat Gold Coin and many more assured benefits*

Additional offers on Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. I CIN: L35911DL1984PLC017354 I For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. *Fastest compared to all air-cooled engine motorcycles in the 125cc segment as per internal testing. **66 km/l with E5 petrol under standard tests; mileage may vary. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. #Net price is inclusive discount of GST Benefits, Cash Bonus and exchange carnival. Road tax and insurance is calculated on actual ex-showroom price applicable in West Bengal. ^Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for limited time period or till stock lasts. $Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. T&C apply.

TOLL FREE 1800 266 0018

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, , Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur:Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre - 9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar:Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

SAATCHI & SAATCHI